উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,৪৪২.৫০ (+৯.৬১)
নিফটি : ২৫,৪৬১.৩০ (+০.৩০)

রানার স্বীকারোক্তি
পাক সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত থাকার সময় রোষানলে পড়েছিলেন ২৬/১১ হামলার চক্রী তাহাউর রানা। সেই কলঙ্ক মুছতেই তিনি সাহায্য করেছিলেন আরেক চক্রী ডেভিড কোলম্যান হেডলিকে। » ৭

ধর্মঘটেও 'ছুটি' নেই
বুধবার দেশব্যাপী ধর্মঘট। তবে ওইদিন রাজ্যের সব সরকারি অফিসে কর্মীদের হাজির থাকতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে শুধু মিলবে ছাড়।

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°

বাড়তি শুল্কের ট্রাম্প-হুমকি
ক্ষমতায় এসেই বিশ্ব রাজনীতির চেনা ছকের বাইরে হাঁটছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শত্রু-মিত্র সবাইকে চাপে ফেলার হাতিয়ার হিসাবে শুল্ককে ব্যবহার করছেন। এবার ট্রাম্পের কোপে পড়েছে ব্রিকস। » ৭

২৩ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 8 July 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 51

টিউশন না পড়লে কমবে নম্বর, হুমকি অধ্যাপকের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ জুলাই : স্কুল বা কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের কাছে প্রাইভেট টিউশন পড়লে তবেই পরীক্ষায় নম্বর বাড়ে, এই অভিযোগ নতুন নয়। তবে, এই ধরনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজে যা ঘটেছে, তা কিন্তু অভাবনীয়। কলেজের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজের অভিযোগ তুলে সটান কলেজের অধ্যক্ষের দ্বারস্থ হলেন এক ছাত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কয়েকজন নেতাও। শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। খতিয়ে দেখা হবে।'

কী সেই অভিযোগ? সেই ছাত্রী জানিয়েছেন, শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের ইংরেজির বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক রঞ্জিত রায় ছাত্রছাত্রীদের বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেন। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন

শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজে হইচই

সেই অধ্যাপক। এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে অধ্যাপক রঞ্জিত বলেন, 'এধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এমন কোনও ঘটনা আমার জানা নেই। সমস্ত ছাত্রছাত্রী আমার কাছে সমান। আমি কখনও কোনও অনৈতিক কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াইনি।'

তবে তাঁর সাফাই মানতে নারাজ পড়ুয়ারা। তাঁরা উলটে দাবি করেছেন, কেউ যদি অতিরিক্ত টাকা দিতে অস্বীকার করে সে ক্ষেত্রে ওই অধ্যাপক হুমকি দেন। কোনও ছাত্রছাত্রী সেই অধ্যাপকের অনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তুললে ইন্টারনাল পরীক্ষায় নম্বর কম দেওয়া হবে বলে হুমকি দেন বলেও অভিযোগ। শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের চতুর্থ সিমেস্টারের এক ছাত্রী তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাদের কাছে অধ্যাপকের কীর্তিকলাপ নিয়ে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। ওই ছাত্রীর অভিযোগ, অধ্যাপকের কাছে যাঁরা টাকার বিনিময়ে টিউশন পড়েন তাঁদের অতিরিক্ত নম্বর দেন তিনি। সেই ছাত্রী আবার সেই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুললে তাঁকে ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়।

এরপর দশের পাতায়

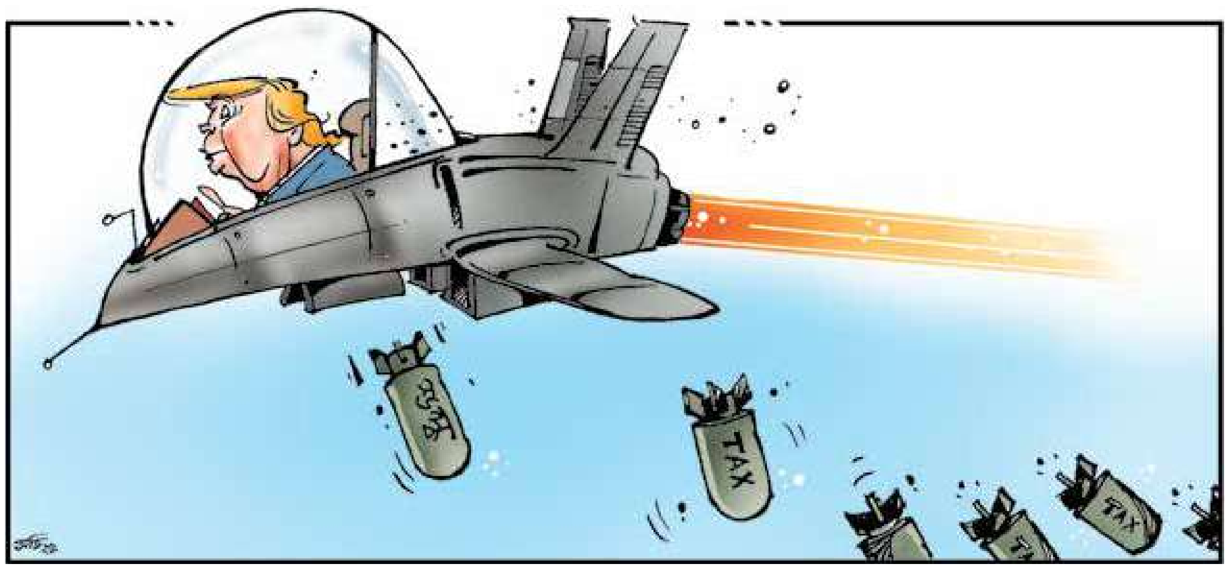

উচ্ছেদের ভয়ে বিপাকে ব্যবসায়ীরা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ৭ জুলাই : অসম-বাংলা সীমানা লাগোয়া ভাঙ্গাপাকড়ি পুলিশ নাকা চেকিং পয়েন্ট থেকে জোড়াই সেতু পর্যন্ত জাতীয় সড়ক ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে সারি সারি দোকানপাট। আর সেই দোকাগুলির সবক'টিই জাতীয় সড়কের জায়গা জবরদখল করে গড়ে উঠেছে।

সেই জবরদখল হটাতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ১৫ দিনের মধ্যে দোকান সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ ধরিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। নোটিশে দেওয়া সময় অনুযায়ী হাতে সময় রয়েছে আর মাত্র দিনতিনেক। রুটিরজির সংস্থান নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় ২৫০ জন ব্যবসায়ী।

ওই এলাকায় এমনকি ডিভাইডারের মাঝেও গজিয়ে উঠেছে সারিবদ্ধ দোকান। এতে সবচেয়ে বেশি যানজট সমস্যা হচ্ছে বারবিশা সেলস ট্যাক্স গেট এলাকায়। নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের জায়গা না থাকায় এই এলাকাজুড়ের পণ্যবাহী ট্রাক ৪ লেনের জাতীয় সড়কের ওপর দিনরাত দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে জাতীয় সড়কের এই ২-৩ কিমি দীর্ঘ অংশে বছরভর যান চলাচল ব্যাহত হয়। শুধু তাই নয়, জবরদখল ও অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে জাতীয় সড়ক সংকুচিত হয়ে পড়ায় আকছার পথ দুর্ঘটনাও ঘটছে। এইসব সমস্যা মেটাতেই এই উচ্ছেদের নোটিশ বলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সমস্যা
- সবচেয়ে বেশি যানজট হচ্ছে বারবিশা সেলস ট্যাক্স গেট এলাকায়
- এই ২-৩ কিমি দীর্ঘ অংশে যান চলাচল ব্যাহত হয়
- জবরদখল ও অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে জাতীয় সড়ক সংকুচিত

এব্যাপারে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জলপাইগুড়ি প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিটের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর শৈলেন্দ্র শম্ভু সাফ বলেন, 'আইন মেনে নোটিশ করা হয়েছে। জাতীয় সড়কের জায়গা অবৈধভাবে দখল করে দিনের পর দিন ব্যবসা চলতে পারে না। বারবিশা সেলস ট্যাক্স গেট এলাকায় জাতীয় সড়কের জায়গা দখল করে অবৈধ পার্কিং, দোকানপাট দেওয়ায় যানজট, পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। সমস্যা মেটাতে জবরদখলকারী দোকান ব্যবসায়ীদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সেটা অমান্য করলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

এদিকে, নোটিশ পেয়ে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের। বারবিশা সেলস ট্যাক্স গেট এলাকায় ভাতের হোটেল চালান নির্মল দাস। তিনি বলেন, 'দেড় দশক আগে ৪ লেন তৈরির সময় একবার দোকান সরিয়েছি। ফের এখন উচ্ছেদের তোড়জোড় শুরু করেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। আমাদের উপার্জনের অন্য কোনও উপায় নেই। কতটা দূরে দোকান সরাব?'

এরপর দশের পাতায়

জাতীয় সড়কের পাশে থাকা এই দোকানগুলো সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ দিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। বারবিশায়।

কথায় কথায়

ভরসা মা কালী, বঙ্গ বিজেপি বাঙালি হবে

আশিস ঘোষ

জয় মা কালী। এবার বঙ্গ বিজেপি আঁকড়ে ধরেছে কালীকে। জয় শ্রীরাম আপাতত ব্যাকফুটে। বঙ্গের পদ্মকাননে এখন শ্যামাসংগীত বাজবে। টিমের ক্যাপ্টেন বদলের সঙ্গে সঙ্গে এটাই পয়লা বদল। বহিরাগত, অবাঙালিদের পার্টির ছাপ্পা গা থেকে ঘষে তুলতে বিজেপি এবার শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে। এতদিন শ্রীরাম বলে রণধ্বনি দিয়ে বাংলায় চিঁড়ে খুব একটা ভেজেনি। তাই বাঙালি হয়ে উঠতে নতুন ফর্মুলা। রামচন্দ্রকে দিয়ে গোবলয়ের ধাঁচে আসরে নেমে লাভ হবে না বুঝেছে তারা।

নতুন সভাপতি আরও একটা কাজ করেছেন গোড়াতেই। পদ্মফুলের ছবি দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন দলের নানা গোষ্ঠীপতির মুখ। এতে গোষ্ঠীবাজি মিটবে না বাড়বে, কে বলতে পারে! আরও দুঃসাহসের যে কাজটি তিনি করেছেন তা হল, মুসলিমদের সঙ্গে তাঁদের কোনও বিবাদ নেই কথাটা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা। এতদিন এই দলে কেবল হিন্দুরা থাকবেন এবং সংখ্যালঘুদের ভোটের দরকার নেই বলে অহরহ বিরোধী নেতার হুংকার শুনে এসেছি। সেই বিজেপিতে পরিষ্কার উলটো সুর!

শমীক ভট্টাচার্য বহুদিনের আরএসএস কর্মী। বঙ্গ বিজেপিতে বদল সংঘের সম্মতি ছাড়া হচ্ছে বলে ভাবা কঠিন। শোনা যায়, সুকান্ত-শুভেন্দুদের টপকে শমীককে বসানোর পিছনে নাগপুরের হাত আছে। তাদের লাইন মেনে গরম হিন্দুর বদলে এবার নরম হিন্দু লাইনে হাঁটতে চলেছে শমীকের বিজেপি। শুভেন্দু নানা অঙ্ক কষে বঙ্গবিজয়ের যে ছকের কথা বলে আসছিলেন,তাতে কয়েক ঘটি জল ঢালা এখন পাঁচ পাবলিক বিলক্ষণ বুঝতে পারছে। একইসঙ্গে বামেদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রেখেছেন শমীক।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

দিলীপের জন্য সমব্যথী বারলা

» দুইয়ের পাতায়

একসঙ্গে শাহরুখ-প্রিয়াংকা?

» আটের পাতায়

পরীক্ষায় অযোগ্যদের না হাইকোর্টের

'দাগি' রক্ষার চেষ্টায় দাঁড়ি

> শীর্ষ আদালত এঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে, তারপরও কীভাবে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিচ্ছে এসএসসি? এঁরা তো প্রতারণায় অভিযুক্ত। -সৌগত ভট্টাচার্য, *বিচারপতি*

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্য সরকারের চেষ্টা ব্যর্থ হল। সুপ্রিম কোর্টে চিহ্নিত 'দাগি অযোগ্যদের' পুনরায় শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার পথে দাঁড়ি পড়ল। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) বিজ্ঞাপিত পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হারালেন তাঁরা। ইতিমধ্যে কেউ আবেদন করে থাকলে, সেগুলিকে বাদ দিতে হবে এসএসসি-কে।

এসএসসি'র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করলেও সুপ্রিম কোর্ট চিহ্নিত 'অযোগ্য'দের সম্পর্কে সোমবার কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। অযোগ্যদের সমর্থনে সোমবার আদালতে শেষপর্যন্ত সওয়াল করেছে রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন।

এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী চিহ্নিত অযোগ্যরা বয়সজনিত ছাড় পাবেন না। কিন্তু নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা নেই। তাতে বিচারপতি বিস্ময়প্রকাশ করে বলেন, 'শীর্ষ আদালত এঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে, তারপরেও আপনারা এটা বলছেন?'

এখনও তদন্ত শেষ হয়নি দাবি করে এসএসসি যুক্তি দেয় যে, ওঁরা অযোগ্য এখনও প্রমাণ করা যায়নি। কল্যাণ বলেন, 'তাই কোন এক্তিয়ার বলে এঁদের আটকানো যাবে? এঁরা অংশ না নিলে ২০১৬ সালের প্রক্রিয়ায় যাঁরা অসফল হয়েছিলেন, তাঁরাও অংশ নিতে পারবেন না।' বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কীভাবে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিচ্ছে এসএসসি? এরা তো প্রতারণায় অভিযুক্ত।' এসএসসি নিয়োগের পরীক্ষায় যোগ্য শিক্ষকদের মতো ১০ শতাংশ নম্বরের সুবিধা দিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

এসএসসি বিভ্রাট
- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এসএসসি
- 'অযোগ্য'দের পরীক্ষায় বসার অনুমতি
- আপত্তি জানিয়ে মামলা হাইকোর্টে
- সেই মামলায় আদালত জানাল, কিছুতেই পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না 'অযোগ্য'দের

সুরিপাড়ায় 'বরযাত্রী' গজরাজ

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৭ জুলাই : ছাঁদনাতলায় বিয়ে চলছে। প্যান্ডেলের ভেতরে তখন বরযাত্রীরা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই বিয়েবাড়িতে যেন বরযাত্রী হিসেবে এসে হাজির গজরাজ! রবিবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরিপাড়া গ্রামের ঘটনা। জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সেখানকার এক বিয়েবাড়িতে চলে আসে একটি নয়, জোড়া হাতি। একটি হাতি তো একেবারে বিয়েবাড়ির প্যান্ডেলের সামনে চলে এসেছিল। আরেকটি হাতি জঙ্গল ও গ্রামের সীমানায় দাঁড়িয়ে যেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল।

এমন ঘটনায় বিয়েবাড়িজুড়ে হুলুস্থুল পড়ে যায়। পরে অবশ্য গ্রামবাসী ও বনকর্মীদের চেষ্টায় হাতি দুটিকে জঙ্গলে ঢোকানো সম্ভব হয়। তারপর হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন বরযাত্রী ও কনের বাড়ির লোকজন। তবে হাতির হানায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সোমবারও এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের ধইধইঘাট বিটের পাশেই সুরিপাড়া গ্রাম। সম্প্রতি এই গ্রামে কয়েকবার গন্ডারও চলে এসেছে। আর হাতির হানা অবশ্য নতুন কিছু নয়। মাঝেমধ্যেই হাতি ঢোকে। তবে কোনও বিয়েবাড়ি বা সামাজিক অনুষ্ঠানের জায়গায় এভাবে হাতি চলে আসার ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

জলদাপাড়া পূর্বের রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজিৎ বিশোইয়ের কথায়, 'রোজ রাতেই বনকর্মীদের টিম নজরদারি চালায়। ওখানে হাতি ঢোকার খবর পেয়েই বনকর্মীরা যান। বাকি রাত কড়া নজরদারি চলে। তাই পরে আর হাতি বের হয়নি। এমনিতে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।'

শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় রাভার কথায়, 'সুরিপাড়া গ্রামের প্রকাশ বর্মনের মেয়ের বিয়ে ছিল রবিবার রাতে। হাতি এলেও তারা একেবারে প্যান্ডেলের ভেতরে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু বিয়েবাড়ি চত্বরে এভাবে হাতি আসায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।' তবে কনের বাবা প্রকাশ এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বরের বাড়ি শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনপাড়া গ্রামে। ওই নতুনপাড়া গ্রামও জলদাপাড়া জঙ্গল লাগোয়া। বুনোর আনাগোনা সম্পর্কে 'অভিজ্ঞ' তাঁরাও।

রবিবার সন্ধ্যা থেকেই বিয়েবাড়িতে ভিড় উপচে পড়ে। রাতে বরযাত্রীরা আসেন। ছাঁদনাতলায় বিয়ে চলতে থাকে। রাত তখন পৌনে দুটা। হঠাৎ চিৎকার, বিয়েবাড়ির দিকে তেড়ে আসছে হাতি।

এরপর দশের পাতায়

এই বিয়েবাড়িতেই রবিবার রাতে হাতি চলে এসেছিল।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. কমার্শিয়াল/টেন্ডার/এসটিএটি/মালদা/২০২৩. তারিখ : ০৪.০৭.২০২৫
মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে মেডিকেল স্টোর স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক প্রকাশিত ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ ই-অকশনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং.: মেডিকেল স্টোর্স-৮; অকশন শুরুর তারিখ : ১৯.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমে:- এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি-মেডএসটিএন-২২-২৫-২; বারিয়ারপুর; এএ/২; এমএসএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-মেডএসটিএন-১৭-২৫-২; হাসিডিহা; এএ/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-মেডএসটিএন-২০-২৫-২; সুলতানগঞ্জ; এএ/৪; এমএসএস-এমএলডিটি-এনআইএলই-মেডএসটিএন-১৮-২৫-২; নিমতিতা; সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-108/2025-26
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बेंगडुबी
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI
Post-Bengdubi, Dist- Darjeeling (W.B.) Pin-734424
पत्राचार संकेत – बेंगडुबी, जिला–दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) पिन–734424
Email: kvbengdubi123@gmail.com , Phone- 0353-2480070

संविदा शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए साक्षात्कार 2025–26
Interview for Contractual Teachers (2025-26)

निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सत्र 2025–26 हेतु संविदा शिक्षकों का पैनल तैयार करने के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बेंगडुबी में चल साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा:
A Walk-in-Interview will be conducted at PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI, to prepare panel of contractual teachers for the session 2025-26 as per the following schedule:

क्र.सं. / SN.	दिनांक सहित साक्षात्कार समय / Date of Interview and Reporting time	विषय / SUBJECTS
1.	11/07/2025 (Friday) TIME: 8:30 AM	1. प्रशिक्षित स्नातोकोत्तर अध्यापक– रसायन शास्त्र। 2. प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक– गणित। 3. विविध – शैक्षणिक परामर्शक, विशेष अध्यापक। 1. PGTs - Chemistry 2. TGTs - Math 3. Miscellaneous - Educational Counsellor, Special Educator.

साक्षात्कार से संबंधित अन्य विवरण जैसे योग्यता इत्यादि के लिए विद्यालय वेबसाइट देखें।
For other details related to interview like eligibility etc. visit the school website: https://bengdubi.ac.in

प्राचार्य
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बेंगडुबी

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ জোর যার মুলুক তার, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.০০ আমার মা, ১.০০ প্রাণ সজনী
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ তুমি যে আমার, দুপুর ১২.০০ সুন্দর বউ, দুপুর ২.৩০ আশ্রয়, বিকেল ৫.০০ মায়া মমতা, রাত ১০.৩০ শতরূপা, ১.০০ প্রেম আমার-টু
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ পাগলু-টু, বিকেল ৩.৪৫ দাদা, সন্ধে ৭.০০ পাগলু, রাত ১০.২০ হামি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তুমি কতো সুন্দর
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : সকাল ৯.০০ হাউসফুল-থ্রি, দুপুর ১২.০০ ছলাং, বিকেল ৩.০০ ভিভেগম, ৫.০০ যুগ যুগ জিও, রাত ৮.০০ সত্যভামা, ১০.৩০ গ্যাহেরিয়াঁ
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.১৯ আরআরআর, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.২৩ বাচ্চন পাণ্ডে
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৩ কে থ্রি- কালী কা করিশমা, ২.৪৮ কার্তিকেয়-টু, রাত ৮.০০ পরদেশ, ১১.৪১ হ্যাকড
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৫১ থপ্পড়, বিকেল ৩.১৫ শর্মাজি নমকিন, ৫.১৭ শুভ মঙ্গল সাবধান, সন্ধে ৭.০১ ছত্রিওয়ালি, রাত ৯.০০ তুম্বড়, ১০.৪৪ রশমি রকেট
এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৮ স্ট্রিট ডান্স-টু, ২.২৩ নন স্টপ, বিকেল ৫.৫৯ দ্য স্টার্ভিং গেমস, সন্ধে ৭.১৩ নাইট অ্যান্ড ডে, রাত ৯.০০ সুপারফাস্ট, ১০.৩৬ কুং ফু যোগা

আর্থ ফ্রম স্পেস বিকেল ৪.২০ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

রিফিউজি বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

তুম্বড় রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

সরকারি সাহায্য ছাড়াই নজির কামিনীর ঘাটে

বড়ি শিল্পে স্বনির্ভর গ্রাম

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৭ জুলাই : টাকাগাছ সেতু ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোলেই কামিনীর ঘাট। আর সেখানেই রয়েছে আস্ত একটা বড়ি গ্রাম। ওই এলাকায় প্রায় সব বাড়িতেই বড়ি দেওয়া হয়। সেই বড়ি বিক্রি করেই চলে তাঁদের সংসার। পাইকারের হাত ধরে পাশের রাজ্য অসম, মেঘালয় এমনকি ভুটানেও যায় এই কামিনীর ঘাটের বড়ি। অনেকে আবার লন্ডন, আমেরিকাতেও এখান থেকে বড়ি নিয়ে যান।

'সিজন টাইমে' চাহিদা অনুযায়ী বড়ির জোগান দিয়ে উঠতে হিমসিম খেতে হয় জয়শ্রী, প্রভাদের। ফলে এখানকার বড়ি বিক্রি করা নিয়ে এঁদের কোনওরকম চিন্তাই করতে হয় না। কিন্তু আক্ষেপ অন্যখানে। কোনওরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই স্থানীয়রা এই পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। ডাল ফেটাতে যে পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, তাতে মহিলাদের ডানদিকের অংশ অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় বাসিন্দা জয়শ্রী সরকার বললেন, 'শুধুমাত্র ডাল গুঁড়ো করা এবং ফেটানোর জন্য ভোর সাড়ে তিনটে-চারটের থেকে কাজ শুরু করতে হয়। বছরের পর বছর হাত দিয়ে ডাল ফেটাতে গিয়ে প্রত্যেকেরই হাতের কমবেশি ক্ষতি হয়েছে।' প্রভা সরকার, সরমা সরকাররা জানালেন, প্রত্যেকে মেশিন কেনার জন্য সরকারি সাহায্য পেলে সময় এবং কষ্ট, দুটোই লাঘব হত। পাশাপাশি উৎপাদনও অনেকটাই বেড়ে যেত।

প্রায় সাত মাস আগে তিনটি বাড়িতে ডাল ভাঙানো এবং ফেটানোর মেশিন আনা হয়েছে। ব্যবসা থেকে টাকা জমিয়ে কলকাতা থেকে ওই মেশিন আনিয়েছিলেন তাঁরা। এর ফলে পাঁচ কেজি ডালের বড়ির জায়গায় ১০ কেজি ডালের বরি দেওয়া খুব সহজ হয়ে গিয়েছে বলে জানালেন ঝুমা ভদ্র। ঝুমা এবং তাঁর স্বামী দুলাল দুজনে মিলে এই বড়ির ব্যবসা করে একমাত্র ছেলেকে বাইরে রেখে পড়াচ্ছেন।

গ্রামে ঢুকলেই দেখা যাবে, প্রত্যেকের বাড়ির উঠোনে কিংবা মাঠে চৌকোনা টিনের ওপরে বড়ি শুকোতে দেওয়া রয়েছে। সেই বড়িগুলো আবার গুছিয়ে তোলাও একটা বড় কাজ। এরপর ওই টিনগুলোকে এক এক করে মুছে পরেরদিনের জন্য আবার তৈরি করে রাখা হয়। এই কাজ করতেই সারাটা দিন কেটে যায়, জানালেন প্রভা। তাঁর কথায়, 'কাঁচামাল কিনতেই অনেকটা টাকা চলে যায়। তাই আর মেশিন কেনা সম্ভব হয়নি। আমরা অনেক জায়গায় বলেছি, কিন্তু লাভ হয়নি।'

মাঠে শুকাচ্ছে বড়ি। সোমবার। -সংবাদচিত্র

আক্ষেপ যেখানে
- ডাল ফেটাতে এবং গুঁড়ো করতে অনেক সময় লাগে
- সময়ের পাশাপাশি শারীরিক কষ্টও বেশি হয়
- সরকারি সাহায্য পেলে কামিনীর ঘাটের বড়ির কারিগররা মেশিন কিনতেন
- তাতে তাঁদের সময়ও বাঁচত, কষ্টও কমত

আমার একলা আকাশ থমকে গেছে... বালুরঘাট শালগ্রামে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

যেখানে সম্মান নেই... দিলীপকে বার্তা বারলার

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ জুলাই : 'একুশে জুলাই অনেক চমক হবে', মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ। ২১শে জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি যুব মোর্চা। কিন্তু একুশে জুলাই বলতে রাজ্যবাসী তৃণমূলের ধর্মতলার মঞ্চকেই বোঝেন। ফলে তাঁর দলত্যাগ নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে নানান জল্পনা। সতর্কতার সঙ্গে জল মাপা শুরু করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বও। এরই মাঝে দিলীপকে তৃণমূলে স্বাগত জানালেন আরও এক বিজেপি ত্যাগী প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা। তাঁর কৌশলী বার্তা, 'যেখানে সম্মান নেই, সেখানে থেকে লাভ কী?' হাতের পদ্মফুল ফেলে কিছুদিন আগে জোড়াফুলের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বারলা। তাঁর বক্তব্য, 'দিলীপবাবু এরাজ্যে বিজেপিকে দাঁড় করিয়েও প্রাপ্য সম্মান পাননি। যোগ্যদের প্রকৃত সম্মান দিতে জানেন একমাত্র দিদি।' তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাঁকে সম্মান দিয়েছেন, তাও দাবি করলেন।

বঙ্গ রাজনীতিতে দিলীপ ঘোষ এবং চমক প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর যে কোনও মন্তব্য নানান কৌতূহলের সৃষ্টি করে। একুশে জুলাই নিয়েও শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। এই জল্পনার মাঝেই সোমবার বারলা বলেন, 'উত্তরবঙ্গে বিজেপির পালে হাওয়া জুগিয়েছিলাম আমি ও আমার সঙ্গীরা। দক্ষিণবঙ্গে কাজটি করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। যদিও বিজেপিতে এখন যাঁরা নেতা আছেন, তাঁরা স্রেফ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে দিলীপ ঘোষকে ব্রাত্য করে রেখেছেন। ওঁরা আর কাউকে নেতা হতে দিতে রাজি নন। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ওঁর আর বিজেপিতে থাকা উচিত নয়।'

বারলার এহেন বক্তব্যকে অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছে না বিজেপি। আলিপুরদুয়ারের বর্তমান সাংসদ বিজেপি নেতা মনোজ টিগ্গা বলেন, 'যাঁকে কেউ চিনত না তাঁকে সর্বভারতীয় পরিচিতি দিয়েছিল বিজেপি। সেই জন বারলা নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ায় তৃণমূলে গিয়ে এখন বড় বড় কথা বলছেন। দিলীপবাবু একজন বিচক্ষণ নেতা। বারলা ওঁর নখেরও যোগ্য নন। বারলার পরামর্শের কোনও দরকার দিলীপবাবুর আছে বলে মনে করি না।'

এদিকে, তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন বারলা। জলপাইগুড়ি জেলার নানা জায়গায় উপস্থিত থেকে বক্তব্যও রাখছেন।

টলিউডে প্লে-ব্যাক কামাখ্যাগুড়ির হিল্লোলের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ জুলাই : টলিউডে প্লে-ব্যাক সিংগার হিসেবে অভিষেক ঘটছে কামাখ্যাগুড়ির হিল্লোল আচার্যের। এর আগে কামাখ্যাগুড়ি থেকে কেউ এই কৃতিত্ব অর্জন করেননি। সম্প্রতি নবাগত পরিচালক প্রীতম দত্তের নির্দেশনায় মুক্তি পেয়েছে 'দ্য ফেরোসাস উগ্র'। এই ছবিতে মোট তিনটি গানের মধ্যে দুটো গান হিল্লোলের নিজের লেখা এবং সুর করা। যার মধ্যে একটি গান তিনি নিজে গেয়েওছেন। অপর গানটি গেয়েছেন শিল্পী অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিল্লোল ছোটবেলা থেকেই গানের পরিবেশেই বড় হয়েছেন। বাবা ও মার কাছে প্রাথমিক গানের তালিম বাড়ি থেকেই শুরু হয়। তবে মাসি ক্ষমা শর্মার কাছে তাঁর হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শেখা। এরপর পিসি দীপ্তি আচার্যর কাছে তিনি নজরুলগীতি শিখেছেন। পরবর্তীতে নিয়মিত ক্ল্যাসিকাল শেখা শুরু করেন সপ্তম শ্রেণি থেকে গুরু শ্রী নগেন্দ্র মুনিদাস মহাশয়ের কাছে।

হিল্লোল আচার্য

২০০৯ সালে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্স পড়তে এসে গানের জন্য কলেজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর তিনি সেরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিটেক করেন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে। এরপর তিনি এমটেক করেন ওই একই কলেজ থেকে। সদ্য তিনি সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কলকাতাতে পিএইচডির থিসিস জমা করেছেন।

দু'বার ভিনরাজ্যে চাকরি পেয়েও চাকরি করতে যাননি শুধুমাত্র গান গাওয়ার জন্য। কলেজ জীবনে তিনি ৩০টি গান লিখে সেই গানে সুর দিয়ে নিজেই গেয়েছেন। ইতিমধ্যে ২০১৪-২০১৫ সালের মধ্যে বেশকিছু বিজ্ঞাপনে জিংগল গেয়েছেন তিনি। ২০১৬ সালে প্রথম বাংলাদেশের বিটিভি চ্যানেলের একটি নাটকে প্লে-ব্যাক সিংগার হিসেবেও কাজ করেছেন। ২০২২ সালে একটি ওয়েবসিরিজে মিউজিক ডিরেকশনের মাধ্যমে টলিউডে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছেন। তখনই প্রথম মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে তকমা পান। হিল্লোল জানালেন, স্ট্রাগলের পথে তাঁর স্ত্রী শিখা সাহা মণ্ডল সবসময় আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। পরিবারের সকলকেই তাঁর পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব ভালো গাইতেন বলে জানিয়েছেন হিল্লোলের এক বন্ধু বিশ্বনাথ সরকার।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বালুরঘাট ● ফাঁসিদেওয়া ● দিনহাটা ● সিতাই ● বানারহাট এলাকায় সংবাদদাতা চাই

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জুলাই, ২০২৫

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ৭ জুলাই : শেরশাবাদিয়া ইউনাইটেড মুভমেন্টের পক্ষ থেকে সোমবার ইসলামপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের পদাধিকারী সহ সদস্যরা এদিন শেরশাবাদিয়া গোষ্ঠীকে ওবিসি-এ ক্যাটিগোরি থেকে বি ক্যাটিগোরিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ারুল হকের কথায়, 'সরকারি এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের সমাজ বঞ্চিত হবে। ফলে আমাদের ওবিসি সংরক্ষণে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছি।' সরকার কোনও পদক্ষেপ না করলে আন্দোলন করা ছাড়া পথ থাকবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি।

কর্মখালি

কুচবিহার, শিলিগুড়িবাসীরা বাড়ি থেকে US Co-তে পার্ট/ফুলটাইম পরামর্শমূলক কাজে আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ান। M/F (20-65 বৎ:) চাই। 9830364767. (K)

●

A renowned Electronic Company requires Delivery Boy. Ph. : 7980288246. (K)

SITUATION VACANT

SARADA VIDYA MANDIR, CBSE (English Medium), Sudarshanpur Raiganj, U/D, Pin 733134 invites applications for recruitment of Asst. Teachers for following subjects. POL. Sc(PGT), English(TGT), Social Science(PRT) preferable from HIST. Background Qualification: For PGT & TGT, M.A/B.A with B.Ed. for PRT, Candidates must have D.L.Ed. Candidates should be efficient to teach in English. Eligible candidates are requested to submit their Boi-data/CV by 12th July,2025. Candidates may submit their Boi-data/CV through E-mail: saradavidyamandir12@gmail.com. Mob: 9474730044.

বিক্রয়

1000 sq.ft & 800 sq.ft suitable for গোডাউন, টিউশন, অফিস space বিক্রয় হবে। ফুলেশ্বরী ইন্ডোর স্টেডিয়াম, মহমায়া কালী মন্দিরের নিকটে, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। ফোন : 9650750552/ 9641671146.(C/116890)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur Teachers Training Institute-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ- 9832632235. (C/116651)

ভর্তি

শিক্ষাবর্ষে 2025-27 D.EL-ED কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। Mob : 9851070787/8944884979. Mekliganj Netaji P.T.T.I., Cooch Behar, Pin- 735304. President. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ডে ভুলবশত Md. Firoj Alam লেখা হইয়াছে। আমার সঠিক নাম Md. Firoj Aktar যাহা ভোটার কার্ডে উল্লেখিত। আমি অদ্য ইং 07.06. 2025 তারিখে শিলিগুড়ি আদালত হইতে নোটারি বলে অ্যাফিডেবিট করিয়া উক্ত বিষয়ে সংশোধন করিয়াছি। (C/117313)

●

আমার ভোটার ID কার্ড নং UHI 0881334 নাম ভুল থাকায় গত 03-07-2025, নোটারী পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bina Das এবং Lalita Das (Barman) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পঃবঃ, পিন- 736180. (C/115997)

সংশোধনী - ০১ ও ০২

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭, তারিখ: ৩০-০৬-২০২৫ কাজের জন্য- কাটিহার ডিভিশনের অধীনে এলসি নং ৬এস-৩, লামডিং ডিভিশনের অধীনে ২ এলকে এবং ৩ এলকে নির্মূলের জন্য আরওবি নির্মাণ। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭, তারিখ: ৩০-০৬-২০২৫ এর সংশোধনী ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

নিজ ভোটার কার্ডে (নং KDC 2345270) Md. Delbar Miya এবং ছেলে মেহেদি মিয়াঁর WBBSE-র অ্যাডমিটে (রোল 803891N নং 0007) নিজ নাম Delowar Miah থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে (23.5.25) অ্যাফিডেভিট বলে Delbar Miya হলাম। সাং- বালাপুকুরি, চামটা। (S/M)

কর্মখালি

রেস্টুরেন্টে কুক এবং বাসন ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা- শিলিগুড়ি। M. No. 9832543559. (C/116888)

●

B.Tech/ Diploma in Civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tallly. E mail :- sankar54168@gmail.com (C/117320)

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO: BANARHAT/BDO/NIT-002/2025-26(4th Call) Last date of online bid submission 15/07/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

LAW ADMISSION
ONLY FOR EWS AND OBC CANDIDATES
SESSION:-2025-2026
Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 years B.A. LL.B integrated Course. Forms will be available from the College website (www.balurghatlawcollege.ac.in) on and from 08/07/2025 to 16/07/2025. Interested EWS and OBC candidates may also contact on Mobile No: 9382097598/ 9832790510.
Sd/-
Dr. Santosh Kumar Tiwary
Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

Office of the Principal
Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital
e-Tender Notice
Tender is invited for "Providing Security Personnel" at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/PRIN/1570/2025, Dated 05/07/2025. Details are available from the following sites: www.wbtender.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in
Sd/-
Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখুন। মাত্রাতিরিক্ত কথার জেরে অশান্তি হতে পারে। **বৃষ :** কোনও ধর্মীয় সভায় যোগ দিয়ে আনন্দ। আর্থিক দিক থেকে সারাদিন ভালো কাটবে। **মিথুন :** উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার যোগ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ফল খুব ভালো হবে। **কর্কট :** প্রেমে সামান্য অশান্তি থাকলেও বিকেলের পর তা মিটে যাবে। কাজকর্মে গতির অভাব। **সিংহ :** বেহিসেবি খরচে মানসিক চাপ বাড়বে। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। **কন্যা :** সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন এবং দায়িত্ব বাড়বে। দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। **তুলা :** রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা দূর হবে। **বৃশ্চিক :** ব্যবসায় সামান্য মন্দা থাকবে। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। **ধনু :** পুরোনো রোগের বৃদ্ধিতে ভোগান্তি বাড়বে। কোনও হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। **মকর :** খুব প্রিয়জন কেউ বাড়িতে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন। **কুম্ভ :** অতিরিক্ত লোভের কারণে প্রচুর অর্থনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **মীন :** বাইরের খাবারদাবার থেকে খুব সাবধানে থাকুন। দাম্পত্যে মতবিরোধ কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ আষাঢ়, ৮ জুলাই, ২০২৫, ২৩ আহার, সংবৎ ১৩ আষাঢ় সুদি, ১২ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।২৩। মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১২।১০। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৩।৪০। শুক্লযোগ রাত্রি ১১।২৭। কৌলবকরণ দিবা ১১।২৩ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।১০ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৩।৪০ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১২।১০ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৬।৪২ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ গত ৯।৩ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৭।৪৩ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৯।৩ গতে পুনঃযাত্রা শুভ পূর্ব্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১২।১০ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৪ গতে ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নদীর গতি বদলে চাষ

শাপে বর হয়েছে পলাশবাড়ির চাষিদের

পলাশবাড়ির উত্তরাংশে আমন ধান রোপণ করা হয়েছে। - সংবাদচিত্র

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৭ জুলাই : বর্ষাকালে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় আলিপুরদুয়ারের কৃষি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে আমন ধানের চাষ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন হাজার হাজার চাষি। ফালাকাটায় যেমন বিভিন্ন নদীর জল দিয়ে আমনের চাষ করছেন চাষিদের একাংশ। অন্যত্র আবার পাম্পসেট ভাড়া করে ধান রোপণের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। কিন্তু পলাশবাড়ির উত্তরাংশের ধানচাষিরা কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত। কয়েকদিন আগে মহাসড়কের সেতুর কারণে সনজয় নদীর গতিপথ বদলে দেওয়ায় ওই এলাকার বিঘা বিঘা চাষের জমি জলে ডুবেছিল। এখন সেইসব জমিতে জল কমতেই অনায়াসে চাষ করতে পারছেন চাষিরা। পাম্পসেটের প্রয়োজনও পড়ছে না। এ যেন শাপে বর!

স্থানীয় চাষি বীরেন বর্মনের কথায়, 'কয়েকদিন আগেও জমিতে হাঁটুসমান জল ছিল। সনজয় নদীর গতি বদলে দেওয়ায় জমির জল কোনওভাবেই কমছিল না। তাই আমনের চাষ কীভাবে করব, তা নিয়ে কিছুটা চিন্তাতেই ছিলাম। তবে এখন ভারী বৃষ্টি হচ্ছে না। প্রখর রোদ হচ্ছে। এজন্য জল কিছুটা কমেছে।'

মাসদুয়েক আগে পলাশবাড়ির সনজয় নদীর ওপর মহাসড়কের সেতুর কাজ শুরু হয়। ভেঙে ফেলা হয়েছে পুরোনো কাঠের সেতুটি। পাশে থাকা হিউমপাইপের ডাইভারশন দিয়ে যান চলাচল আপাতত স্বাভাবিক রয়েছে। সেইসময় সেতুর কাজের সুবিধার জন্য নদীর গতিপথ কিছুটা পূর্বদিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এজন্য স্বাভাবিক গতিতে আগের মতো জল বয়ে যেতে পারছে না। ফলে উত্তরদিকের গ্রামগুলির চাষের জমিতে দিনের পর দিন জল জমে থাকে।

হাঁটুসমান জলের মধ্যেই ভুট্টা ছিঁড়তে হয় চাষিদের। অনেকের ঘরবাড়িতেও জল ঢুকে যায়। এজন্য ২৬ জুন মহাসড়ক অবরোধও করেন এলাকাবাসী। পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও কয়েকটি হিউমপাইপ বসিয়ে জল নামানোর উদ্যোগ নেয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ। তারপর গত এক সপ্তাহের মধ্যে ভারী বৃষ্টি হয়নি। ফলে জমির জল এখন অনেকটাই কমে গিয়েছে। আর এই সুযোগে চাষিরা ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করে তড়িঘড়ি আমন ধান রোপণ করছেন। যদিও মহাসড়কের সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তা বলেন, 'এখন বেশি করে হিউমপাইপ বসানো রয়েছে। তাই নদীর জল দ্রুত নেমে যেতে পারবে।'

ধনঞ্জয় বর্মন নামে আরেক চাষির সঙ্গে কথা হচ্ছিল এদিন। তাঁর কথায়, 'এখন মনে হচ্ছে নদীর গতিপথ বদলে দেওয়াতে আমাদের উপকারই হল। কারণ অন্য গ্রামগুলিতে জলের অভাবে কেউ ঠিকভাবে ধান রোপণ করতে পারছেন না। কিন্তু আমরা এখন পাম্পসেট ছাড়াই ধান লাগাতে পারছি।' পাম্পসেট ভাড়া করে চাষ করার খরচটা আর না হওয়ায় হাসি ফুটেছে চাষিদের মুখে।

সাময়িক স্বস্তি পেলেও চিন্তা একটা থেকেই যাচ্ছে। চাষিদের বক্তব্য, এখন তো ধান রোপণ করা যাচ্ছে। কিন্তু আর কয়েকদিন পর ভারী বৃষ্টি তো হবেই। তখন যদি দিনের পর দিন আগের মতো জমিতে হাঁটুসমান জল জমে থাকে, তাহলে তা ধান গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই ভারী বৃষ্টি হলে এবার যাতে নদী দিয়ে জল নেমে যেতে পারে, সেই দাবি জানিয়েছেন এলাকার জয়ন্ত রায়, স্বপন রায়, মনোরঞ্জন রায়দের মতো বাকি চাষিরা।

চিন্তা থাকছেই

- সনজয় নদীর গতিপথ বদলে দেওয়ায় পলাশবাড়ির উত্তরদিকের গ্রামগুলিতে জল জমে থাকে
- কয়েকদিন ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় জমির জল অনেকটাই নেমে গিয়েছে
- এখন স্বস্তি পেলেও পরে ভারী বৃষ্টি হলে কী হবে, সেই চিন্তায় চাষিরা

এখন মনে হচ্ছে নদীর গতিপথ বদলে দেওয়াতে আমাদের উপকারই হল। কারণ অন্য গ্রামগুলিতে জলের অভাবে কেউ ঠিকভাবে ধান রোপণ করতে পারছেন না। কিন্তু আমরা এখন পাম্পসেট ছাড়াই ধান লাগাতে পারছি।

ধনঞ্জয় বর্মন *কৃষক*

সভা ডেকে খরচের হিসেব প্রধানের

রাঙ্গালিবাজনা, ৭ জুলাই : জনগণের সভা ডেকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে খরচ করা টাকার হিসেব দিলেন রাঙ্গালিবাজনার পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি রুসদাঁ। সোমবার পঞ্চায়েত অফিসের সামনে গ্রামবাসীদের ডেকে সভা করেন তিনি। ছিলেন মাদারিহাটের জয়েন্ট বিডিও শুভশ্রী দাস, শিশুবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মানস ভট্টাচার্য সহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক, এলাকার প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী। বাবলি জানান, বছরে এক কোটিরও বেশি টাকা খরচ করেছে রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত। ওই পঞ্চায়েতে ২৩টি পার্ট রয়েছে। এগুলিতে টায়েড ফান্ড থেকে কংক্রিটের নিকাশিনালা, ফুটব্রিজ তৈরি এবং স্থানীয়দের নলকূপ দেওয়া হয়েছে। আনটায়েড তহবিলের টাকায় এলাকায় ৪টি কংক্রিটের রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। আরও ৪টি তৈরির কাজ চলছে। এছাড়া ফিফথ এসএফসির টাকায় বেশ কিছু নলকূপ দেওয়া হয়েছে বাসিন্দাদের। এদিন জনগণের সামনে বাবলি দাবি করেন, 'একসময় আলিপুরদুয়ারে ৬৪ নম্বরে ছিল রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত। আমি প্রধান হওয়ার পর জেলার ১০ নম্বরে এবং মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে ১ নম্বরে উঠে এসেছে এই গ্রাম পঞ্চায়েত।' সম্প্রতি পঞ্চায়েত অফিসটি পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (ওন ফান্ড) ছয় লক্ষ টাকায় সংস্কার করা হয়। তৈরি করা হয় নতুন শৌচাগার। টাইলস, মার্বেল, কাচ ব্যবহারের পাশাপাশি রং করা হয়েছে কার্যালয়টি।

সাত দফা দাবি

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : ফোর লেনের রাস্তার উপর কালজানি ও তোর্ষা সেতুর নাম বীর চিলা রায় ও মনীষী পঞ্চানন বর্মার নামে নামকরণের দাবি তুলেছে দি নিউ গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার ডুয়ার্সকন্যায় জেলা শাসকের কাছে সাত দফা দাবি জানায় তারা। সেখানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পরেশ বর্মন সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। চিলা রায়ের জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা, রাজবংশী বিদ্যালয় স্থাপন করে কাজের সুযোগ প্রদান করার দাবিও তোলা হয়।

কাজ শেষে বাড়ির পথে। সোমবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

'যোগ্য' হলেও নাম নেই আবাসের তালিকায়

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৭ জুলাই : মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনার নবিপুরের ইনসান আলি দিনমজুরি করেন। জমিজমা নেই। তিন ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। ইনসানের অভিযোগ, নেতা-জনপ্রতিনিধিদের কাছে একাধিকবার আবেদন করেও সরকারি প্রকল্পে ঘর জোটেনি। সম্প্রতি বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে অনেকেই ঘর তৈরির টাকা পেলেও ইনসান বঞ্চিতদের দলে।

তাঁর অভিযোগ, প্রাথমিক তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও পরে তা কেটে দেওয়া হয়। এদিন তিনি বললেন, 'আমিও তৃণমূল করি। ঘর চাওয়ায় দলের পঞ্চায়েত সদস্যা প্রথমে জানান, তালিকায় নাম রয়েছে। পরে নাকি আমার নাম বাদ পড়েছে। কিন্তু কেন বাদ পড়েছে, তা বলতে পারলেন না।' বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে সরকারি ঘর পাননি এমন মানুষের তালিকাটা অনেক বড়। তার বদলে তালিকায় রয়েছে সচ্ছলদের নাম। কেবলমাত্র রাঙ্গালিবাজনার নবিপুরেই কমপক্ষে ৩৫ জনকে ওই প্রকল্পের ঘর থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নবিপুরে আবাস যোজনা বঞ্চনা ইস্যুতে যুব কংগ্রেসের মাদারিহাট বিধানসভা কমিটি সোমবার মাদারিহাটের বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দেয়। সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর সাহা বলেন, 'আবাস যোজনার উপভোক্তা মনোনয়নে চরম পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। প্রকৃত গরিবরা বঞ্চিত হয়েছেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অনেকের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে তালিকা থেকে।' যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নুর আলম জানালেন, নবিপুরে বঞ্চিতদের সিংহভাগই কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থক। তাই তৃণমূলের রাজনৈতিক বিদ্বেষের শিকার হতে হয়েছে তাঁদের। অবশ্য তৃণমূল কর্মীদেরও একাংশ বঞ্চিত। কারণ তাঁরা সেটিং করতে পারেননি।

বেড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে নিয়ে ইনসান আলি।

নবিপুরে কংগ্রেসের সংগঠন রয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন ওই এলাকা থেকে। কংগ্রেস সমর্থক বৃদ্ধা সাহিদা খাতুন বলছেন, 'আমরা কংগ্রেস করি বলেই আমার স্বামীর নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাটকাঠির বেড়ার ঘরে স্বামী-স্ত্রী দিন গুজরান করি। ভাঙা চালা দিয়ে জল পড়ে।' সাহিদার স্বামী তফিরুদ্দিনের বয়স ৬৫ বছর। অত্যন্ত দরিদ্র ওই পরিবারটি কেন ঘর তৈরির টাকা পেল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এলাকাবাসীই। এলাকার ডাহু ওরাওঁ দিনমজুর। স্ত্রী এবং চার সন্তানকে নিয়ে পাটকাঠির বেড়ার ঘরে বসবাস করেন তিনি। ডাহুর স্ত্রী ললিতা ওরাওঁ বলছেন, 'আমরা মমতার পার্টি করি। পঞ্চায়েতও আমাদের পার্টির। কিন্তু আমরা ঘর পেলাম না।' এলাকার শিরিল ওরাওঁ আবার বিশেষভাবে সক্ষম। অত্যন্ত কষ্ট করে সংসার চালান। কিন্তু বাড়ি সমীক্ষায় যাননি সরকারি কর্মীরা। তাঁর অভিযোগ, 'আমি কংগ্রেস করি বলেই হয়তো ঘর পেলাম না।' মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়া বলেন, 'যোগ্য উপভোক্তাদের নাম বাদ পড়ার কথা নয়। তবে অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতে নবিপুরের তৃণমূল সদস্যা অঞ্জলি ওরাওঁ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'উপভোক্তা মনোনয়ন, কারও নাম বাদ দেওয়া, এমনকি সমীক্ষাতেও জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নেই। ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, এর আগের দফায় বিরোধী দলের অনেকেই ঘর পেয়েছেন। এমনকি কংগ্রেস নেতা নুর আলমের দাদার নামও তালিকায় রয়েছে।

উদ্ধার চার নাবালিকাকে

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : একদিনে চার নাবালিকাকে উদ্ধার করল আলিপুরদুয়ার থানা। আলিপুরদুয়ার ১ ব্লক সহ একাধিক জায়গা থেকে তারা নিখোঁজ ছিল। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তাদের উদ্ধার করা হয়। সোমবার তাদের সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পরেই চারজনকে উদ্ধার করে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অনির্বাণ ভট্টাচার্য *আইসি*

সিডব্লিউসি'র কাউন্সেলিংয়ের পর হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাবালিকাদের পরিবারের সদস্যদের অবগত করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পরেই চারজনকে উদ্ধার করে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।' এই বিষয়ে সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'ওই নাবালিকাদের হোমে রাখা হয়েছে।'

যৌন হেনস্তা চাপা দিতে সালিশি

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ জুলাই : ফের নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করা ও ঘটনার পর সালিশি সভা ডেকে মিটমাট করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল শামুকতলা এলাকায়। যদিও শেষপর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতার বাড়ির লোকজন। শনিবার স্থানীয় ৯ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। সোমবার শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপরে অভিযুক্ত ৬০ বছরের বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিন পাঁচেক আগেই আরেক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই ঘটনাতেও সালিশি সভা ডেকে মিটমাটের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল।

গত শনিবার সেই নাবালিকা অভিযুক্তর দোকানে গিয়েছিল জর্দা কিনতে। অভিযুক্ত সেই সময় নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করে বলে অভিযোগ। নাবালিকা ওই ঘটনার পর কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে গিয়ে বিষয়টি জানায়। নাবালিকার মা অভিযুক্তর দোকানের পাশেই এক বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন। নাবালিকার মা ও বাবা বিষয়টি স্থানীয় তৃণমূল ও বিজেপি নেতাদের জানান। তখন স্থানীয় তৃণমূল ও বিজেপির নেতারা বিষয়টি মিটমাটের চেষ্টা করেন। নাবালিকার মা যে বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন, সেই বাড়িতেই একটি সালিশি সভা হয়। সেই সভায় নাবালিকার পরিবারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয় টাকার বিনিময়ে মিটমাট করে নিতে। যদিও মেয়েটির বাবা-মা তা নাকচ করে দেন। ওই সভায় অভিযুক্ত ব্যক্তি নাবালিকার পরিবারের কাছে ক্ষমা চায়। আবার অভিযুক্তর ছেলের বৌ সভায় এসে তার শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে হুমকি দেয়। সেই সভা ভেস্তে যায়।

এব্যাপারে জানতে চাইলে স্থানীয় তৃণমূল ও বিজেপির নেতারা অবশ্য সালিশির কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি, তাঁরা মেয়েটির পরিবারকে আইনের দ্বারস্থ হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এই যৌন নিগ্রহের কথা জেলা পুলিশের টোল ফ্রি নম্বরে জানান এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। তারপর পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে অভিযোগ খতিয়ে দেখেন। যে বাড়িতে সালিশি সভা বসেছিল সেখানে গিয়ে সালিশি সভা নিয়ে বিশ্বজিৎ রীতিমতো জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সেই বাড়ির মালিকও সভার কথা অস্বীকার করেন। পরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত চলছে। আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। তিনি বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস সালিশি সভা সমর্থন করে না।' বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাসও জানিয়েছেন, তাঁর দলের কেউ সালিশি সভায় ছিল না।

খুলবে বাগান, বকেয়া পাবেন শ্রমিকরা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৭ জুলাই : বন্ধ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই খুলতে চলেছে ডুয়ার্সের তুরতুরি চা বাগান। মঙ্গলবার থেকে খুলে যাচ্ছে এই চা বাগানটি। সোমবার আলিপুরদুয়ার শ্রম দপ্তরে ডাকা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে বাগান খোলার সিদ্ধান্ত হয়। ৬ জুন রাতে বকেয়া পাওনা না মিটিয়ে মালিকপক্ষ বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান বন্ধ করে চলে যায়। ৭ জুন থেকে বাগান বন্ধ হয়ে অসহায় হয়ে পড়েন ৫৫০ জন শ্রমিক-কর্মচারী। ৯ জুন এবং ১ জুলাই দুটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হলেও সমাধান পাওয়া যায়নি।

অচলাবস্থা কাটাতে ফের সোমবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকে শ্রম দপ্তর। এদিনের বৈঠকে জটিলতা কাটায় তুরতুরি চা বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে খুশির হাওয়া। এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি, মালিক এবং শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বকেয়া মজুরির মধ্যে একটি পাক্ষিক মজুরি শ্রমিকদের বাগান খোলার দিন দেওয়া হবে বলে মালিকপক্ষ জানিয়েছে। বাকি আরও সাতটি পাক্ষিক বেতন প্রতি মাসে একটি করে পরিশোধ করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দুটি মাসিক বেতন পরপর দু'মাসে পরিশোধ করবে মালিকপক্ষ। যদিও এদিন শ্রমিকরা দুটি পাক্ষিক বেতন একসঙ্গে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে মালিকপক্ষ চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছে। এদিনের বৈঠকে বিজেপি শ্রমিক সংগঠনের রাজেশ বারলা, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নকুল সোনার এবং সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা সহ সভাপতি বিদ্যুৎ গুন সহ অন্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

তুরতুরি চা বাগানের ফ্যাক্টরি। - ফাইল চিত্র

এর আগে দুটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয় কিন্তু সমাধানসূত্র না মেলায় আমরা আজ ফের বৈঠক ডেকেছিলাম। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে এক মাস পর ফের বৈঠকে বসা হবে।

গোপাল বিশ্বাস *ডেপুটি লেবার কমিশনার, আলিপুরদুয়ার জেলা*

আলিপুরদুয়ার জেলার ডেপুটি লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'এর আগে দুটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয় কিন্তু সমাধানসূত্র না মেলায় আমরা আজ ফের বৈঠক ডেকেছিলাম। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে এক মাস পর ফের বৈঠকে বসা হবে।' মালিকপক্ষের প্রতি শ্রমিকদের ভরসা উঠে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন সিটু নেতা বিদ্যুৎ। যেভাবে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বকেয়া না দিয়ে রাতের অন্ধকারে বাগান বন্ধ করে চলে গিয়েছিল সেটা রীতিমতো দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তিনি বললেন, 'পিএফ, গ্র্যাচুইটি সহ অন্য পাওনা নিয়েও আমাদের অনেক দাবি রয়েছে।'

মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা নকুল। প্রতিশ্রুতিমতো মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বকেয়া মিটিয়ে দিলে অবশ্যই শ্রমিকরা মালিকপক্ষকে সহযোগিতা করবেন বলে তাঁর মত। বিজেপির রাজেশের কথায়, 'আমাদের কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বিধানসভায় এই বাগান খোলার ব্যাপারে সরব হয়েছিলেন। শ্রমিকরা তাঁদের প্রাপ্য থেকে যাতে কোনওভাবেই বঞ্চিত না হন সেটা দেখতে হবে।'

টুকরো খবর

সাক্ষাৎ

ফালাকাটা, ৭ জুলাই : গত শুক্রবার ফালাকাটার কুঞ্জনগরে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের দ্বারা আক্রান্ত হন কয়েকজন মহিলা। সেই মারধরে ভিডিও ভাইরালও হয় সমাজমাধ্যমে। সোমবার আক্রান্তদের বাড়িতে যায় সিপিএমের এক প্রতিনিধিদল। এদিন সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য বাপন গোপ, দলের ফালাকাটা ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ভূষণ দাস প্রমুখ যান।

দুর্ঘটনা

কালচিনি, ৭ জুলাই : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর উলটে পড়ল একটি পণ্যবাহী ট্রাক। সোমবার সকালে ৩১সি জাতীয় সড়কের মেন্দাবাড়ির ১ নম্বর ভাণ্ডারী সেতু সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। খবর পেয়ে নিমতি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকটি উদ্ধার করে।

বাস বিকল

পলাশবাড়ি, ৭ জুলাই : সোমবার বিকেলে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি যাত্রীবাহী বাসের যন্ত্রাংশ বিকল হয়। ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের নিউ রোড এলাকায় বাসটি দাঁড়িয়ে থাকে। পরে যাত্রীরা নেমে অন্য বাসে করে গন্তব্যস্থলে যান। এদিন রাত পর্যন্ত বাসটি সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল।

পথসভা

ফালাকাটা, ৭ জুলাই : সোমবার সন্ধ্যায় ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশাগোড় বাজারে পথসভা করে তৃণমূল। আগামী ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি নিয়েই এদিনের সভা। সভায় ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায় নিজের বক্তব্যে বিজেপিকে আক্রমণ করেন।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

ফালাকাটা, ৭ জুলাই : সোমবার ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনাথপুর গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র পথ চলা শুরু করল। এদিন ফিতে কেটে ওই কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

পথসভা

শালকুমারহাট, ৭ জুলাই : সিপিএমের তরফে সোমবার শালকুমারহাট বাজারে এক পথসভা হয়। আগামী ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন। সেই ধর্মঘটের সমর্থনেই এদিনের পথসভা।

৩০০ গ্রামবাসীর ভরসা তিনটি কল

জলস্বপ্ন অধরা দলবদলে

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৭ জুলাই : পাইপ রয়েছে, তবে জল নেই। সেই পাইপ দিয়ে কবে গ্রামে জল আসবে তা জানেন না গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, জলস্বপ্ন প্রকল্পের পাইপ বসেছে দু'তিন বছর আগে। তবে ওই পাইপ দিয়ে জল আসতে দেখেননি তাঁরা। কাদের কথা হচ্ছে? কথা হচ্ছে, কালচিনি ব্লকের প্রত্যন্ত দলবদলবস্তির বাসিন্দাদের নিয়ে। তাঁদের একমাত্র ভরসা নলকূপ। মান্ধাতা আমলের বলে ওই নলকূপগুলিও মাঝেমধ্যে বিকল হয়ে পড়ে থাকে।

পাশাপাশি গ্রীষ্মকালে জলস্তর নেমে গেলে ওই নলকূপগুলি থেকে জল বের হয় না। তখন গ্রামবাসীদের গ্রাম সংলগ্ন কাবলিঝোরা নদী পার করে মধু চা বাগানে গিয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়।

প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করতে গিয়ে বাসিন্দাদের সমস্যায় পড়তে হয়। তাই তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। অবিলম্বে জলস্বপ্ন প্রকল্প চালুর দাবি উঠেছে ওই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে। পাশাপাশি, গ্রামে আরও কয়েকটি নলকূপ বসানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে দাবি তাঁদের।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজু লামা বলেন, 'প্রায় ২০ বছর আগে তাঁদের গ্রামে চাপাকল বসানো হয়েছিল সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে। তবে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। তাছাড়াও গ্রীষ্মে জলস্তর নেমে যাওয়ায় ওই নলকূপগুলি থাকা না থাকা সমান হয়ে যায়।'

প্রায় দুইবছর আগে জলস্বপ্ন প্রকল্পের পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন অপর এক বাসিন্দা কবিরাজ ছেত্রী। তিনি বললেন, 'ভেবেছিলাম এবারে হয়ত আমাদের পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। কিন্তু দুইবছর পার হলেও পাইপ দিয়ে জল আসছে না। আমাদের সমস্যার অন্ত নেই।'

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) আলিপুরদুয়ারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডল। ওই এলাকায় কোনও কারণে জল পৌঁছাচ্ছে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

তাঁর বক্তব্য, 'দপ্তরে ফান্ড এলে দ্রুত ওই এলাকায় কাজ করানো হবে।' এতে দ্রুত বাসিন্দারা জলস্বপ্ন প্রকল্পের জল পাবেন বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

ওই গ্রামে প্রায় ৩ শতাধিক মানুষের বাস। তাই তিনটি চাপাকলে পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা মিটছে না বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এলাকার কয়েকদিন আগে তাঁর নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করে একটি বিকল নলকূপ মেরামতি করেছেন বলে জানান পঞ্চায়েত সদস্য সুবীর ছেত্রী।

তিনি বলেন, 'বিষয়টি কালচিনি ব্লক প্রশাসন ও কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে ইতিমধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে।' কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির ওই গ্রামে আরও নলকূপ বসানো যায় তার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন সভাপতি সাধো লোহার। তবে কবে নলকূপ বসবে আর কবেই বা ওই পিএইচই পাইপের পিএইচইয়ের জল গ্রামে আসবে সেই আশায় রয়েছেন গ্রামবাসী।

কালচিনি ব্লকের দলবদলবস্তিতে এই চাপা কলই ভরসা গ্রামবাসীর।

সমস্যার কথা

- জলস্বপ্ন প্রকল্পের পাইপ বসেছে প্রায় তিন বছর আগে
- এতগুলো বছরেও ওই পাইপ দিয়ে জল আসতে দেখেননি গ্রামবাসী
- তাঁদের একমাত্র ভরসা মান্ধাতার আমলের নলকূপ
- গ্রীষ্মকালে জলস্তর নেমে গেলে সেখান দিয়ে জল মেলে না
- তখন গ্রাম সংলগ্ন কাবলিঝোরা নদী পার করে জল সংগ্রহ করতে হয়

এশিয়ান হাইওয়ে যেন মরণফাঁদ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৭ জুলাই : মাদারিহাট চৌপথির ট্রাফিক পয়েন্টে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই সড়ক মাঝবরাবর লম্বালম্বিভাবে নালার মতো গর্ত হয়ে বসে গিয়েছে। কয়েক জায়গায় গর্ত হয়ে ভয়ংকর অবস্থা দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা থাকলেও মেরামতের নাম নেই। প্রশাসনের উদাসীনতায় প্রশ্ন উঠছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। যদিও সড়কের মেরামতের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন এশিয়ান হাইওয়ের আলিপুরদুয়ারের নির্বাহী বাস্তুকার জিতেন্দ্র পাটিল।

বেহাল রাস্তায় প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। সবচেয়ে ভয়ের কারণ হচ্ছে বাইকচালকদের। এশিয়ান হাইওয়ের এমন বেহাল দশা দীর্ঘদিন ধরেই বলে জানিয়েছেন মাদারিহাটের বাসিন্দা ভাস্কর নন্দী। তিনি বললেন, 'ট্রাফিক পয়েন্টের উভয়প্রান্তে মাঝখান বরাবর

> ট্রাফিক পয়েন্টের উভয়প্রান্তে মাঝখান বরাবর প্রায় ২০ মিটার করে নালার মতো হয়ে গিয়েছে। দুই ধারের বিটুমিন উঁচু হয়ে মাঝখানে বসে গিয়েছে।
>
> **ভাস্কর নন্দী**
> এলাকার বাসিন্দা

প্রায় ২০ মিটার করে নালার মতো হয়ে গিয়েছে। দুই ধারের বিটুমিন উঁচু হয়ে মাঝখানে বসে গিয়েছে।' যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা হতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা।

বাইক নিয়ে সড়ক পারাপার করতে খুব সমস্যায় পড়তে হয় বলে জানিয়েছেন মাদারিহাটের অপর বাসিন্দা সঞ্জয় দাস। বাইক ও স্কুটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই এলাকায় প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে বলেও তাঁর দাবি। একই অবস্থা হয় টোটোচালকদের। মাদারিহাট টোটো ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তারক দাসের কথায়, 'আমাদের ট্রাফিক পয়েন্টে এশিয়ান হাইওয়ের ওপর টোটোতে যাত্রীদের নিয়ে পারাপার করতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। সড়কের মাঝখানে নালার মতো গর্ত হয়ে গিয়েছে, মেরামতের নাম নেই।'

এশিয়ান হাইওয়ের আধিকারিকের কাছে ছবি সহ আবেদনপত্র অনেকদিন আগেই জমা করেছেন মাদারিহাটের ট্রাফিক ওসি সমীরণ দাস। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছেও পাঠিয়েছি।'

চিতাবাঘ ধরতে পাতা হয়েছে খাঁচা। ভুটনিরঘাটে।

চিতাবাঘের আতঙ্কে কাজ বন্ধ চাষিদের

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৭ জুলাই : ফালাকাটার ভুটনিরঘাট বাজার থেকে দেড় কিমি উত্তরদিকে ডাঙ্গাপাড়ায় বিস্তীর্ণ চাষের জমি। আর পাঁচটা দিনের মতো সোমবার সকালে নিজের জমিতে ঢ্যাঁড়শ ছিঁড়ছিলেন স্থানীয় চাষি অধীর সরকার। পাশেই বেগুনখেতে ওষুধ স্প্রে করছিলেন বাবু মিয়াঁ। হঠাৎ তাঁদের সামনে দিয়ে দৌড় দেয় একটি চিতাবাঘ। ওয়েদ আলি নামে আরও এক বাসিন্দাও বাঘটি দেখেন বলে দাবি। তারপর বাঘটি নাকি গাছের মগডালেও কিছুক্ষণ ছিল। এদিন এভাবেই এলাকায় বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

তারপর বাঘের ভয়ে দিনভর স্থানীয় চাষিরা আর সেভাবে জমিতে কাজ করতে পারেননি। পরে খবর পেয়ে বনকর্মীরা এলাকায় আসেন। বিকেলে বন দপ্তরের তরফে খাঁচাও পাতা হয়। তবে ফালাকাটা ব্লকের গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুটনিরঘাট এলাকায় আগে কখনও বাঘ আসেনি। কারণ, এই এলাকায় বনাঞ্চল যেমন নেই, তেমনি নেই চা বাগানও। তাই কীভাবে এখানে বাঘ আসল তা নিয়ে ধন্দে পড়েছেন বনকর্তারাও। এলাকাটি বন দপ্তরের দলগাঁও রেঞ্জের অন্তর্গত। বনকর্মীদের সঙ্গে এলাকায় আসেন সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায়। পরে ধনঞ্জয় বলেন, 'জঙ্গল, চা বাগান তো এখানে নেই। তাই বাঘ তো আসার কথা না। তবু স্থানীয়রা যখন দেখেছেন বলে জানাচ্ছেন তাই একটি খাঁচা পাতা হল। এছাড়া বনকর্মীরাও নজরদারি চালাবেন।'

তবে স্থানীয়দের দাবি, ডাঙ্গাপাড়া এলাকা হয়ে বইছে মুজনাই নদী। এই নদীর পুরোনো একটি বাঁধের উপর কিছুটা এলাকায় জঙ্গল রয়েছে। সেখানেই বাঘটি আশ্রয় নিতে পারে। বাঘ যে এলাকায় রয়েছে তার আরও একটি কারণ এলাকাবাসী জানিয়েছেন। দু'দিন আগে জহিরুল মিয়াঁ ও আনারুল মিয়াঁর দুটি ছাগল বাড়ি থেকে হারিয়ে যায়। এখন স্থানীয়দের অনুমান, ওই ছাগল দুটি বাঘের পেটেই গিয়েছে। আনারুলের কথায়, 'প্রথমে আমরাও বুঝতে পারছিলাম না যে ছাগল কোথায় হারিয়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে ওই চিতাবাঘই ছাগল খেয়েছে।'

এদিন বিকেলে খবর

> প্রথমে আমরাও বুঝতে পারছিলাম না যে ছাগল কোথায় হারিয়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে ওই চিতাবাঘই ছাগল খেয়েছে।
>
> **আনারুল মিয়াঁ**
> স্থানীয় বাসিন্দা

পেয়ে ভুটনিরঘাটের অনেকেই ডাঙ্গাপাড়ায় আসেন। এলাকায় এসেছিলেন তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক গুয়াবরনগরের বাসিন্দা রঞ্জিত বর্মন। রঞ্জিতের কথায়, 'এমনিতে এলাকায় বনাঞ্চল ও চা বাগান নেই। তবে মুজনাই নদীর বাঁধে একটি পুরোনো ছোট জঙ্গল রয়েছে। সেখানেই বাঘটি আশ্রয় নিতে পারে। বাঘটি খাঁচাবন্দি না হওয়া পর্যন্ত এলাকার মানুষকে সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে।' এদিন বাঘের ভয়ে চাষের জমিতে কেউ কাজ করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন ফতেন সরকার নামে আরেক বাসিন্দা। 'বাঘটি এখন খাঁচাবন্দি হলেই দুশ্চিন্তা দূর হয়', বললেন তিনি। অধীর সরকার, বাবু মিয়াঁদের মতো বাকি চাষিদেরও একই বক্তব্য।

রক্ত দিতে পাড়ি

পলাশবাড়ি, ৭ জুলাই : সোমবার বিকেলেই ঠাকুমা প্রয়াত হন। সেই অবস্থাতেই পলাশবাড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দিলেন পলাশবাড়ির সোমেন বর্মন। কুমারগ্রামের নাতেশ্বর দাস আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁর অপারেশনের জন্য এবি পজিটিভ রক্তের প্রয়োজন। তাঁকে রক্ত দেন সোমেন। রক্ত নিয়ে কাজ করা পলাশবাড়ির আরেক তরুণ অরূপ দাস রক্তের সেই চাহিদার বিষয়টি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। আর তা দেখেই সোমেন রক্ত দিতে রাজি হন।

সচেতনতা

শালকুমারহাট, ৭ জুলাই : সোমবার শালকুমারহাটের সিধাবাড়ির ঠাকুর পঞ্চানন বিদ্যাপীঠে ক্রেতা সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে ও নাবালিকার বিয়ে রুখতে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। ক্রেতা সুরক্ষার বিভিন্ন দিক পড়ুয়াদের বোঝানো হয়। এছাড়া নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে করলে কী কী ক্ষতি হতে পারে সেসব ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সবে মিলে দেখি ফোন।।
ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

চা বাগানে চালু বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ

সমীর দাস

কালচিনি, ৭ জুলাই : কালচিনি ব্লক প্রশাসন গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি চা বলয়কেও দূষণমুক্ত রাখার উদ্যোগ নিয়েছে। সোমবার ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে চুয়াপাড়া চা বাগানে নবনির্মিত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হয়। এছাড়া ব্লক প্রশাসনের তরফে চা বাগানে প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজে চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ব্লক প্রশাসনকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ডাস্টবিন দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, চায়ের কাপ সহ সবরকম প্লাস্টিকজাত পণ্যের ব্যবহার বন্ধ করতে এলাকাবাসীকে সচেতন করা হয়। চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুবন্তী চিকবড়াইক বলেন, 'প্রতিদিন সকালে ডাস্টবিনে মজুত আবর্জনা একটি গাড়িতে বোঝাই করা হবে। এরপর সেই আবর্জনা নিয়ে বাগানের পলিপ্যাক বাংলো লাইনে নির্মিত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্রে ফেলা হবে। শীঘ্রই বাগানের কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ওই কাজে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

এদিন চুয়াপাড়া চা বাগানের কাঁঠালতলা বাজার এলাকায় কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদার ও চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুবন্তী চিকবড়াইক প্রমুখ যান। তাঁরা দোকানদারদের দুটি করে ডাস্টবিন দেন। ওই ডাস্টবিনের একটিতে প্লাস্টিকজাত বর্জ্য ও অপরটিতে আবর্জনা ও অন্য বর্জ্য জমা করার পরামর্শ দেন।

এভাবে ধীরে ধীরে গোটা এলাকা প্লাস্টিকমুক্ত গ্রামে পরিণত হবে বলে বিডিও ও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আশা প্রকাশ করেছেন।

এদিন বিডিও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্লাস্টিকের কাপ, গ্লাসের পরিবর্তে মাটির কাপ ও গ্লাস ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া দূষণমুক্ত সমাজ গড়তে চুয়াপাড়া চা বাগান জুনিয়ার হাইস্কুলের পড়ুয়াদের প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার বন্ধ করতে সচেতন করেন।

সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, আপাতত এলাকায় প্রায় ২০টি ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। পরে আরও ডাস্টবিন বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চা বাগান এলাকায় দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার এমন উদ্যোগকে তৃণমূলের চুয়াপাড়া অঞ্চল সভাপতি সাবির লোহরা স্বাগত জানিয়েছেন। পাশাপাশি এদিন বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাগানের বিভিন্ন এলাকায় ৫০টির বেশি চারাগাছ রোপণ করেন।

কয়েকদিন আগে লতাবাড়ি ও মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্লক প্রশাসনের তরফে এধরনের কর্মসূচি করা হয়। লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হ্যামিল্টনগঞ্জে ইতিমধ্যে ডাস্টবিন বসিয়ে আবর্জনা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খুব দ্রুত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এভাবে কালচিনি ব্লক প্রশাসন একাধারে গ্রামীণ এলাকা ও চা বলয় দূষণমুক্ত রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আলিপুরদুয়ারের শোভাগঞ্জে বিতর্ক

পুকুর ভরাট করে আবাস

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকায় অন্যের পুকুর দখল করে পাকাবাড়ি বানানোর অভিযোগ সামনে এল আলিপুরদুয়ারে। এমন বিতর্ক তৈরি হয়েছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শোভাগঞ্জ এলাকায়। চাপরের পার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওই এলাকায় মনু সরকার নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুকুরের একাংশ ভরাট করে বাড়ি বানানোর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারী বান্টি মণ্ডলের দাবি, বাওমণ্ডলের পুকুর নামে পরিচিত গ্রামের ওই জলাশয়ের একাংশ বেআইনিভাবে দখল করে নিয়ে প্রথমে গোয়াল, পরে টিনের ছাউনির ঘর এবং বর্তমানে সরকারি টাকায় পাকাবাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাধবী রায় জানান, প্রথমে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবারকে কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়। পরে দুই পক্ষকে নিয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসা হয়েছে। তবে জমি সংক্রান্ত নথিপত্র ঠিক না থাকায় আপাতত কাজ বন্ধ।

তবে জমির কোনও বৈধ নথিপত্র ছাড়া কীভাবে আবাসের ঘর তৈরির সরকারি প্রকল্পে অভিযুক্তের আবেদনে গৃহীত হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এলাকায়। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আবেদন করতে গেলে অবশ্যই জমির বৈধ মালিকানার প্রমাণ দরকার। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিডিও নিমা সেরিং শেরপা অবশ্য বলেন, 'এই বিষয়টি আমার জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখে প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিতর্ক তৈরি হওয়া পুকুরের মালিকের মেয়ে বান্টি বলেন, 'আমার বাবা সুশীল মণ্ডল প্রায় ২৫ বছর আগে ওই পুকুর পাড়ে গোরু রাখার জন্য মনুর পরিবারকে সামান্য জায়গা দিয়েছিলেন। এখন পুকুরটি ধীরে ধীরে দখল করে সেখানে মাটি ফেলে একেবারে স্থায়ী ঘর তুলে ফেলা হয়েছে। সম্প্রতি আবার বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা পেয়ে সেখানে পাকাবাড়িও গড়ে তুলছেন অভিযুক্তরা।' স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম কিস্তি পাওয়ার পরই মনু নির্মাণকাজ শুরু করেন। বান্টি তাতে বাধা দেওয়ায় বিষয়টি নিয়ে তখনই বেশ উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। তারপর গত ২৭ জানুয়ারি বান্টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ৩১ জানুয়ারি এলাকা পরিদর্শনে যান পঞ্চায়েত প্রধান।

অন্যদিকে অভিযুক্ত মনু জানিয়েছেন, এই জায়গার বৈধ কোনও কাগজপত্র তাঁর কাছে নেই। তাঁর দাবি, 'আমরা বহু বছর ধরেই এই জায়গায় রয়েছি। প্রথমে শুধু গোয়াল ছিল তারপর একটি টিনের ঘর বানানো হয়। পাঁচ বছর আগে অগ্নিকাণ্ডে ঘর দুটি পুড়ে গিয়েছিল। পরে পুকুরের ধারে মাটি ফেলে জমি সমান করে ঘর তুলি। ছ'মাস আগে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকায় নতুন ঘর বানিয়েছি। তবে আবাস প্রকল্পে আবেদনের জন্য তিনি জমির কোন কোন কাগজপত্র দিয়েছিলেন তা স্পষ্ট করেননি।

পুকুর দখল করে গড়ে উঠেছে পাকাবাড়ি। শোভাগঞ্জে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

হোমে পাঠানো হল অভিযুক্ত ছাত্রকে

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে স্কুল সহপাঠীকে উত্ত্যক্ত করায় অভিযুক্ত ছাত্রের। যে কারণে তাকে পাঁচদিনের জন্য হোমে রাখার নির্দেশ দিল জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড। খুব ভালোভাবে কাউন্সেলিংয়ের জন্য বোর্ডের সিদ্ধান্তে কোরক হোমেই থাকবে ওই ছাত্রটি। হোমের সুপার থেকে শুরু করে সিডব্লিউসির সদস্যরা তার কাউন্সেলিং করবেন। সোমবার জলপাইগুড়ি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সদস্যরা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সরকারি আইনজীবী শান্তা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে ছাত্রটি পাঁচদিনের জন্য কোরক হোমে থাকবে। তাকে যাতে নিয়মিত কাউন্সেলিং করা হয় সেই নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড।' অন্যদিকে, এদিন ছাত্রের বাবা এবং পরিবারের সদস্যরা জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে হাজির ছিলেন। কোরক হোমের বাইরে দাঁড়িয়ে ছাত্রের বাবা সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেন, 'আমার ছেলে এখনও শিশুসুলভ আচরণ করে। সে এই ধরনের কাজ কোনও অবস্থাতেই করতে পারে না। তাকে কোনওভাবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

এদিন এই ঘটনার বিষয়ে জানতে সংশ্লিষ্ট স্কুলে যাওয়া হলে অধ্যক্ষ বলেন, 'ঘটনাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। আমরা যা বলার সেটা ইতিমধ্যেই পুলিশকে জানিয়েছি।' ঘটনার দিনই কেন বিষয়টি প্রশাসনের নজরে না এনে উলটে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ, প্রশ্ন করা হলে তিনি এড়িয়ে যান। এদিন দুপুরে স্কুলের অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি তুলে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান এসএফআই সমর্থকরা। সহপাঠীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগের ঘটনায় এক নাবালক ছাত্রকে আইনের আওতায় এনে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

তাজিয়া, লাঠিখেলায় মাতল মাদারিহাট-বীরপাড়া

বীরপাড়া ও মাদারিহাট, ৭ জুলাই : মহরম পালিত হয়েছে রবিবার। তবে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে তাজিয়া প্রদর্শন এবং মহরমের মেলা বসল সোমবার। এদিন বীরপাড়ার সারনা এসটি ক্লাবের মাঠ এবং মাদারিহাট হাইস্কুলের মাঠে তাজিয়া ঘিরে হাজার হাজার মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। বীরপাড়ায় প্রায় ১০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। মহরমের মেলা উপলক্ষ্যে পুলিশে ছয়লাপ ছিল বীরপাড়ার বিভিন্ন এলাকা। মেলায় লাঠিখেলা প্রদর্শন করেন কলাকুশলীরা। ১০টি দলের প্রত্যেকটিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন বীরপাড়া মহরম কমিটির সদস্য হাকিম খান।

এদিন বীরপাড়া, বানারহাট, হলদিবাড়ি চা বাগান, রহিমপুর চা বাগান, হাসিমারা এমনকি শামুকতলা থেকেও তাজিয়া প্রদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বীরপাড়ায়। ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে ধরে 'হায় হাসান, হায় হোসেন' বলে বুক চাপড়ে তাজিয়া নিয়ে যেতে দেখা যায় পুণ্যার্থীদের। মহরমের দিন হজরত মহম্মদের(সঃ) দৌহিত্র ইমাম হোসেনকে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়েছিল কারবালার প্রান্তরে। ওই ঘটনার স্মরণে মহরমের দিন শোকপালন করেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। ইমাম হোসেনের সমাধির প্রতিকৃতিই হল তাজিয়া।

কথিত আছে, বিরোধী পক্ষ ইয়াজিদের দলবল ইউফ্রেটিস নদী অবরোধ করায় জল পান করতে পারেননি ইমাম হোসেন ও তাঁর সঙ্গীরা। তাই এদিন তৃষ্ণা নিবারণের প্রতীক হিসেবে অনেক জায়গাতেই পথচলতি লোকেদের শরবত পান করানো হয়। বীরপাড়ায় ৬ জন মুসলিম মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী এদিন কয়েক হাজার মানুষকে শরবত পান করান। এছাড়াও অন্যায় ও অসম যুদ্ধের প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে লাঠিখেলায় অংশ নেন অনেকেই।

এদিন মহরমের মেলা উপলক্ষ্যে বীরপাড়ার আনাচকানাচে ছিল ভিড়। রাঙ্গালিবাজনার ফয়জুল ইসলাম বলেন, 'পুণ্যার্থীদের শোভাযাত্রার জেরে আমি বেশ কিছুক্ষণ বীরপাড়ার মহাত্মা গান্ধি রোডে গাড়ি নিয়ে আটকে ছিলাম। প্রতিবছরই বীরপাড়ায় মহরমের মেলা হয়। কিন্তু এবছর অনেক বেশি জনসমাগম লক্ষ করলাম।'

দুর্ঘটনা এড়াতে এদিন বীরপাড়া চৌপথিতে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের একটি লেনে যানবাহন চলাচল এবং অন্য লেনটিকে পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের জন্য রাখা হয়। বীরপাড়া মহরম কমিটির সম্পাদক আকরাম খান এবং সভাপতি মোহাম্মদ ফারুক জানিয়েছেন, ৫ দশকেরও বেশি সময় ধরে বীরপাড়ায় মহরম উপলক্ষ্যে তাজিয়া প্রদর্শন হয়।

অন্যদিকে, বিকেলে মাদারিহাটের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে তাজিয়া নিয়ে মাদারিহাট হাইস্কুলের মাঠে যান পুণ্যার্থীরা। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল মধ্য মাদারিহাটের হুসেইনি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

এদিকে যানজট এড়াতে দুপুর থেকেই সক্রিয় ছিল পুলিশ। মাদারিহাট চৌপথিতে দাঁড়িয়ে এশিয়ান হাইওয়েতে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ তদারকি করেন ট্রাফিক ওসি সমীরণ দাস। সমীরণ বলেন, 'আমাদের কর্মীরা খুব ভালো কাজ করেছেন।'

মহরমের মেলায় কিশোরীদের লাঠিখেলা। বীরপাড়ায় সোমবার। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বৈঠকে ববি

কলকাতা শহরে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সোমবার কলকাতা পুরসভায় বৈঠকে বসল টাস্ক ফোর্স। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস প্রমুখ।

ক্ষমতা কমল

রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের এডিজি পদে থাকা জ্ঞানবন্ত সিংয়ের ক্ষমতা খর্ব করা হল। তাঁকে এই পদ থেকে সরিয়ে ট্রাফিক অ্যান্ড রোড সেফটি বিভাগের এডিজি পদে পাঠানো হয়েছে।

বাধ্যতামূলক

৯ জুলাই সর্বভারতীয় শ্রমিক ধর্মঘটের দিন নবান্ন সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরে কর্মীদের হাজিরা বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। সোমবারই এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন।

বায়োশিল্ড

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে সাত কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বায়ো শিল্ড গড়ার কাজ শুরু হল। বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতেও এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

ঘোষণা একুশে

ভোটের লক্ষ্যে জেলায় দায়িত্ব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জুলাই : নিয়োগ দুর্নীতি, ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল সহ একাধিক ইস্যুতে চরম বিব্রত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তাই আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে দলের জয় অব্যাহত রাখতে এখন থেকেই জেলাভিত্তিক কমিটি গঠন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ঘাসফুল শিবির।

একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ থেকেই জেলাভিত্তিক ওই কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নাম ঘোষণা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেবেন তৃণমূলনেত্রী।

রবিবারই তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেছেন অভিষেক। ওই বৈঠকেই জেলার কোন কোন নেতার নেতৃত্বে দল লড়াই করবে, তার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে এবার তৃণমূলের পাখির চোখ উত্তরবঙ্গ ও মতুয়া অধ্যুষিত এলাকা। সেই কারণে সেখানে দলের নেতৃত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা নিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

তৃণমূল সূত্রে খবর, কোচবিহারে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহকে সামনে রেখেই লড়াইয়ে নামবে দল। তবে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে নাগ ও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার সঙ্গে উদয়নের সম্পর্ক ভালো। তাই তাঁকে উদয়নকে সঙ্গ দিতে বলা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইককে। তাঁকে সহযোগিতা করবেন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, সুমন কাঞ্জিলাল।

উল্লেখযোগ্যভাবে চরম কোণঠাসা করা হচ্ছে প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীকে। জলপাইগুড়িতে দায়িত্বে থাকছেন জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। রাজ্যের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক তাঁকে সহযোগিতা করবেন। দার্জিলিং সমতলে গৌতম দেবের ওপরই ভরসা রাখছে দল।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় কানাইলাল আগরওয়ালকে সামনে রেখে লড়াইয়ে নামতে চাইছে তৃণমূল। দক্ষিণ দিনাজপুরে বিপ্লব মিত্রকে সামনে রাখতে চাইছে দল। আবার মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁয় জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস ও রানাঘাটে শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর ওপর ভরসা রাখছে দল। এই দুই নেতাই মতুয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ থেকে ওই নেতাদের নাম ঘোষণা করতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এখন থেকেই যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হবে, সেই বার্তা দেবেন তৃণমূলনেত্রী।

সম্ভাব্য নাম

- কোচবিহার- উদয়ন গুহ
- আলিপুরদুয়ার- প্রকাশ চিক বড়াইক
- জলপাইগুড়ি- মহুয়া গোপ
- দার্জিলিং সমতল- গৌতম দেব
- উত্তর দিনাজপুর- কানাইয়ালাল আগরওয়াল
- দক্ষিণ দিনাজপুর- বিপ্লব মিত্র

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে... সোমবার বীরভূমের সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ভাইস প্রিন্সিপালের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন

বহিরাগত আটকাতে নজর, ভীত অভিভাবকরা

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জুলাই : সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে গণধর্ষণের সময় ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায় কি ক্যাম্পাসেই ছিলেন? কলেজের হাজিরা খাতায় সই দেখে সেই প্রশ্ন উঠেছে। ওই দিন কলেজের রেজিস্টারে তিনি ৯টা ৫০ মিনিটে এসেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে তাঁর কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সেই ৯টা ৫০ মিনিটই থাকায়। যদিও সেই সময় এএম না পিএম, তা স্পষ্ট করা নেই।

ফলে মনোজিৎ মিশ্রের দুষ্কর্মের সময় ভাইস প্রিন্সিপালের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাঁর কলেজে আসার এবং বেরোনোর সময় কীভাবে একই হল, তার জবাব মেলেনি। এব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি নয়না চট্টোপাধ্যায়।

তিনি কলেজ থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে ভিড় ঠেলে চলে যান ভাইস প্রিন্সিপাল। ঘটনার দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ছাত্রীর ওপর মনোজিতের নিগ্রহ চলে বলে অভিযোগ।

কলেজের রেজিস্টারের নথি উত্তরবঙ্গ সংবাদের হাতে রয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, জুন মাসের ১ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত রেজিস্টারে এএম, পিএমের উল্লেখ ছিল না। তবে বিস্ময়কর হল ২৬ জুন তা উল্লেখ করেন নয়না। ইনটাইমে সকাল সাড়ে ৯টা লেখা হয়েছে। পরে তা কেটে ১০টা ১৫ মিনিট করা হয়েছে। আউটটাইম লেখা ছিল ৮টা ৩০মিনিট। পরে তা কেটে হাফ ডে ছুটি নেওয়ার কথা লেখা হয়। এতেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সোমবার অবশ্য কসবার ওই কলেজ খুলেছে। পঠনপাঠন শুরু না হলেও ফর্ম ফিলাপ চলছে। ঠিক হয়েছে এখন থেকে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারের অনুমতি নিয়ে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত খোলা থাকবে কলেজ।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য একই সময় নির্ধারিত। কলেজ শেষ হলে স্থায়ী নিরাপত্তাকর্মী সমগ্র কলেজ পরিদর্শন করে মেন গেট বন্ধ করে দেবে। সকলকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে হবে। বহিরাগত আটকাতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। অনুমতি ছাড়া কোনও অফিসিয়াল নথিপত্র নষ্ট করা যাবে না। কলেজের বাইরে পুলিশ প্রহরা থাকছে।

তবে ভীতি কাটেনি অভিভাবকদের। কসবার ঘটনায় এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানা গিয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের সঙ্গে ঘটনাবলি সম্পর্কে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির প্রশাসন যাতে নিয়মকানুন মেনে কঠোরভাবে তা পালন করে সেই বিষয়ে বলা হয়েছে।

সোমবার খোলার পর কড়া পুলিশি প্রহরায় চলছে কলেজে ঢোকা এবং বেরোনো। শুধু ফর্ম ফিলাপের কাজ হয়েছে। ছবি-আবির চৌধুরী।

প্রশ্ন যেখানে

- জুনের ১-২৫ পর্যন্ত রেজিস্টারে এএম, পিএমের উল্লেখ ছিল না
- ২৬ জুন তা উল্লেখ করেন নয়না
- ইন টাইম প্রথমে লেখা হয় সকাল সাড়ে ৯টা
- পরে তা কেটে হয় ১০টা ১৫ মিনিট
- আউট টাইম ছিল সাড়ে ৮টা
- পরে তা কেটে হাফ ডে ছুটির কথা লেখা হয়

হঠাৎ সুর বদল শুভেন্দুর

‘আমি অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না- এটাই বাস্তব’

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ জুলাই : নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বললেন, তিনি ‘অন্যদের’ও ভোট চান। সোমবার বিজেপির কন্যা সুরক্ষা যাত্রায় নন্দীগ্রামের তেরপেখিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বয়াল দে রোড পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা মিছিল করেন শুভেন্দু। মিছিলের শেষে সভায় শুভেন্দু বলেন, ‘আমি যে অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না। এটাই কঠিন বাস্তব।’

রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্বের পোস্টারবয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোট একজোট করে রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়াকেই পাখির চোখ করেছেন শুভেন্দু। সেই লক্ষ্যেই নিয়ম করে প্রতিটি সভা-সমিতিতে উগ্র হিন্দুত্বের বার্তা দিয়ে চলেছেন তিনি। সাম্প্রতিককালে একাধিকবার শুভেন্দু দাবি করেছেন, বিজেপির ভোট মানেই হিন্দু ভোট। সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে ভোট দেয় না। বিজেপি মুসলিম ভোট প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু সম্প্রতি নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই শমীক ভট্টাচার্য সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ভিন্ন সুরে বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, রাজ্যকে বাঁচাতে আমরা সংখ্যালঘুদেরও সমর্থন চাই। সংখ্যালঘু মুসলিমরা বিজেপির শত্রু নয়। বরং তৃণমূলের আমলেই রাজ্যে সংখ্যালঘুদের দুর্গতি বেড়েছে। ভোট রাজনীতির স্বার্থে তাদের ব্যবহার করতে গিয়ে মুসলিমদের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূল। শমীকের কথায়, মারছে মুসলমান, মরছে মুসলমান। মুসলিমদের বিষয়ে রাজ্য বিজেপির অবস্থানের এই পরিবর্তনের আবহে এদিন শুভেন্দুর এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিন নন্দীগ্রামের যে এলাকা দিয়ে মিছিল করেছেন শুভেন্দু, সেটি কার্যত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। নন্দীগ্রাম বিধানসভার ভোটে এই বুথের ৮০০ ভোটের মধ্যে ৭৯০টি পেয়েছিল তৃণমূল। সিপিএম ৮, শুভেন্দু পেয়েছিলেন ২টি ভোট। সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘এলাকা দিয়ে আসার সময় ওদেরকে বললাম আজকের যে মিছিল তা যেমন আরজি করের অভয়ার জন্য, কসবা ল কলেজের নিগৃহীতা বোনটির জন্য, তেমনই আপনাদের বোমায় উড়ে যাওয়া তামান্নার জন্যও।’

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্যই মুসলিমরা যে তাঁকে ভোট দেয় না তা নিয়ে মনে ক্ষোভ রয়েছে শুভেন্দুরও। তারই প্রতিফলন এদিন শুভেন্দুর মুখে, ‘আমি যে অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না। এটাই কঠিন বাস্তব।’

তবে পর্যবেক্ষকদের মতে কিছুদিন আগেও শুভেন্দুর মুখে এমন কথা শোনা যায়নি। মুসলিমদের ভোট না দেওয়াকে কার্যত উপেক্ষাই করেছেন তিনি। সেই জায়গা থেকে শুভেন্দুর এই ভাবান্তর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পদ্মে রদবদল খুব শীঘ্র

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য নির্বাচিত হওয়ার পরেই সভাপতির ক্যাবিনেটে রদবদল আসন্ন হয়ে পড়েছে। এমনটাই মনে করছে বিজেপির একাংশ। সূত্রের খবর, ৫ সদস্যের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন হতে পারে। ইতিমধ্যেই তা নিয়ে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেছেন শমীক। বিজেপির নিয়ম অনুযায়ী পুরোনো কমিটির ৫০ শতাংশ বহাল রেখে নতুন কমিটি করতে হবে। সেক্ষেত্রে ৫ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে ২ জনের পরিবর্তন করতে পারেন শমীক।

প্রাথমিকের মামলা

পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান নিয়ে সংশয়

কলকাতা, ৭ জুলাই : ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক সংক্রান্ত মামলায় পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান নিয়ে সংশয় তৈরি হল। একক বেঞ্চের রায়ে তাঁরা প্রভাবিত হয়েছে কি না তা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন উঠল। তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে পার্শ্বশিক্ষকদের একাংশের আইনজীবী দাবি করেন, এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষক, তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, ‘আপনাদের বিরুদ্ধে তো অভিযোগ নেই, তাহলে আপনারা ভীত কেন?’

পার্শ্বশিক্ষকদের একাংশের আইনজীবীর দাবি, মোট শূন্য পদ ৪২৯৪৯ থেকে পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ৪২৯৫ আসনের মধ্যে ৩২০৫টি আসনে নিয়োগ হয়। এর মধ্যে ২৩৯ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ২৯৬৬ জন কর্মসীমার মধ্যেই পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নেন। পার্শ্বশিক্ষকদের নিয়মের বিধি আলাদা। তাই এদের আলাদা করে চাকরিতে বহাল থাকার নির্দেশ দিক। তাঁরা আদালতের কাছে বিচারপ্রার্থী। ‘ল্যান্ড লুজার’ ক্যাটেগোরির আইনজীবী দাবি করেন, এই বিভাগে নিয়োগে দুর্নীতির সম্ভাবনা নেই। তবে সংরক্ষিত আসনগুলির ক্ষেত্রে মোট আসনের তুলনায় কম প্রার্থী নিয়োগ পেয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ার শেষে শূন্য পদ রয়ে গিয়েছে। এই সংরক্ষিত বিভাগে মোট আসনের চেয়ে প্রার্থী যেহেতু কম তাই কোনও দুর্নীতি না করেও তাঁরা চাকরি হারিয়েছেন।

কালীগঞ্জে কমিশন

কলকাতা, ৭ জুলাই : কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে নিহত নাবালিকার বাড়িতে গেলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। নাবালিকার মায়ের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। তাঁদের দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতার মা।

তুমি না আমি... সোমবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

সরকারি কর্তাকে হুমায়ুনের লাথির ভিডিও ভাইরাল

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রারকে ঘরে ঢুকে লাথি ও ঘুসি মারলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর। ৩ জুলাইয়ের এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রারের ঘরে ঢুকে তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করছেন হুমায়ুন। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’।

সহকারী রেজিস্ট্রার, প্রিন্সিপাল থেকে অধ্যাপক কাউকেই রেয়াত করছে না তৃণমূল। জগ ছুড়ে মারা থেকে শুরু হয়েছিল। কিছুদিন আগে সরকারি কলেজের এক প্রিন্সিপালকে থাপ্পড় মারা হয়েছে। এখানে লাথি মারা হয়েছে। প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে লুম্পেনদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে তৃণমূল।

সুকান্ত মজুমদার

অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হুমায়ুন।

শুভেন্দুর পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার প্রলয় চক্রবর্তীর ঘরের চেয়ারে বসে আছেন হুমায়ুন। ঘরে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসার পরই প্রলয়ের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কিছু বলতে দেখা যায় হুমায়ুনকে। এরপরই চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রলয়কে সপাটে লাথি মারেন তিনি। ঘটনার আকস্মিকতায় খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হওয়ায় তাঁর দিকে তেড়ে গিয়ে ঘুসি মারতে থাকেন হুমায়ুন।

এই ভিডিও পোস্ট করেই শুভেন্দু রাজ্যের সরকারি দপ্তরে আইনশৃঙ্খলা ও সুশাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেছেন, ‘সরকারি দপ্তরে কর্তব্যরত একজন আধিকারিকের ওপর এই ঘটনার পরও মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসন নীরব কেন?’ কিছুদিন আগে অনুব্রত মণ্ডলও এক আইসিকে অশালীনভাবে গালিগালাজ করে হুমকি দিয়েছিলেন। তারপরও সেই ঘটনা নিয়ে বিশেষ তৎপরতা দেখায়নি প্রশাসন। শুভেন্দুর প্রশ্ন, বারবার এধরনের ঔদ্ধত্য দেখানোর পরও কি গোটা বিষয়টিকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য প্রশাসন।

পালটা আইনি পদক্ষেপের হুমকি

এদিনই সীতাইয়ের সভায় মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও সাংসদ জগদীশ বাসুনিয়ার উপস্থিতিতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে উদয়ন বলেন, ‘নির্বাচনে বিরোধীরা যাতে এজেন্ট দেওয়ার কথা ভাবতেও না পারেন সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।’ হুমায়ুন, উদয়নদের সমালোচনায় সরব হয়েছেন সুকান্ত থেকে শুভেন্দু। শুভেন্দু-সুকান্তর মতে, এসবই হল তৃণমূলের সীমাহীন ঔদ্ধত্যের নমুনা। সহকারী রেজিস্ট্রারকে নিগ্রহ করার নিন্দা করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘সহকারী রেজিস্ট্রার, প্রিন্সিপাল থেকে অধ্যাপক কাউকেই রেয়াত করছে না তৃণমূল। জগ ছুড়ে মারা থেকে শুরু হয়েছিল। কিছুদিন আগে সরকারি কলেজের এক প্রিন্সিপালকে থাপ্পড় মারা হয়েছে। এখানে লাথি মারা হয়েছে। প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে লুম্পেনদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে তৃণমূল।’

নিগ্রহের শিকার হওয়া প্রলয় চক্রবর্তীর কাছে শুভেন্দুর আর্জি, ভয় না পেয়ে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ্যে আনুন। প্রয়োজনে আইনের শরণাপন্ন হন। যদিও গোটা বিষয়টি মিথ্যা বলে দাবি করে হুমায়ুন বলেন, ‘দলকে সবটা জানিয়েছি। এই মিথ্যাচার ও সম্মানহানির জন্য আমি ওঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’

অভিযোগ রাজন্যার বাবার দিকেও

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ জুলাই : হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজের ইউনিয়ন রুমে দীর্ঘ সময় ধরে নবাগত পড়ুয়াদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি শৌভিক রায়কে শোকজ নোটিশ পাঠাল তৃণমূল। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শৌভিক। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদারের বাবা ঋত্বিক হালদারের বিরুদ্ধেও সোমবার নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব তৃণমূল নেতাই। আশুতোষ কলেজে ‘হেড ক্লার্ক’ পদে কর্মরত দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনোজিৎ মিশ্রের ছবি ভাইরাল হওয়ায় বিতর্ক উসকেছিল ২৫ জুনের পরেই। ছবি সহ সার্থকের সম্পত্তির দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরে বিজেপি এদিন সমাজমাধ্যমে দাবি করেছে, কলেজের প্রিন্সিপালের পরোক্ষ সমর্থনেই সার্থকের মতো ‘নেতা’দের বাড়বাড়ন্ত।

রাজ্যজুড়ে ‘মনোজিৎ মডেল’-এর ছায়া বাড়ায় যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় তৃণমূল। নরসিংহ দত্ত কলেজের ঘটনায় সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ২০২৩ সালে অভিযোগ জানিয়েছিল, পড়ুয়াদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন শৌভিক। র‍্যাগিংয়ের নামে চলত যৌন নিপীড়নও। ‘জিরো টলারেন্সে’ বিশ্বাসী তৃণমূল এই ঘটনায় এবার শৌভিককে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিল। তাঁর যুক্তি, ‘কলেজে ঢুকতে বারণ করা হয়নি আমাকে। এর আগে যখন অভিযোগকারিণী আমার নামে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তখন দলকে সব উত্তরই দিয়েছিলাম। ২০২৩ সালের পর থেকেই আমার কলেজে যাতায়াত বন্ধ। দলের শোকজের উত্তর শীঘ্রই লিখিতভাবে দেব।’ কলেজের অধ্যক্ষ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘এর আগে পড়ুয়ারা যখন থানায় শৌভিকের বিষয়ে অভিযোগ করেন, তখনই পরিচালন সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর প্রবেশ বন্ধ করে দেয়।’

নিয়োগ দুর্নীতির তালিকায় নতুনভাবে নাম জুড়ল রাজন্যার বাবা ঋত্বিকের। তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল দাবি করেন, বাম আমলে পরীক্ষা ছাড়াই জয়পুরিয়া কলেজে নিযুক্ত হয়েছিলেন ঋত্বিক।

শোকজ শৌভিককে

হাইকোর্টের রায়ে স্বস্তিতে শান্তনু

কলকাতা, ৭ জুলাই : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে অবশেষে স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শান্তনু সেন। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের নির্দেশে দু’বছরের জন্য তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা কাউন্সিলের নির্দেশ খারিজ করে মন্তব্য করেন, ‘এটি একটি নন স্পিকিং ক্রিপটিক অর্ডার।’ বিচারপতি নির্দেশ দেন, মেডিকেল কাউন্সিল এই বিষয়ে তদন্তের সমস্ত রিপোর্ট শান্তনু সেনকে পাঠাবে। তাঁর বক্তব্যও শুনতে হবে কাউন্সিলকে। ফলে শান্তনু আগের মতোই ডাক্তারি করতে পারবেন। আদালতের এই নির্দেশের পরে শান্তনু জানান, ‘ইয়ে

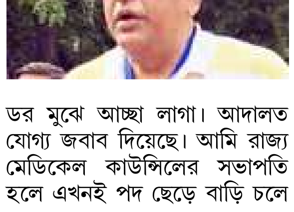

ডর মুঝে আচ্ছা লাগা। আদালত যোগ্য জবাব দিয়েছে। আমি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি হলে এখনই পদ ছেড়ে বাড়ি চলে যেতাম।’

শান্তনুর আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, ২০ বছর ধরে শান্তনু প্র্যাকটিস করছেন। হঠাৎ কেন এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। সভাপতি সাংবাদিক বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘কেন আবেদনকারীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হচ্ছে তা জানানোর প্রয়োজন ছিল। কারোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হলে সমস্ত নিয়ম মেনে কারণ জানানো উচিত ছিল।’ মেডিকেলকে আগে শান্তনুর বক্তব্য শুনতে হবে, তার পরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বেবি কোলেকে বহিষ্কার তৃণমূলের

কলকাতা, ৭ জুলাই : খড়্গপুরে বামনেতা অনিল দাসকে প্রকাশ্যে জুতোপেটার ঘটনায় তৃণমূল ‘নেত্রী’ বেবি কোলেকে বহিষ্কার করল দল। শাসকদলের শোকজ নোটিশের উত্তর বেবি দেওয়ার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। জেলা সভাপতি সুজয় হাজরাকে এই মর্মে চিঠি দিয়েছেন তিনি। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘জিরো টলারেন্স’ অবস্থানে বিশ্বাসী হওয়ায় কোনও অসামাজিক বা অশালীন কার্যকলাপ দল মেনে নেবে না বলেই জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার।

জয়প্রকাশের কথায়, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেবি কোলে আমাদের কর্মী বলে পরিচিত। বয়স্ক বামপন্থী নেতাকে অশালীন ও অসামাজিক ব্যবহার করার কারণে তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল। আমাদের দলের অনুশাসন খুবই কঠোর।’ কটাক্ষ করেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীও। তাঁর মত, ‘এটা কোনও ব্যবস্থাই নয়। ঘটনার পর ১৫ দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ গ্রেপ্তার করল না কেন? খড়্গপুরের মানুষের প্রতিক্রিয়ার জন্যই তাঁকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলল তৃণমূল।’ সোমবার মেদিনীপুরে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে যোগদান করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন জয়প্রকাশ। বেবি এই ঘটনায় কোনওরকম অনুতাপ প্রকাশ না করায় দল এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। অনিল বলেন, ‘খড়্গপুরের বাসিন্দাদের প্রতিবাদে ও সমাজের অন্যান্য স্তর সরব হওয়ার জন্যই দল দেরিতে হলেও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি খুশি।’

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ আষাঢ় ১৪৩২

অস্থিরতাও কৌশল

আমেরিকা এখন এক নতুন রাজনীতির সাক্ষী। যাকে নীতি বা নির্দিষ্ট ভাবনা বলে সংজ্ঞায়িত করা মুশকিল। আপাতদৃষ্টিতে খামখেয়ালি, একরোখা ও উদ্ভট চিন্তা বা কার্যকলাপ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর দেশকে পরিচালিত করছে। যাকে ট্রাম্প 'সিনড্রোম' বলা যেতে পারে। যেখানে কোনও কিছু আগাম আঁচ করা কঠিন। আবার কোনও অবস্থানের স্থিরতাও তেমন নেই। এই রাজনীতির ধরনের নির্দিষ্ট নামকরণ করা কঠিন। যদিও কেউ কেউ একে দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ বলছেন।

এই জনপ্রিয়তাবাদে দেখানো হচ্ছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজের মেজাজ-মর্জিমতো যা খুশি তাই করছেন। যেমন ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ সম্ভাবনা নিয়ে প্রথমে তাঁর মন্তব্য ছিল হেঁয়ালিতে ভরা। তিনি বলেছিলেন, 'কেউ জানে না আমি কী করব। আমি এটা করতেও পারি, নাও করতে পারি।' এটা বলতে তিনি যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন মনে হয়। তারপর দু'সপ্তাহ চিন্তাভাবনা করবেন বলেও শেষে ইরানকে আক্রমণ করে বসলেন।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শুল্ক-সংঘাত নিয়ে তাঁর মন্তব্য ও পদক্ষেপ এমনই অসংগতিতে ভরা, যাকে কোনও পরিস্থিতিতে নির্ভর করা মুশকিল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা, নীতি বা ঘোষণা ইত্যাদি কোনও কিছুর ধারাবাহিকতা নেই। তাই আগে থেকে কোনও কিছু অনুমান করা কঠিন। খামখেয়ালিপনাকে তিনি কার্যত নীতি বানিয়ে ফেলেছেন। যে নীতি শুধু তাঁর দেশ নয়, বিশ্বকে প্রভাবিত করে চলেছে।

মনে করার কারণ নেই যে, এইসব নিছক পাগলামো কথা বা অস্থিরমতি পদক্ষেপ। এর পিছনে আছে দেশের ভেতরে বা বাইরে প্রতিপক্ষকে চাপ দিয়ে হোক, ভয় পাইয়ে হোক বশে রাখার কৌশল। এমনকি, আমেরিকার বন্ধু দেশগুলির সম্পর্ক ট্রাম্প একইভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। যেমন হঠাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলে বসলেন কানাডার তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হওয়া উচিত। কিংবা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরপরই তাঁর গ্রিনল্যান্ড দখল করার লক্ষ্যে সামরিক শক্তি ব্যবহারের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে।

এ ধরনের মন্তব্য অনেকটা কর্তৃত্ববাদের লক্ষণ। কোনও জাতির আত্মপরিচয়ের সমস্যা কিংবা কোনও দেশে অর্থনীতির সংকট দেখা দিলে বা রাজনৈতিক-সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে অনেক সময় কর্তৃত্ববাদকে মানুষ মেনে নেয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই তত্ত্ব অনুযায়ী চলছেন। আপাতদৃষ্টিতে অগণতান্ত্রিক, অমানবিক ইত্যাদি মনে হলেও এই ধরনের কর্তৃত্ববাদ কখনো-কখনো মানুষ গ্রহণ করে।

ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি প্রকৃতপক্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ বুনে দেওয়ার কৌশল। এতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় ঘটলেও মানুষ মেনে নেয়। ডোনাল্ডের মতো শাসকরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেন ভোটে জিততে ও ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সেই একই কারণে দেশবাসীর একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেন শুধু নয়, অহেতুক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনড়।

বিশ্বে একটা যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতি জিইয়ে রাখা ট্রাম্পের অন্যতম লক্ষ্য। এতে অস্ত্র ব্যবসা বাড়বে, প্রযুক্তির কেনাবেচা হবে। রিয়েল এস্টেটের কারবারি ট্রাম্প অনেক হিসেব কষে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতার পরিবেশ বজায় রাখতে মরিয়া। বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসির মতো তিনি কখনও একতরফা যুদ্ধবিরতির নিদান দিচ্ছেন আবার কখনও যুদ্ধে প্ররোচনা জোগাচ্ছেন। ইজরায়েল, ইরান যুদ্ধ বন্ধ করলেও গাজায় হামলা বন্ধ করতে কিন্তু তিনি তেল আভিভকে বাধ্য করছেন না।

আপাতদৃষ্টিতে যাকে ট্রাম্পের অনিশ্চয়তার নীতি মনে হয়, সেটাই আসলে তাঁর 'ট্রাম্প কার্ড।' এভাবে তিনি দেশের মানুষকে ও বাইরের প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে রাখতে চান। এই কৌশলে তিনি নিজেকে আমেরিকাবাসীর স্বার্থ সুরক্ষার পাহারাদার হিসেবে দেখাতে চান, অন্যদিকে ভিন্নমতাবলম্বীদের স্বার্থপর বলে দেগে দেন। বর্তমান বিশ্বে ট্রাম্প কৌশল এক নতুন প্রবণতা, যা শাসকের নিজের সুরক্ষার অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠবে দিনে দিনে।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

নিজস্ব ছটায় শেষ দিন পর্যন্ত স্বতন্ত্র

জন্মদিনে আজ জ্যোতি বসুকে ফিরে দেখা। জ্যোতিহীন সিপিএমকে টেনে তুলতে পারেন এমন নেতা কই?

আশিস ঘোষ

কমরেড স্তালিন কি হাসেন? সোভিয়েত জমানায় চালু রসিকতা ছিল, রুশ নেতাকে কেউ নাকি কখনও হাসতে দেখেননি। মোটা গোঁফের আড়াল ভেদ করে হাসি আর সর্বসমক্ষে আসত না। জ্যোতি বসুকে নিয়ে এমনই ঠাট্টা চালু ছিল সাংবাদিক মহলে। তিনি গম্ভীর, আর পাঁচজনের মতো নন। তাঁকে প্রকাশ্যে আড্ডা মারতে কিংবা হো হো করে হাসতে কেউ দেখেছেন বলে শুনিনি। তবে নিজস্ব বন্ধুদের বৃত্তে তিনি যে বেশ জমিয়ে আড্ডা মারতেন শুনেছি সে কথাও।

তিনি আলাদা। তিনি স্বতন্ত্র। অন্য নেতারা দাদা হলেও একমাত্র বাবু ছিলেন জ্যোতিবাবু। তাঁকে হাতেগোনা জনাদুয়েক সাংবাদিক ছাড়া কেউ জ্যোতিদা বলে ডেকেছেন এমনটা শুনিনি কখনও। একটা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হয়েও তাঁর উপর সর্বদা ছিল আলো। তিরুবনন্তপুরম পার্টি কংগ্রেসে দেখেছি, মঞ্চে তাঁর জন্য আলাদা চেয়ার। বাকি তাবড় সব নেতা বেশ কিছুটা তফাতে। অন্য কেউ হলে বলাবলি হত। জ্যোতিবাবু বলেই কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। তাঁকে ওই তফাতে থাকাটাই মানাত।

সাদা পাটভাঙা ধুতি, পাঞ্জাবি, ঝকঝকে জুতোয় বরাবর তিনি ফিটফাট। পাঞ্জাবিতে সামান্য ভাঁজও কেউ কখনও দেখেনি। তিনি তবুও শ্রমিক, কৃষকদের পার্টির অবিসংবাদিত নেতা। তার উপর তিনি ছিলেন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার। এই আভিজাত্য ছিল না আর কারও। তাঁকে সমীহ করত সবাই। সেই সময় থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্যের মতো বিলেত ফেরতরা। আরেক ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁকে বিধানসভার মধ্যেই তাঁর ডাকনাম 'গদা' বলে ডাকতেন। তা নিয়ে আপত্তি জানাতেন দলের অন্য বিধায়করা। দেশে ফিরে লেগে গেলেন পার্টির কাজে। ব্যারিস্টার হয়েও কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেননি তিনি। তখন থেকেই পার্টির হোলটাইমার। প্রথমে কলকাতা বন্দর, তারপর রেল ইউনিয়নের কাজ। সেখানেই হুমায়ুন কবিরকে হারিয়ে রেল কেন্দ্র থেকে জিতে আইনসভায়। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সকলের নজরে পড়েন তখন থেকেই। বিরোধী কমিউনিস্টদের মধ্যে তিনি ছাড়া রতনলাল ব্রাহ্মণ আর রূপনারায়ণ রায় ছিলেন। জ্যোতিবাবুর পাশে তাঁরা নিতান্তই সাদামাঠা। তখন থেকে একটানা বিধানসভা তাঁর কর্মক্ষেত্র। একমাত্র বাহাত্তর সালে বরানগরে হারা ছাড়া টানা তিনি বিধায়ক। দু'বার উপমুখ্যমন্ত্রী, তারপর রেকর্ড ভাঙা মুখ্যমন্ত্রিত্ব '৭৭ সাল থেকে।

বিরোধী নেতা থাকার সময় কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের অঢেল স্নেহ পেয়েছিলেন। তাঁকে আলাদা নজরে দেখত সবাই। বিধান রায়ের বাড়ি গিয়ে বিধানসভায় কী বলবেন, কীভাবে বলবেন তা নিয়ে আলোচনা পরামর্শ করতেন। একবার গ্রেপ্তারি এড়াতে বিধানবাবুর প্রশ্রয়ে থেকে গিয়েছিলেন বিধানসভার মধ্যেই। কমরেডদের কাছেও তিনি অনেক দূরের মানুষ। তাঁকে ব্রিগেডের মঞ্চে দেখতে ছুটে আসতেন লাখ লাখ মানুষ। খুব যে ভালো বক্তা ছিলেন তা নয়। সোমনাথ লাহিড়ী, হরেকৃষ্ণ কোঙারদের মতো আগুনখোর বক্তা ছিলেন না। কথাও বলতেন অনেকটা খাপছাড়া, বাক্য সম্পূর্ণ না করে। কী বলতে চাইছেন তা বুঝে নিতে হত। তবু তিনিই ছিলেন যে কোনও জনসভার সেরা আকর্ষণ। তাঁর ভাষণ শেষ হতেই ফাঁকা হতে শুরু করত ময়দান। কোনও দিন তাঁর মুখে তত্ত্বকথা বা মার্ক্সীয় লব্জ বিশেষ শুনিনি। তিনি বরাবরই প্র্যাকটিকাল, পার্টির সাতরকম দলিল দস্তাবেজের তোয়াক্কা করেননি। আর ছিল অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞান। তবু তিনি জননেতা, কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর থেকে অনেক বেশি মার্কসবাদ চর্চা করা অন্য নেতারা জনপ্রিয়তায় তাঁর ধারেকাছে আসেননি।

এই আকর্ষণ অটুট ছিল শেষপর্যন্ত। কমিউনিস্ট পার্টিতে দলের উপরে কোনও ব্যক্তি নয়, মানা হয়েছে কড়াভাবে। ব্যক্তিপুজো নিষিদ্ধ। ব্যতিক্রম কাকাবাবু মুজফফর আহমেদ। একমাত্র তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। আর ব্যতিক্রম জ্যোতিবাবু। দলের মধ্যে কোন অঙ্কে কে জানে, দলে অবহেলিত সুভাষ চক্রবর্তী ঘটা করে পালন করতেন জ্যোতিবাবুর জন্মদিন। সকাল থেকে তাঁর স্ত্রী রমলার অরাজনৈতিক সংগঠনের আড়ালে সল্টলেকের বাড়িতে ফুল হাতে হাজির হতেন বহু মানুষ। তার আগে এই সুভাষবাবুই 'নব বাংলার নব রূপকার' স্লোগান দিয়ে জ্যোতিবাবুর মুখ দিয়ে বড় বড় পোস্টার ছাপিয়ে দেওয়াল ভরিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি ভাবশিষ্য সুভাষের আয়োজনে হোপ ৮৬ জলসায় হিমের রাতে মাথায় বাঁদুরে টুপি পরে বসেছিলেন বহুক্ষণ। কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেনি। কারণ তিনি জ্যোতি বসু। অথচ এসব অপসংস্কৃতি বলে দাগিয়ে দেওয়া দলের একাংশ থেকে।

প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী না করার পার্টির সিদ্ধান্তকে 'হিমালয়ান ব্লান্ডার' বলে জানিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় অন্য যে কেউ বললে নিশ্চিত তাঁর গর্দান যেত। কিন্তু তাঁর কিছু হয়নি। প্রকাশ কারাতদের হিম্মত হয়নি শোকজ করার। কারণ তিনি জ্যোতি বসু।

১৯৬৪ সালে পার্টি দু'ভাগ হওয়ার পর থেকে তিনি সিপিএমে একমেবাদ্বিতীয়ম। দলের রাজ্য সম্পাদক হিসেবে একমাত্র প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন ওজনদার। শোনা যায়, মতবিরোধে একসময় কিছুদিন কথা বন্ধ ছিল দুজনের। অন্যরা উচ্চতায় ধারেকাছে ছিলেন না কেউই। সরোজ মুখোপাধ্যায় থেকে অনিল বিশ্বাস তুলনায় অনেক কমজোরি। কেউই তাঁর মুখের ওপর কোনও কথা বলতেন না। এমনকি, শরিক দলের প্রবীণ নেতাদেরও ধমকে চুপ করিয়ে দিতেন। কেউ কিছু বেয়াড়া কিছু বললে বলতেন, পারবেন ফ্রন্ট ছেড়ে দিয়ে একা লড়ে জিতে আসতে? পারবেন লালবাতি আর পুলিশের স্যালুট ছেড়ে দিতে?

তাঁর আমলে লোডশেডিং ছিল ধরাবাঁধা। এক হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল আর বক্রেশ্বরের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়া আর কী কী হয়েছে হাতড়ে বেড়াতে হয়। তবু শিল্প আনতে নিয়ম করে তিনি বিলেতে ছুটি কাটাতে যেতেন ফি বছর। কেউ প্রশ্ন করেনি তিনি কত লগ্নি এনেছেন তা নিয়ে। বরং পশ্চিমবঙ্গে নয়া শিল্পনীতি তৈরি হয়েছিল তাঁরই উদ্যোগে। শিল্পপতিদের লগ্নিতে উৎসাহিত করতে বেশ কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছিল সেই নয়া নীতিতে। পার্টির ভিতরে নানা লবির আপত্তি থাকলেও তা ধোপে টেকেনি। তাঁর ছেলে চন্দন যে কোম্পানিতে কাজ করতেন সেই কোম্পানি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লে যিনি ফাইল আটকে দিয়েছিলেন সেই মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকেই উলটে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। কারণ তিনি জ্যোতিবাবু।

একবার শোনা যায় সুভাষ চক্রবর্তীর উদ্যোগে সিপিএম ছেড়ে অন্য দল গড়ার চেষ্টায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। একেবারে শেষমুহূর্তে পিছিয়ে আসেন তিনি। অনেক ব্যাপারে শেষদিকে পার্টির কাজে খানিকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে কারাত কোম্পানির উপর। সিপিএমের সবথেকে প্রাচীন এই নেতা দিল্লিতে শিকড়হীন কেতাবি নেতাদের দাপাদাপি পছন্দ করতেন না। হরকিষেন সিং সুরজিৎ আর তিনি দিল্লিতে বহুবার বিরোধী জোটের বিপদ সামলেছেন। পরের দিকে সে ভূমিকায় আর তেমন সক্রিয় হতে দেখা যায়নি তাঁকে। এখানে সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় দলের সরকারের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট ছিলেন জ্যোতিবাবু। বামফ্রন্টের বৈঠকে ধমক দিতেন তিনি। তাঁর অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন, যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না।

আসলে এত দীর্ঘ এক রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক থাকবে এটা স্বাভাবিক। নানা লোকে নানা কথা বলবে। দুর্নীতির যেটুকু অভিযোগ উঠেছে তা তাঁর ছেলেকে নিয়ে। তা যতটা দুর্নীতির ততটাই স্বজনপোষণের। তবে এ কথা ঠিক, তাঁর মাপের বাঙালি নেতা দিল্লিতে আর কেউ নেই। অন্য সবাই তাঁর কথা শুনবে, মানবে এমন হেভিওয়েট নেতা কোনও দলেই আর নেই। প্রণব মুখোপাধায়ের পর বিরোধী জোটের ঝামেলা মেটাতে বাংলা থেকে দিল্লিতে আর কেউ কি ডাক পাবেন? জনপ্রিয়তায় জ্যোতি বসুকে টক্কর দিতে পেরেছেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে একসময় চুলের মুঠি ধরে রাইটার্স থেকে বের করে দিয়েছিল জ্যোতিবাবুর পুলিশ। মানুষ তার বদলা নিয়েছে ৩৪ বছরের বাম শাসন শেষ করে। সিপিএম ক্ষইতে ক্ষইতে এখন শূন্য। এখন জ্যোতিহীন সিপিএমকে টেনে তুলতে পারে এমন নেতা কই?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০০১
আজকের দিনে প্রয়াত হন কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার।

১৯৭২
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

আলোচিত

পরিষ্কার করে ইউনূস সরকারকে বলতে চাই, অন্য দলকে বলতে চাই, নির্বাচন যত দেরি হবে, বাংলাদেশ তত পিছিয়ে যাবে। বিনিয়োগ আসবে না। আমার মায়েরা, মেয়েরা নিরাপত্তা হারাবে। মবোক্রেসি বাড়বে, বিচার ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে।

- মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বিএনপি নেতা)

ভাইরাল/১

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রার্থনার মধ্যে একটি ছোট্ট কুকুর দুষ্টুমি শুরু করে। একজন সন্ন্যাসীর কাছে গেলে তিনি কুকুরটিকে সরিয়ে দেন। সেটি তখন এক খুদে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে তার পোশাক ধরে টানতে থাকে। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

শপিং মলে খেলছিল বাচ্চাটি। তার মতো উচ্চতার এক ব্যক্তিকে দেখে সমবয়সি বন্ধু ভেবে খেলতে চায় সে। তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন তিনি। শিশুর বাবা-মা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিছু না বুঝে তাকিয়ে থাকে অবোধ শিশুটি।

জনমন
জনমত

ধুবড়ি-তুফানগঞ্জ-কলকাতা সুপারফাস্ট ট্রেন চাই

উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের দাবি তুফানগঞ্জ থেকে সরাসরি কলকাতা যাওয়ার একটি ট্রেনের। এই ট্রেনের দাবিতে সংবাদপত্রে যেমন অনেক লেখালেখি হয়েছে, তেমনই তুফানগঞ্জ রেলস্টেশনে অনেকবার গণস্বাক্ষর সংবলিত আবেদন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এমনকি এই নিয়ে তুফানগঞ্জ নাগরিক মঞ্চ একাধিকবার আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসে বৈঠকও সেরেছে। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি।

অসমের ধুবড়ি জেলা ও তুফানগঞ্জে রেললাইন ও রেলস্টেশন থাকলেও এখান থেকে কলকাতা যাওয়ার সরাসরি কোনও ট্রেন নেই। এখানকার যাত্রীদের হয় নিউ কোচবিহার, না হয় নিউ আলিপুরদুয়ার গিয়ে কলকাতা যাওয়ার ট্রেন ধরতে হয়। বেশিরভাগ ট্রেনের সব ধরনের টিকিট প্রায় এক মাস আগেই বিক্রি হয়ে যায়। তাই যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে ধুবড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার আরও একটি ট্রেনের বিশেষ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং সাংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রত্না চক্রবর্তী, তুফানগঞ্জ।

রাস্তায় কফ-থুতু, জরিমানা হোক

শিলিগুড়ির বিভিন্ন রাস্তায় হাঁটতে গেলে বড় ঘেন্নার উদ্রেক হয়। রবীন্দ্রনগর, সুভাষপল্লি, কোর্ট মোড়, বিধান রোড সহ বিভিন্ন রাস্তার মাঝখানে কফ, থুতু, পানের পিক ফেলেন কিছু বিশৃঙ্খল মানুষ। তাঁদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে এতটুকু জ্ঞান নেই ভাবলে অবাক লাগে। কিছু রুচিহীন মানুষ ভাবেন এটা তাঁদের নৈতিক অধিকার। আর তাই টোটো থেকে, রিকশা থেকে বা হেঁটে চলার সময় অনায়াসে রাস্তার মাঝখানে থুতু ফেলেন।

সবচেয়ে অবাক লাগে, শিলিগুড়ি পুরনিগম এব্যাপারে একদম চুপচাপ। রাস্তা পরিষ্কার রাখা নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশ নেই। মেয়রের কাছে অনুরোধ, এই বিষয়ে একটু নজর দিন। শহরজুড়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করুন। যারা শহর নোংরা করছে তাদের জরিমানা করুন। নোংরা থেকে শহরবাসীকে মুক্তি দিন।

তাপসকুমার দত্ত, ১ নম্বর ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

স্টপ চাই

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস যা শিয়ালদা থেকে যাত্রা শুরু করে সুদূর প্রান্তিক স্টেশন বামনহাট পর্যন্ত যাতায়াত করে। ট্রেনটি কোচবিহার স্টেশন হয়ে যাতায়াত করলেও এই স্টেশনে ন্যূনতম দু'মিনিট দাঁড়াতেও অপারগ। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। এই অবস্থায় আমার অনুরোধ, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস যাতে কোচবিহার স্টেশনে অন্তত দু'মিনিট দাঁড়ায় সেই ব্যবস্থা করা হোক। এতে সকলেই উপকৃত হবেন।

তাপসকুমার মৈত্র
হাজরাপাড়া, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পর্যটন ছাড়াও উত্তরবঙ্গের ভাঁড়ার সমৃদ্ধ

ভাওয়াইয়া গান, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থান। অথচ পর্যটন ছাড়া সেসব নিয়ে সেভাবে কথা হয় না।

তিতীর্ষা জোয়ারদার

গরম বা শীতের ছুটি মানেই, ভ্রমণের হাতছানি। সেক্ষেত্রে পছন্দের ট্রাভেল স্পট হিসেবে বহু মানুষের কাছেই উত্তরবঙ্গ হট ফেভারিট। ডুয়ার্সের ওয়াইল্ডলাইফ সাফারি হোক বা দার্জিলিংয়ে ম্যাল, পর্যটনে উত্তরবঙ্গ অনেকটা এগিয়ে। কমন ডেস্টিনেশন ছাড়াও অফবিট জায়গাগুলি ইদানীং পর্যটকের নজর কাড়ছে বেশি।

বলাবাহুল্য, পাহাড়, নদী এবং জঙ্গল দিয়ে ঘেরা উত্তরের এই পর্যটন, এর বাইরেও তার কিছু পরিচয় আছে। পশ্চিমবাংলার প্রধান পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি কিংবা পর্যটনশিল্পে এ অঞ্চলের মাহাত্ম্যকে বাদ দিলেও, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক, দুইদিক থেকেই এর গুরুত্ব আছে। শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেনস নেক প্রসঙ্গটা মাঝে মাঝেই খবরের শিরোনামে আসে। সাম্প্রতিককালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহেও চিকেনস নেক নিয়ে আলোচনা ছিল খবরের শিরোনামে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা, আমদানি-রপ্তানির কারণে শিলিগুড়ির ব্যবসায়িক গুরুত্ব অনেকটাই। নেপাল, চিন এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখার কাছাকাছি আছি আমরা। তাই আমার ধারণা, যখনই প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যুদ্ধের টেনশন তৈরি হবে, শিলিগুড়ির নাম আলোচনায় চলে আসবে বারবার।

শিলিগুড়িকে অনেকে ব্যবসার শহর বলেন। ব্যবসার কারণে দেশের কিংবা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে আসেন, ফলে লক্ষ করলে বোঝা যাবে শিলিগুড়িতে হোটেল ব্যবসার রমরমা আছে। এছাড়া চা এবং কাঠের ব্যবসায় একটা বৃহৎ অংশে উত্তরবঙ্গের অবদান তো সুবিদিত। তবে চা বলতেই অনেকে ভাবেন দার্জিলিং-এর কথা, দার্জিলিং ছাড়াও, পাহাড়ের ও তরাইয়ের বহু চা বাগানের যথেষ্ট সুনাম আছে।

নতুন আঙ্গিকে।। কোচবিহারে ভাওয়াইয়া পরিবেশন।

লিখতে গিয়ে আমার মনের খুব কাছের জেলা মালদার কথা চলেই আসবে। মালদা জেলার আমের ব্যবসার কথা সকলেই জানেন, প্রসিদ্ধির কারণে ওখানকার আম চলে যায় দেশ এবং বিদেশের বহু প্রান্তে। তবে আমের বাইরেও মালদা সংলগ্ন গৌড়, আদিনার অবস্থানের আলাদা গুরুত্ব আছে। ফলে মালদা জেলা ঐতিহাসিক দিক থেকে এক বিশেষ জায়গা পেয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই।

তবে উত্তরবঙ্গের বাকি অংশে পর্যটনশিল্প বেড়ে উঠলেও, সমৃদ্ধ এই মালদা শহরে এই শিল্প তুলনামূলকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের যে নদীগুলিকে দেখে আমরা বড় হলাম, তিস্তা, মহানন্দা, তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক, সংকোশ, কালজানি, মেচি কিংবা আরও বহু নদী, ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও লোকসংস্কৃতির অনেকখানি ভিত দাঁড়িয়ে আছে এদের ওপর। প্রথমবার তিস্তা নদী কেউ দেখলে, তার মধ্যে অন্যরকম একটা অনুভূতি জন্মায়, তিস্তা নদীকে কেন এই অঞ্চলের জীবনরেখা বলা হয়, সেটা বোঝা যায়। নদী ছাড়াও পাহাড় উত্তরবঙ্গের জলবায়ুর ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ভুলে গেলে চলবে না, পাহাড়ের ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণেই কিন্তু ইংরেজদের নজর কেড়েছিল উত্তরবঙ্গ।

বিভিন্ন ভাষা এবং উপভাষার অবস্থান রয়েছে উত্তরবঙ্গে। বহু জাতি এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার ইতিহাস এবং গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান হোক বা মালদার গম্ভীরার কথা ভাবলেই তা মনে আনন্দ দেয়। উত্তরবঙ্গকে ঘিরে এত কিছুর প্রসঙ্গ আমার এই লেখায় আনলাম কেন? তার কারণ আমার মনে হয়, উত্তরবঙ্গ যতখানি গুরুত্ব পায় তার থেকে আরও বেশি গুরুত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। শুধু পর্যটন নয়, উত্তরবঙ্গের বহু অনালোচিত দিক নিয়েও কথা হোক, ভাবা হোক, এইটুকুই চাওয়ার।

(লেখক গবেষণা করছেন। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৬

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। ঘুষ ৩। মর্তমানজাতীয় কলাবিশেষ ৫। আনন্দের ঢেউ, বাদ্যযন্ত্র ৬। সরস্বতী, বীণা ৭। একশত, বহু সংখ্যক ৯। কৃত্রিমহীন, মৌলিক, অপরিবর্তিত, অবিকৃত ১২। মোটা তসর বস্ত্রবিশেষ, কাঁচাঘরের চালের শীর্ষদেশ, কপট নিদ্রা ১৩। শনিগ্রহ, ধীরতা, ধীরগতি।

উপর-নীচ : ১। উত্তর দিক, জবাবের আশা ২। আহরণ করা, সংগ্রহ ৩। চত্বর, পাথর বা সিমেন্টে বাঁধানো খোলা জায়গা, উঠান ৪। অনুমোদন, অনুমতি ৫। মশলা হিসাবে ব্যবহৃত ঝাঁঝালো কন্দবিশেষ ৭। শান্তি, চিত্তের স্থিরতা বা সংযম, বাসনায় নিবৃত্তি ৮। অস্পষ্ট শব্দ, উচ্চস্বর, তারস্বর ৯। প্রথম, অতি প্রাচীন ১০। ধনদেবতা কুবেরের পুরী ১১। ৩০ সংখ্যক বা ৩০ সংখ্যার পূরক।

সমাধান ■ ৪১৮৫

পাশাপাশি : ১। নিশুতি ৪। তিজেল ৫। রাকা ৭। কন্দর ৮। বধূজন ৯। ভগ্নদূত ১১। বয়ান ১৩। নং ১৪। তাগড়া ১৫। ইন্ধন।

উপর-নীচ : ১। নির্মোক ২। তিতির ৩। বলদেব ৬। কানন ৯। ভজন ১০। তরতাজা ১১। বড়াই ১২। নন্দন।

বিন্দুবিসর্গ

ব্রিকস বাড়তি শুল্কের ট্রাম্প-হুমকি

রিও ডি জেনেইরো ও ওয়াশিংটন, ৭ জুলাই : ক্ষমতায় এসেই বিশ্ব রাজনীতির চেনা ছকের বাইরে হাঁটছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শত্রু-মিত্র সবাইকে চাপে ফেলার হাতিয়ার হিসাবে শুল্ককে ব্যবহার করছেন। এবার ট্রাম্পের কোপে পড়েছে ব্রিকস। জোটের সদস্য দেশগুলির ওপর বাড়তি ১০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'ব্রিকসের আমেরিকা বিরোধী নীতিকে যেসব দেশ সমর্থন করবে, তাদের ওপর ১০ শতাংশ হারে বাড়তি শুল্ক চাপানো হবে। আমরা কোনও অবস্থায় এই নীতি থেকে সরে আসব না। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।' তবে আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্রিকস গোষ্ঠীগতভাবে কী করেছে, তা খোলসা করে বলেননি ট্রাম্প।

কূটনৈতিক মহলের মতে, ইরানের বিরুদ্ধে হামলা এবং আমেরিকার নয়া শুল্কনীতির সমালোচনা করা হয়েছে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে আয়োজিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ইরানের ওপর সাম্প্রতিক হামলা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ধরনের হামলার তীব্র নিন্দা করে ব্রিকস।' ঘোষণাপত্রে ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযান নিয়ে কোনও মন্তব্য করা না হলেও রাশিয়ার ওপর ইউক্রেনের সাম্প্রতিক হামলার নিন্দা করা হয়েছে। শুল্কযুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে বলেও ব্রিকসের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ঘোষণাপত্রের কোথাও আমেরিকার নাম করা হয়নি। তবে জোটের সেই বক্তব্যকেই আমেরিকার বিরোধিতা বলে ধরে নিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর হুঁশিয়ারির জেরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন টানাপোড়েনের সূত্রপাত হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কিন হুঁশিয়ারির বিরুদ্ধে পালটা সরব হয়েছে চিন। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'এই ধরনের পদক্ষেপে কারও ভালো হবে না। চিন নিজের অবস্থান থেকে নড়বে না।' চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিংয়ের কথায়, 'শুল্ককে অত্যাচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর তীব্র বিরোধিতা করছে চিন।' ব্রিকস এমন এক রাষ্ট্রজোট যেখানে চিন, রাশিয়া, ইরানের মতো আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির পাশাপাশি ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ব্রাজিল, মিশরের মতো দেশও রয়েছে। যারা মোটের ওপর আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলে। কিন্তু ট্রাম্প সব দেশকেই এক সারিতে দাঁড় করাতে চাইছেন।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার ঠিক আগে ট্রাম্পের শুল্ক-হুঁশিয়ারি পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। এ ব্যাপারে সোমবার পর্যন্ত ভারতের তরফে কিছু জানানো হয়নি। সূত্রের দাবি, দীর্ঘ আলোচনার পর মতবিরোধের পরিসর কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। কৃষি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, জিনগত পরিবর্তিত ফসল, ইস্পাত, গাড়ি ও অ্যালুমিনিয়ামকে বাদ রেখে চলতি সপ্তাহেই দু'দেশের অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে।

বাণিজ্য চুক্তি না হলে ৯ জুলাই থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকায় ২৬ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা। ওই সময়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর না হলে ট্রাম্পের নয়া ঘোষণা অনুযায়ী এদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া পণ্যে বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক যোগ হয়ে ৩৬ শতাংশ হারে শুল্ক ধার্য হতে পারে। আবার বাণিজ্য চুক্তি হলেও ভারতের ওপর ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্কের খাঁড়া রয়ে যাবে। ভারত আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে বাড়তি শুল্ক ধার্য করলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে। ব্রিকসকে সামনে রেখে ট্রাম্প যে নতুন জটিলতার সূত্রপাত করেছেন, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়তে রাকে পারে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

ব্রিকস সম্মেলনে সদস্য দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রিও ডি জেনেইরোতে।

ব্রিকসের বক্তব্য

- ইরানের ওপর আক্রমণ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না
- রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের হামলার নিন্দা
- শুল্কযুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরির আশঙ্কা

ট্রাম্প উবাচ

ব্রিকসের আমেরিকা বিরোধী নীতিকে যেসব দেশ সমর্থন করবে, তাদের ওপর ১০ শতাংশ হারে বাড়তি শুল্ক চাপানো হবে। আমরা কোনও অবস্থায় এই নীতি থেকে সরে আসব না। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না

চিনের বার্তা

এই ধরনের পদক্ষেপে কারও ভালো হবে না। চিন নিজের অবস্থান থেকে নড়বে না

ভোটার তালিকা নিয়ে শুনানি ১০ জুলাই

বিহারের পর সারা দেশে নজর কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : বিহারে নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন এর নির্দেশের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনের জরুরি শুনানির দিন ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলাগুলির শুনানি হবে ১০ জুলাই। দ্রুত শুনানির জন্য বেঞ্চের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভি, গোপাল শংকরনারায়ণন এবং শাদান ফরাসাত।

মামলার আবেদনকারী- তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস-এর সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব। তাঁদের অভিযোগ, কমিশনের নির্দেশ সংবিধান, ভোটাধিকার এবং নাগরিক অধিকারকে লঙ্ঘন করছে। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আবেদনকারীরা যেন তাঁদের আবেদনের কপি কেন্দ্রীয় সরকার, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য বিবাদীপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকেও মামলার নথি সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিকে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বিহার দিয়ে শুরু হলেও এই প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে সারা দেশে কার্যকর করা হবে। কিছুদিনের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লিতে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হবে। দুই রাজ্যে শেষবার এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে ২০০২ এবং ২০০৮ সালে। সূত্রটির বক্তব্য, 'যেহেতু বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট হবে, তাই আমরা আগে থেকে সেখানকার ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।' অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ২০০২-এর পর যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় এসেছে তাঁদের সবাইকে তালিকায় নাম বজায় রাখতে হলে কমিশন নির্ধারিত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি জমা করতে হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে এখনও কমিশনের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

বিরোধী জোট জানিয়েছে, তারা কমিশনের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করতে আইনি বিকল্প খতিয়ে দেখছে। বিরোধী নেতাদের অভিযোগ, এই সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিহারের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ, যারা মূলত পরিযায়ী শ্রমিক, তাঁদের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার ও অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর পদক্ষেপ।

মহুয়া মৈত্র তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেছেন, 'এই নির্দেশ ভারতের সংবিধানের ১৪, ১৯(১), ২১, ৩২৫ ও ৩২৬ ধারা, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিধিনিষেধের পরিপন্থী। এর ফলে লক্ষ লক্ষ নাগরিক তাঁদের ভোটাধিকার হারানোর ঝুঁকিতে পড়ছেন। এটি গণতন্ত্রের মূলে আঘাত।'

মামলার খুঁটিনাটি

- বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলাগুলির শুনানি
- আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এবং সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব
- সোমবার দ্রুত শুনানির জন্য বেঞ্চের কাছে অনুরোধ জানান আইনজীবী কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভি, গোপাল শংকরনারায়ণন এবং শাদান ফরাসাত
- আবেদনের কপি কেন্দ্র, নির্বাচন কমিশন এবং অ্যাটর্নি জেনারেলকে দিতে হবে

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে দ্বিচারিতায় না প্রধানমন্ত্রীর

রিও ডি জেনেইরো, ৭ জুলাই : ব্রিকসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার রিও ডি জেনেইরোয় জোটের সদস্য দেশগুলির শীর্ষনেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা নিয়ে সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পহলগামে যে হামলা হয়েছে সেটা শুধু ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আঘাত করার চেষ্টা নয়। এটি মানবতাকে আহত করেছে। স্থান-কাল নির্বিশেষে সন্ত্রাসবাদ মানবতার পক্ষে ক্ষতিকারক।' সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সব দেশকে একজোট হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মোদি। তাঁর কথায়, 'মানবতার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। এক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতি নেওয়ার জায়গা নেই। কোনও দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করলে তাকেও এর খেসারত দিতে হবে।' পাকিস্তান ও চিনের উদ্দেশেই যে এই বার্তা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

পহলগাম হামলায় পাকিস্তান থেকে আসা জঙ্গিদের হাত থাকার কথা জানিয়েছেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। ইদানীং আফগানিস্তান সীমান্তঘেঁষা খাইবার পাখতুনখোয়া এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান জঙ্গিদের নাশকতার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। এইসব ঘটনাকে সামনে রেখে পাকিস্তান নিজেদের সন্ত্রাসবাদের শিকার বলে দাবি করছে। অথচ একসময় এই জঙ্গিরা পাক সরকার, সেনা এবং আইএসআইয়ের মদতেই শক্তি সঞ্চয় করেছে। সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করা পাকিস্তানকে ক্রমাগত মদত দিচ্ছে চিন। এই পরিস্থিতিতে ব্রিকসের মঞ্চে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মোদির বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

সংগঠন, নিরাপত্তায় জোর সংঘের সভায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : দিল্লিতে তিনদিনের প্রান্ত প্রচারকদের বৈঠকে সংগঠন বাড়ানোর ওপর জোর দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর নেতারা। সেই মর্মে বৈঠকে উঠে এসেছে, সীমান্ত রাজ্যগুলিতে সংঘের নিজস্ব জনসংযোগে ঘাঁটতি থাকার বিষয়টি। আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ সীমান্ত রাজ্যগুলিতে নিজস্ব সংগঠন মজবুত করার দিকে বাড়তি নজর দেওয়াকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে। বৈঠকে যোগ দিতে আসা সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সংঘ নেতৃত্ব। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে সংগঠন মজবুত করতে কর্মীরা কীভাবে কাজ করবেন সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

সোমবার দিল্লিতে সংঘের দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের মুখপাত্র সুনীল আম্বেকর বলেন, 'সংঘ এমন সব এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে যেখানে এখনও পর্যন্ত সংগঠন ততটা শক্তিশালী নয়। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে সংঘের কর্মীরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।' এবছর বিজয়া দশমী থেকে সংঘের শতবর্ষ উদযাপন শুরু হবে। যার সূচনা করবেন সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। তা চলবে আগামী একবছর।

প্রান্ত প্রচারকদের আলোচনা দিল্লিতে

বৈঠকে মণিপুর পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আম্বেকর বলেন, 'যেখানে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, সেখানে রাতারাতি শান্তি ফিরে আসে না। তবে গত বছরের তুলনায় মণিপুরে স্বাভাবিকতা কিছুটা ফিরেছে। আলোচনা চলছে। আশা করা যায়, একটি সমাধানের পথ সামনে আসবে।'

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী হামলা ও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আম্বেকর বলেন, 'সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই অপারেশনের প্রতি গভীর উৎসাহ ও সমর্থনের বার্তা এসেছে।' সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটিকে কেন্দ্র করে চলা বিতর্ক নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানান আম্বেকর। তিনি বলেন, 'প্রতিটি প্রজন্মের অধিকার রয়েছে সত্য জানার, আলোচনা করার এবং জরুরি অবস্থার সময় যা ঘটেছিল তা জানার।'

শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজয়া দশমী থেকে দেশজুড়ে বছরব্যাপী উৎসব শুরু হবে। এই মর্মে 'ঘর ঘর কি সংযোগ' কর্মসূচির সূচনা করা হবে। যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে আরএসএস।

মায়ানমারের ৪০০০ মানুষ মিজোরামে

আইজল, ৭ জুলাই : মিজোরাম সীমান্তের ওপারে মায়ানমারের চিন প্রদেশে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হওয়ায় হু হু করে মানুষ পালিয়ে ঢুকে পড়েছেন মিজোরামে। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যের চম্পাই জেলায় এপর্যন্ত প্রায় চার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা মায়ানমারের চিন প্রদেশের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, তিয়াউ নদীর সেতু পেরিয়ে তাঁরা ভারতে ঢুকেছেন। আশ্রয় নিয়েছেন জোখাওথর ও ভাপাই গ্রামে। বেশিরভাগ উঠেছেন আত্মীয়দের বাড়িতে। যাঁদের তা নেই তাঁরা স্কুল ও কমিউনিটি হলে রয়েছেন। মায়ানমারের যে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের কারণে চিন প্রদেশ থেকে মায়ানমারবাসীকে পালিয়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছে সেই দুই গোষ্ঠী হল চিন ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স ও চিনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্স হুয়ালনগোরাম। মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে একসময় দুই গোষ্ঠী হাত মিলিয়ে লড়াই করছিল। এখন তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭৮। সোমবার বন্যাকবলিত মাণ্ডি জেলায় গেলেন স্থানীয় সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। উত্তরাখণ্ডেও ভূমিধসের সতর্কতা জারি।

টেক্সাসে মৃত্যু ছাড়াল ৮০

টেক্সাস, ৭ জুলাই : টেক্সাসে কয়েকদিনের বৃষ্টি-বন্যার সঙ্গী এবার ভূমিধস। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা ৮০ ছাড়িয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ২৮টি শিশু। সবচেয়ে বিপর্যস্ত কেরভিল। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বন্যা কবলিত এলাকায় গাছের ডালে ঝুলছে দেহ, নদীতে লেগেছে মাছের মড়ক। টেক্সাসের ইতিহাসে অন্যতম বড় বিপর্যয় বলে ঘোষণা করেছেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সেখানে যেতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

প্রকাশ্যে খুন

চণ্ডীগড়, ৭ জুলাই : পঞ্জাবে প্রকাশ্যে খুন হলেন এক ব্যবসায়ী। সোমবার সকালে আবোহার শহরের ঘটনা। মৃত সঞ্জয় ভার্মা পেশায় পোশাক ব্যবসায়ী। দোকানের সামনে গাড়ি থেকে নেমে মাস্ক পরা তিন দুষ্কৃতী সঞ্জয়কে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। তাতেই মৃত্যু হয়। ঘটনার দায় স্বীকার করেছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং।

অমরনাথের পথে পুণ্যার্থীরা। সোমবার।

লাইন ডুবে, আটকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

ভুবনেশ্বর, ৭ জুলাই : ভারী বৃষ্টির কারণে ডুবেছে রেললাইন। যার জেরে প্রায় ৭ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। রবিবার ওড়িশার কেওনঝড় জেলার গুহালিডিহি স্টেশনের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

রবিবার ভারী বৃষ্টির কারণে ওড়িশার বিভিন্ন এলাকায় রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়। টাটানগর থেকে বেরহামপুর যাওয়ার পথে বন্দে ভারত এক্সপ্রস গুহালিডিহি স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে যায়। তখন রেললাইনের ওপর প্রায় তিন ফুট জল জমে গিয়েছিল। জল না নামায় ট্রেনটিকে কেন্দুঝারগড় স্টেশনে অন্য একটি ইঞ্জিন দিয়ে টেনে আনা হয়। পরে প্রায় সাত ঘণ্টা পর যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি। দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় রেল কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। যদিও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

দ্রুত মিলবে জনগণনার তথ্য

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : আগামী জনগণনা হবে দেশের প্রথম ডিজিটাল জনগণনা। এই সংক্রান্ত তথ্য আগের জনগণনাগুলির চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হবে। সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে একথা জানিয়েছেন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং সেনসাস কমিশনারের দপ্তর (আরজিআই অ্যান্ড সিসিআই)। আরজিআই জানিয়েছে, আসন্ন জনগণনায় নাগরিকরা নিজেরাই নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এজন্য চালু হবে বিশেষ ওয়েব পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। আবার গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়েও তথ্য সংগ্রহ করবেন। তাঁদের মাধ্যমেও নথিভুক্ত হওয়া যাবে। আসন্ন জনগণনার জন্য ৩৪ লক্ষ কর্মীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

জনগণনা সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে ওয়েব পোর্টালে। আরজিআই আরও জানিয়েছে, ডিজিটাল জনগণনা হল ভারতের আধুনিকীকরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রথম সংগৃহীত তথ্য প্রযুক্তিগতভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভারে জমা পড়বে। এর ফলে জনগণনার তথ্য অনেক তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এর আগের জনগণনাগুলিতে প্রাথমিক তথ্য পেতে কমপক্ষে ২-৩ বছর সময় লেগেছে। এবার অনেক আগেই সেই তথ্য বিন্যাস এবং বিশ্লেষণের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আরজিআইয়ের পোস্টে বলা হয়েছে, 'ইংরেজি, হিন্দি এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে মোবাইল অ্যাপ (অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস) ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। গণনাকারীরা তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁদের নিজস্ব ডিভাইস ব্যবহার করবেন।... একটি ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে স্ব-গণনার বিকল্পও পাবেন নাগরিকরা। এটি জনগণনার দুই স্তরের জন্য উপলব্ধ থাকবে।'

অ্যাপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্তির সুযোগ

২৬/১১'র মূলচক্রী রানার স্বীকারোক্তি

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : মুম্বই হামলার তিনদিন ধরে চলা সন্ত্রাসী হামলার অন্যতম মূলচক্রী তাহাউর হুসেন রানার মুখের আগল ভাঙতে সমর্থ হলেন এনআইএ গোয়েন্দারা। জেরার ধাক্কায় রানা স্বীকার করেছেন, ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া জঙ্গিহানা চলাকালীন তিনি মুম্বইয়েই ছিলেন। হামলার অপর চক্রী ডেভিড হেডলি ও তিনি লস্করের কাছ থেকেই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই মুম্বই সন্ত্রাসের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত।

রানা জেরায় জানিয়েছেন, লস্কর-ই-তৈবা একটি গুপ্তচর নেটওয়ার্ক হিসেবে ভারতে কাজ করে। রানা মুম্বইয়ে একটি ইমিগ্রেশন সেন্টার খোলার পরিকল্পনা করে সেন্টারের মধ্যে দিয়ে আর্থিক ও ব্যবসায়িক লেনদেন চালানোর ছক ছিল তাঁর। মায়ানগরীতে জঙ্গিহানার আগে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজা টার্মিনাস সহ মুম্বইয়ের একাধিক জায়গা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তিনি। শুধু লস্কর, হরকত উল জিহাদি ইসলামি সংগঠনের সঙ্গেই নয়, পাক সেনার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

'রাফাল নিয়ে মিথ্যা প্রচার'

নয়াদিল্লি ও প্যারিস, ৭ জুলাই : অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতকে তিন শত্রুর সঙ্গে লড়তে হয়েছে। পাকিস্তান ছাড়া বাকি দুটি দেশ হল তুরস্ক ও চিন। ওই দুটি দেশ পাকিস্তানকে সব দিক থেকে সহায়তা করেছিল। অতিসম্প্রতি ভারতীয় সেনার ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্তব্যটি করেছিলেন। এবার পাকিস্তানের 'চির মিত্র' চিনের তরফে রাফাল যুদ্ধবিমানের কর্মক্ষমতা নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এই দাবি করল ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের আরও দাবি, চিন এই অপকর্ম কাণ্ডে বিভিন্ন দেশে তাদের দূতাবাসগুলিকে ব্যবহার করছে।

ফ্রান্সের শীর্ষকর্তারা জানিয়েছেন, রাফাল নিয়ে চিনের দাবি ডাহা মিথ্যে। রাফাল প্রস্তুতকারী সংস্থা ড্যাসল্ট অ্যাভিয়েশনের কর্তারা জানিয়েছেন, সিঁদুর অভিযানের পর থেকেই রাফাল যুদ্ধবিমান সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে চিন, পাকিস্তান। ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার বক্তব্য, আসলে নিজের সমরাস্ত্র বিক্রি করতে ব্যবসায়িক প্রচারে ভারত-পাক সংঘর্ষের প্রসঙ্গ টেনে রাফাল যুদ্ধবিমান কাজের নয় বলে বোঝাচ্ছে চিন। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ফ্রান্সের সঙ্গে রাফাল বিক্রি নিয়ে যে সমস্ত দেশের কথাবার্তা এগিয়েছে, সেইসব দেশকে রাফাল না কেনার পরামর্শ দিচ্ছে চিন। তাদের চিনা যুদ্ধবিমান কেনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অপারেশন সিঁদুরে রাফায়েল ব্যাবহার করে সাফল্য এসেছে, ভারতীয় সেনা জানিয়েছে। এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ফরাসি সামরিক কর্তার অভিযোগ, রাফালের ব্যর্থতা প্রমাণে ভাঙা যুদ্ধবিমানের ভুয়ো ছবি, ভিডিও দেখানো হচ্ছে।

দাবি ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার

মোদির শুভেচ্ছায় ফের সতর্ক করল চিন

বেজিং, ৭ জুলাই : তিব্বতি আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামার ঘটা করে জন্মদিন পালন এবং তাঁর উত্তরসূরি বাছাই নিয়ে ফের সুর চড়াল চিন। সোমবার তাদের নয়া দাবি, ভারতে 'রাজনৈতিক নির্বাসন'-এ রয়েছেন দলাই লামা। এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে চিন। দলাই লামার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ভারতীয় মন্ত্রীদের যোগ দেওয়া নিয়ে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছে চিনের বিদেশমন্ত্রক।

মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, 'তিব্বত নিয়ে বেজিংয়ের অবস্থানে কোনও বদল আসেনি। দলাই লামা রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত একজন ব্যক্তি। তিনি ধর্মের আড়ালে জিজাং (তিব্বতের চিনা নাম)-কে চিন থেকে আলাদা করার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের উচিত জিজাং সংক্রান্ত বিষয়গুলির সংবেদনশীলতাকে উপলব্ধি করা। মেনে নেওয়া যে ১৪তম দলাই লামা হলেন একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তিত্ব। জিজাং সম্পর্কে ভারত যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের উচিত সেগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।' চিনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য দিল্লি দলাই লামাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন নিং। দলাই লামার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে তিব্বতি ধর্মগুরুকে 'প্রেম, করুণা, ধৈর্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার স্থিতিশীল প্রতীক' বলে উল্লেখ করেছিলেন মোদি। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্র ও একাধিক রাজ্যের মন্ত্রী সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ।

জন্মদিনে দলাই লামার শুভেচ্ছা কিরেন রিজিজুর। -ফাইলচিত্র

দীপিকার আট ঘণ্টায় বিতর্কের ঝড় দক্ষিণেও

দীপিকা বিতর্কে পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার পাশেই দাঁরালেন রশ্মিকা মান্দানা। দীপিকা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আট ঘণ্টার বেশি তিনি কাজ করবেন না। সেই জন্যই 'স্পিরিট' থেকে বাদ পড়তে হয়েছে তাঁকে। এর পরেই রানা দগগুবতি থেকে প্রিয়াঙ্কা, জ্যাকলিন, অজয় দেবগন, কাজল সকলেই মুখ খুলেছেন। এবার কথা বললেন রশ্মিকা।

অভিনেত্রীর অকপট মন্তব্য, ৮ ঘন্টা কেন সিনেমার স্বার্থে ১২ ঘন্টাও কাজ করতে হবে।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে দীপিকার বিষয়ে প্রশ্ন করলে অভিনেত্রী বলেন, 'অবশ্যই এটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। চুক্তি সই করার আগে পরিচালকের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা বলে নেওয়া উচিত। তবে আমি অনেক ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করেছি, সকলের নিয়ম আলাদা হয়।'

অভিনেত্রী বলেন, কন্নড়, তামিল, তেলুগু ছবিতে যেমন আমি ৮ ঘন্টা কাজ করেছি তেমন হিন্দি ছবিতে কাজ করতে হয়েছে ১২ ঘন্টা। তবে একসঙ্গে একটানা ৩৬ ঘন্টাও কাজ করেছি আমি। সবথেকে কষ্টকর পরপর ৩ দিন বাড়ি ফিরতে না পারা, ব্যাপারটা সত্যি ভীষণ কষ্টকর।'

অভিনেত্রী আরও বলেন, 'তবে দিনের শেষে আমার কাজের ক্ষেত্রে যদি ১২ ঘন্টা বা ১৬ ঘন্টা প্রয়োজন হয় তাহলে আমি সেটা দিতে বাধ্য। রশ্মিকার কথা শুনে স্পষ্ট, তিনি দীপিকার সঙ্গে মোটেই একমত নন।'

আইনি বিপাকে মহেশ বাবু, নোটিশ জারি

মহেশ বাবু আবার বিপাকে। যে সংস্থার জমির প্রোজেক্টের অস্তিত্ব নেই, সেই সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে এখন খেসারত দিতে হচ্ছে তাঁকে। একটি আইনি রিপোর্টে বলা হয়েছে, হায়দরাবাদের এক চিকিৎসক অভিযোগ করেছেন, যে প্লটের অস্তিত্ব নেই এমন প্লটের জন্য ৩৪.৮ লক্ষ টাকা দেওয়ার পরে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। সাই সূর্য ডেভেলপার্স সংস্থার প্রচার এবং ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে তৃতীয় উত্তরদাতা হিসাবে মহেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অভিনেতা এবং তাঁর দল এখনও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

চলতি বছরের এপ্রিলে সাই সূর্য ডেভেলপার্স ও সুরানা গ্রুপের আর্থিক তছরুপের মামলায় মহেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

সাই সূর্য ডেভেলপার্সের মালিক কাঁচারলা সতীশ চন্দ্র গুপ্তার বিরুদ্ধে গ্রিন মিডোস নামে একটি প্রকল্পের ডেলিভারি গাফিলতির অভিযোগে পুলিশি তদন্তের মুখে পড়েছিলেন। মহেশ বাবু এই প্রকল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ছিলেন এবং চেক এবং নগদের মাধ্যমে তাঁকে এর জন্য ৫.৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে। সূত্র সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছিল যে অভিনেতাকে অভিযুক্ত হিসাবে তদন্ত করা হচ্ছে না এবং তিনি এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত নাও থাকতে পারেন। তাঁরা জানিয়েছিলেন যে তিনি 'অভিযুক্ত জালিয়াতির বিষয়ে না জেনেই অভিযুক্ত সংস্থাগুলির রিয়েলটি প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করে থাকতে পারেন। তবে তেলেঙ্গানার রঙ্গা রেড্ডি জেলা উপভোক্তা কমি শন এই টলিউড অভিনেতার নামে নোটিশ জারি করেছে।

রাহুল-শ্রদ্ধার ছবি, রাগলেন রবিনা

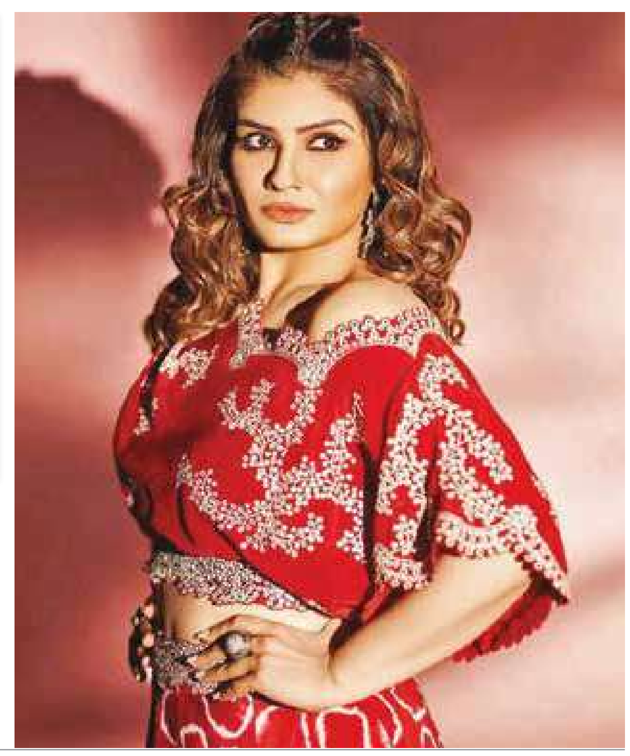

অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন বেশ রেগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলের 'গোপনীয়তা রক্ষার' বিষয়ে একটি পোস্ট করেছেন। ঘটনা ঘটেছে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর ও লেখক রাহুল মোদীর ভ্রমণের সময়। ওঁরা পাশাপাশি বসেছিলেন। শ্রদ্ধা রাহুলকে নিজের ফোনে কিছু দেখাচ্ছিলেন। বিমানের এক কর্মী সম্মতি না নিয়েই ওঁদের দুজনের একটি ভিডিও করে পোস্ট করে দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবিনা ট্যান্ডন এ ঘটনার সমালোচনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে লেখেন, 'এটা গোপনীয়তাতে হস্তক্ষপ। ওই কর্মীর এটা জানা উচিত ছিল। ওঁদের সম্মতি নেওয়া উচিত ছিল। একজন ক্রিউ মেম্বারের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।' নেটমহলে কেউ একে ফ্যান মোমেন্ট বলেছে, আবার কেউ বলেছে গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপই বটে। উল্লেখ্য, রাহুল ও শ্রদ্ধার আলাপ হয় তু ঝুঠি ম্যায় মক্কার ছবির সময়। এ ছবির লেখক রাহুল। তারপর থেকেই ওঁদের বন্ধুত্ব প্রেমের দিকে গড়ায়।

সারার সঙ্গে প্রেম, রণবীর বিতর্কে

ধুরন্ধর-এর টিজার বেরোনোর পর সারা অর্জুন চর্চায়। তিনি ছবির নায়িকা। ছবির নায়ক রণবীর সিং বিতর্ক। রণবীর ৪০ বছর বয়সে ২০ বছরের সারার সঙ্গে প্রেম করছেন পর্দায়—এটা অনেকেই মানতে পারছেন না। বাস্তবিকই দুজনের বয়সের ফারাক বেশ স্পষ্ট। সারা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন শিশুশিল্পী হিসেবে। সলমন খানের জয় হো, এক থি ডায়ন-এর মতো ছবি, অজস্র বিজ্ঞাপন ছবি এবং শর্ট ফিলমে তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র চিয়ান বিক্রম অভিনীত দক্ষিণী ছবিতে। এখানে সারা মানসিক রোগী বিক্রমের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। ক্লাইম্যাক্সে তাঁদের অভিনয় অনেকেরই চোকখে জল এনে দেয়। সেই মেয়ে এখন হিন্দি ছবির নায়িকা। তার ওপর রণবীর সিংয়ের সঙ্গে পর্দায় প্রেম--- আগ্রহ বাড়বেই তো।

ডন ৩ : শাহরুখ ও প্রিয়াংকা একসঙ্গে?

বহু প্রতীক্ষিত ডন ৩-এর নায়ক রণবীর সিং। পরিচালনায় ফারহান আখতার। এবার ছবি নিয়ে নতুন তথ্য, ছবিতে শাহরুখ খান সম্ভবত ক্যামেও করবেন। ফারহান শাহরুখের সঙ্গে দেখা করে ছবির গল্প, শাহরুখের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। শাহরুখ এখন কিং ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। তবু তিনি গল্প পছন্দ করেছেন এবং ক্যামেও করবেন বলে সম্মতি দিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। শোনা যাচ্ছে, প্রিয়াংকা চোপড়াকেও ছবিতে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছেন নির্মাতারা এবং তিনি নাকি ছবিতে থাকবেনও। যদি তাই হয়, ১৫ বছর পর শাহরুখ ও প্রিয়াংকা একসঙ্গে কাজ করবেন। সেক্ষেত্রে আগামী বছর জানুয়ারিতেই শুটিং হবে এবং ছবির মুক্তি হবে ২০২৬-এর ডিসেম্বরে। উল্লেখ্য, শাহরুখ ও প্রিয়াংকা শেষ একসঙ্গে কাজ করছিলেন ডন ২-তে। শাহরুখ হয়েছিলেন ডন এবং প্রিয়াংকা রোমা, এক ইন্টারপোল অফিসার যে তার ভায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায়। ২০১১ সালের পর থেকে তাঁদের আর একসঙ্গে দেখা যায়নি। আবার ডন ৩-এর নায়িকা নিয়েও চর্চা হচ্ছে। কিয়ারা আডবানি প্রথমে নায়িকা হতেন, অন্তঃস্বত্তা বলে তিনি ছবি থেকে সরে গিয়েছেন। গত রবিবার রণবীর সিংয়ের ৪০-তম জন্মদিনে কৃতি শ্যানন তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন এবং সবশেষে লিখেছেন, 'তোমার সঙ্গে খুব শিগগির কাজ করব'। এতে করে তিনি রণবীরের সঙ্গে কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং ধরে নেওয়া হচ্ছে সে প্রোজেক্টের নাম ডন ৩।

ব্যাডমিন্টন তারকার মেয়ের নামকরণে আমির

সিতারে জমিন পর পর্দা কাঁপাচ্ছে। তার মধ্যেই আমির খান সম্প্রতি তিনি এক বিশেষ অনুষ্ঠানে হাসি কান্না আর গর্বের মুহূর্ত তৈরি করলেন। বিশিষ্ট তামিল অভিনেতা বিষ্ণু বিশাল ও ব্যাডমিন্টন তারকা জোয়ালা গাট্টার মেয়ের নামকরণ করলেন তিনি। এই মেয়ের নামকরণের জন্যই সুপারস্টার মুম্বাই থেকে হায়দেরাবাদে গেলেন। তার নাম রেখেছেন মীরা। অভিভূত বিষ্ণু ও জোয়ালা এই মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছেন। আমিরের কোলে মীরাকে দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে বিষ্ণু ও জোয়ালা। জোয়ালা লিখেছেন, আমাদের মীরা। আর কিছুই চাইবার নেই। ... আমির, তোমাকে ধন্যবাদ, এই সুন্দর আর ভাবনাপ্রসূত নামের জন্য'। বিষ্ণু আমিরকে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছেন, ...মীরা মানে শর্তহীন ভালোবাসা ও শান্তি। সফরের এই পর্বে আমির স্যারের থাকা ম্যাজিকের মতো...' বিষ্ণুকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে লাল সেলাম-এ, পরিচালনায় ঐশ্বর্য রজনীকান্ত।

রামায়ণ নিয়ে সীতার রাগ

নীতিশ তিওয়ারির রামায়ণে রামের বাবা দশরথের চরিত্রে কে আছেন, জানেন? অরুণ গোভিল। সেই অরুণ গোভিল, যিনি রামানন্দ সাগরের ম্যাগনাম অপাস টিভি শো রামায়ণে রামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

তবে অরুণ গোভিলকে এখানে দশরথের ভূমিকায় রাখা নিয়ে দীপিকা চিকালিয়া বেশ অসন্তুষ্ট। দীপিকা ওই টিভি শো-তে সীতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অরুণ গোভিল নীতিশ তিওয়ারির ছবিতে গেছেন শুনে দীপিকা বলেছেন যে, এই পালাবদলটা ব্যক্তিগত জায়গা থেকে তিনি মানতে পারছেন ন। অবশ্য যেটা যাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা নিয়ে মাথা গলাতে চান না দীপিকা। তববে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছে যে যে চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত, তার বাইরে তাঁকে ভাবতেও পারেন না। দীপিকার কাছে অরুণ মানেই রাম। সেই ভাবনাটা এবার ধাক্কা খাবে তাঁর কাছে।

ছোট্ট তারা

৪ বছর বয়সি আরাত্রিকা ঘোষ শহর লাগোয়া ঘাঘরার বাসিন্দা। নার্সারির ছাত্রী। নৃত্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় রেখে পুরস্কার পেয়েছে সে।

ধর্মঘটের সমর্থনে বামেদের মিছিল

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ৭ জুলাই : দেশজুড়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনসমূহ আগামী ৯ জুলাই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। সেই ধর্মঘটের সমর্থনে সোমবার বিকেলে আলিপুরদুয়ারে বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে মিছিল আয়োজিত হয়। সদানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বাটা মোড় পর্যন্ত এই মিছিলে পা মেলান বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক, কর্মচারী ও বাম কর্মী-সমর্থকরা। কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি ও শ্রমিক স্বার্থরক্ষার দাবিতে এই ধর্মঘটকে সফল করতে একজোট হওয়ার ডাক দেয় বাম নেতৃত্ব।

সেই একই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনসমূহ তথা ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে এদিন ফালাকাটাতেও মিছিল হয়। সোমবার সেই মিছিল টাউন ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে সুভাষপল্লি, মাদারি রোড, মেইন রোড, নেতাজি রোড, হাটখোলা, থানা রোড, ট্রান্সপোর্ট হয়ে ট্রাফিক মোড়ে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা নৃপেন খাসনবিশ, জ্ঞানেন দাস, বিজন দাস, পীযূষ শর্মা প্রমুখ। ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে কনকলাল সিনহা, মহেন্দ্র সরকার, সুভাষ সেনগুপ্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন বাম গণসংগঠনের নেতা-কর্মীরাও শামিল হয়েছিলেন।

থানা ঘেরাও করবে বিজেপি

ফালাকাটা, ৭ জুলাই : ফালাকাটা থানা ঘেরাও করবে বিজেপি। আগামী ১০ জুলাই, বৃহস্পতিবার এই থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দিয়েছে তারা। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, 'শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য কুঞ্জনগরে মহিলাদের উপর অত্যাচার করেছে। এমনকি নির্মমভাবে গায়েও হাত তুলেছে। তার পরেও শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদেই থানা ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছি।'

বিজেপি সূত্রে খবর, কুঞ্জনগরের ঘটনার প্রতিবাদে ফালাকাটায় আসার কথা ছিল দলের নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের। বুধবার তাঁর ফালাকাটায় আসার কথা ছিল। সেকথা দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

তবে সোমবার বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক বলেন, 'এই মুহূর্তে রাজ্য সভাপতি দলীয় কাজে অন্য জায়গায় ব্যস্ত রয়েছেন। এখনই তিনি এখানে আসতে পারবেন না। তবে শীঘ্রই তিনি উত্তরবঙ্গ সফরে আসবেন। তখন ফালাকাটাতেও তাঁর কর্মসূচি থাকবে।'

গুরুকুলের আয়োজন

জয়গাঁ, ৭ জুলাই : জয়গাঁ গুরুকুল আশ্রমের পক্ষ থেকে শ্রাবণ মাসজুড়ে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। ৯ বছর আগে যাত্রা শুরু হয় এই আশ্রমের। এইবার প্রথম এই বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। গুরুপূর্ণিমা থেকে শুরু হয়ে যজ্ঞ শেষ হবে রাখিপূর্ণিমায়। পাশাপাশি, ভক্তি পাঠের আয়োজনও করা হবে। এই ভক্তি পাঠের অনুষ্ঠানে মায়ানমার, নেপাল ও ভুটানের আচার্যরা আসবেন বলে জানা গিয়েছে।

বাড়ি বাড়ি পাইপে গ্যাস

রান্না করতে করতে হঠাৎ গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ার সমস্যা নতুন কিছু নয়। আর এই সমস্যা যে কতখানি বিরক্তিকর, তা গৃহিণী মাত্রই জানেন। ডাবল সিলিন্ডার যদি থাকে, তবে রক্ষা। আর তা না হলে? সেদিনের মতো রান্নাবান্না শিকেয়। সিলিন্ডারের খোঁজে এদিক-ওদিক দৌড়ানো শুরু। তবে ফালাকাটা শহরের বধূদের এই দুর্দশার দিন কাটতে চলেছে। সৌজন্যে পাইপলাইনে গ্যাস। খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৭ জুলাই : আপাতত জোরকদমে গ্যাসের পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে ফালাকাটা শহরে। আর কয়েক মাসের অপেক্ষামাত্র। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছর থেকেই ফালাকাটা পুর এলাকার নাগরিকরা বাড়ি বাড়ি পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড ইতিমধ্যেই এই কাজ শুরু করেছে। শহরে তারা সার্ভে করে পুরসভার কাছে রিপোর্টও জমা দিয়েছে। গোটা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বিপিসিএল এখন পুরসভার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'আগামী বছরের প্রথম দিকেই শহরের নাগরিকরা বাড়ি বাড়ি গ্যাসলাইনের সংযোগ পেয়ে যাবেন। তার জন্য আমরা বিপিসিএল-এর সঙ্গে আলোচনা করছি।'

ফালাকাটায় কেন, আলিপুরদুয়ার জেলার সর্বত্রই এই মুহূর্তে সিলিন্ডারের মাধ্যমেই গ্যাস সরবরাহ করা হয়। দুটি থেকে তিনটি গ্যাস সরবরাহ কোম্পানির ডিলাররাই করছেন। কিন্তু এখনও এমন অনেক পরিবারই রয়েছে, যাদের নিজস্ব গ্যাস সংযোগ নেই। তবে এটাও ঠিক যে ফালাকাটা পুর এলাকায় প্রায় সব পরিবারেরই গ্যাসের সংযোগ রয়েছে। তবে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার কাজ কিন্তু জেলা সদর আলিপুরদুয়ারে শুরু হয়েছে। এবার ফালকাটাতেও সেই পরিষেবা দেওয়ার কাজ এগোচ্ছে। কয়েকদিন আগেই বিপিসিএল ফালাকাটা পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডেই সার্ভে করে। এক্ষেত্রে শহরের কোন এলাকা দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস আসবে, কোন কোন এলাকায় মাটির নীচ দিয়ে পাইপলাইন যাবে, এসবই তারা খতিয়ে দেখে। এমনকি মূল লাইন থেকে কীভাবে বাড়ি বাড়ি গ্যাসের সংযোগ দেওয়া যেতে পারে, সেসবও খতিয়ে দেখা হয়। গোটা বিষয়টি তারা রিপোর্ট আকারে পুরসভাকে দিয়েছে। এবার বল পুরসভার কোর্টে। ফালাকাটা পুর কর্তৃপক্ষ যদি এখনই অনুমতি দিয়ে দেয়, তাহলে মাত্র ১ মাসের মধ্যেই পরবর্তী পদক্ষেপ করবে বিপিসিএল।

ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময়কুমার ঘোষ বলেন, 'ফালাকাটা পুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি গ্যাস সংযোগ দিতে ইতিমধ্যেই আমরা একটি সার্ভে রিপোর্ট জমা দিয়েছি। পুরসভার কাছে এনওসি চাওয়া হয়েছে। অনুমতি পেয়ে গেলেই পাইপলাইন পাতা, রেজিস্ট্রেশন সহ গ্যাস সংযোগ দিতে কাজ শুরু করা হবে।'

বিপিসিএল সূত্রে জানা গিয়েছে, ফালাকাটা পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডেই পাইপলাইন পাতা হবে। এই কাজ করার পর গ্রাহকদের রেজিস্ট্রেশন চালু হবে। এরপর প্রত্যেকটি বাড়িতে দেওয়া হবে মিটার। সেই মিটারের ইউনিট হিসেবে গ্যাস খরচের বিল জমা করতে হবে। প্রতি দু'মাস অন্তর এই বিল নেওয়া হবে। বিপিসিএল জানিয়েছে, গ্যাস পাইপলাইনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল হঠাৎ করেই গ্যাস শেষ হয়ে গেলে আর ভয়ের কোনও কারণ নেই। পাশাপাশি খরচও কমবে অনেকটাই। বর্তমানে প্রতি কেজি গ্যাস ব্যবহারে ৭০ থেকে ৭২ টাকা খরচ হয় বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ শুরু হলে সেই খরচ কেজিতে ৫০ টাকার আশপাশে চলে আসবে বলে বিপিসিএল-এর দাবি।

রেজিস্ট্রেশন করে এই গ্যাসের সংযোগ নিতে গেলে খরচ কত হবে? এব্যাপারে সরকারিভাবে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের ফিল্ড পর্যায়ের এক কর্তা বলেন, প্রতি বাড়িতে সংযোগ নিতে প্রাথমিকভাবে ৬ হাজার টাকা করে খরচ হবে। তার মধ্যে ৫ হাজার ৫০০ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে এবং ৫০০ টাকা প্রসেসিং ফি হিসেবে নেওয়া হবে। এরপর প্রতি ২ মাস অন্তর গ্যাস ব্যবহারকারীর কাছে বিল আসবে।

বিপিসিএল এবং পুরসভার এমন উদ্যোগে খুশি ফালাকাটার নাগরিকরা। যদিও ফালাকাটার রাজনৈতিক মহল মনে করছে বাড়ি বাড়ি পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ চালু হলে তার কৃতিত্ব রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদল তৃণমূল এবং বিজেপি উভয়ই নিতে চাইবে। ২০২৬ সালেই এই প্রকল্প চালু হবে। ওই বছর আবার বিধানসভা ভোট আছে। তাই বাড়ি বাড়ি গ্যাস সংযোগের সুবিধায় যে ভোটেও প্রভাব পড়বে তা মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিল আসবে

- ফালাকাটা পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডেই পাইপলাইন পাতা হবে
- এই কাজ করার পর গ্রাহকদের রেজিস্ট্রেশন চালু হবে
- এরপর প্রত্যেকটি বাড়িতে দেওয়া হবে মিটার
- সেই মিটারের ইউনিট হিসেবে গ্যাস খরচের বিল জমা করতে হবে
- প্রতি দু'মাস অন্তর এই বিল নেওয়া হবে

খরচ কমবে

- বর্তমানে প্রতি কেজি গ্যাস ব্যবহারে ৭০ থেকে ৭২ টাকা খরচ হয়
- পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ শুরু হলে সেই খরচ কেজিতে ৫০ টাকার আশপাশে চলে আসবে
- সংযোগ নিতে প্রাথমিকভাবে ৬ হাজার টাকা করে খরচ হবে
- তার মধ্যে ৫ হাজার ৫০০ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট ও ৫০০ টাকা প্রসেসিং ফি হিসেবে নেওয়া হবে

পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস এলে তো খুব ভালো হবে। এমন উদ্যোগ যুগোপযোগী। যদি এমনটা চালু হয় তবে আমাদের শহরও মেট্রো শহরের স্তরে উঠে যাবে বলে আমি মনে করি। আমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়বে।

-মৌমিতা সাহা, *শিক্ষিকা*

পাইপলাইনের গ্যাস সিলিন্ডারের গ্যাসের তুলনায় অনেক বেশি পরিষ্কার জ্বালানি। এতে কার্বন নিঃসরণও কম হয় বলে শুনেছি। তাহলে এটি পরিবেশবান্ধব। তাই এই পরিষেবা শুধু সুবিধাজনকই নয়, বরং পরিবেশরক্ষার দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কবে আমাদের শহরে চালু হয়, সেই আশায় রয়েছি।

- গীতা দেবনাথ, *বধূ*

পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ দিতে চলছে সার্ভে। -ফাইল চিত্র

আতঙ্কে বাসিন্দারা, তদন্তে পুলিশ

রাত হলেই ঢিল পড়ছে ইটখোলায়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : রাত হলেই দুমদাম ঢিল পড়ছে এলাকায়। আচমকা এহেন ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়েন আলিপুরদুয়ার পুর এলাকায় ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইটখোলা এলাকার বাসিন্দারা। সেই ঘটনায় কার্যত রাতের ঘুম উড়ে যায় বাসিন্দাদের। রবিবার রাতে এলাকায় ভিড় জমে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করতে থাকেন এলাকার বাসিন্দারা। ফলে সেই ঘটনার খবর আরও ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ বিভিন্ন রকম 'তত্ত্ব' খাড়া করেন সেই ঘটনার পিছনে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, পুলিশে খবর দিতে হয়। সমস্যা মেটাতে পথে নামতে হয় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশকে। সেই রাতেই পুলিশ এলাকায় কয়েকবার টহল দেওয়ার পরেও সমস্যা মেটেনি বলে অভিযোগ। সেইসঙ্গে কে বা কারা ঢিল ছুড়ছে, সেই রহস্যও ভেদ হয়নি। সেজন্য সোমবার পুলিশের সামনেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'এলাকার নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

সোমবার ইটখোলা এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, ঘটনাস্থলে রেললাইন সংলগ্ন প্রায় পঞ্চাশটি সারি সারি টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর। সেই ঘরগুলি লক্ষ্য করেই ঢিল ছোড়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। টিনের চালে ঢিল পড়লে সজোরে শব্দ হয়। তাতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রবিবারই প্রথম নয়। সেই বাড়িঘরগুলি উদ্দেশ্য করে গত বেশ কয়েকদিন ধরেই নাকি রাতবিরেতে পাথর ছোড়া হচ্ছে। এমনকি দুপুর-বিকেলেও পাথর ছোড়া হয়। তবে তা সংখ্যায় কম। রাতে উপদ্রব বাড়ে। এতে সেই এলাকায় শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

টুলি পাসওয়ান নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'আমাদের বাড়ি উদ্দেশ্য করে পাথর ছোড়া হচ্ছে। শিশুরা বাড়ির বাইরে বের হতে ভয় পাচ্ছে।' টুলির পাশাপাশি পূজা পাসওয়ান, মুনিয়া পাসওয়ানরাও নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ করেছেন। তাঁদের দাবি, পুলিশের তরফে এলাকায় রাতে টহল দেওয়া হোক। তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়া হোক।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাসিন্দাদের ভিড়।

অভিযোগ

- রেললাইন সংলগ্ন প্রায় পঞ্চাশটি সারি সারি টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর
- সেই ঘরগুলি লক্ষ্য করেই ঢিল ছোড়া হচ্ছে, অভিযোগ
- টিনের চালে ঢিল পড়লে সজোরে শব্দ হয়
- তাতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়
- গত বেশ কয়েকদিন ধরেই নাকি রাতবিরেতে পাথর ছোড়া হচ্ছে

অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অবশ্য তদন্ত শুরু করেছে। নিউটাউন গার্লস স্কুলের পিছনের দিকে রয়েছে সেই এলাকা। স্কুলের পেছনে বড় বড় গাছ ও ঝোপঝাড় রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাত হলে স্কুলের পিছনের দিকে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে নেশার আসর বসে। সেইসব ঠেক থেকেই লোকজন নেশার ঘোরে এমন কাজ করে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই বিষয়ে নিউটাউন গার্লস স্কুলের টিচার ইনচার্জ শ্রেয়সী দত্ত বলেন, 'স্কুল ছুটির পর রাতের অন্ধকারে কারা আসছে তা দেখার জন্য পুলিশকে জানানো হয়েছে। নজরদারি বৃদ্ধি করতে পথবাতি এবং সিসিটিভি লাগানো হয়েছে।'

যেখানে এই উৎপাত চলছে, সেই বাড়িগুলির পূর্বদিকে আলিপুরদুয়ার নিউটাউন গার্লস স্কুলের সীমানা প্রাচীর আর পশ্চিম দিকে রেললাইন। স্কুলের দিক থেকেই পাথর ছোড়া হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কয়েকজন তো এমনটাও দাবি করলেন যে, দেওয়ালের ভাঙা টুকরোই তাঁদের বাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে। ঘটনার কথা চাউর হতেই সোমবার স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিচালন সমিতির নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠক ডাকে। তারপরেই একাধিক সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। কে বা কারা পাথর ছোড়ার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা জানতে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্কুলের পিছনের জঙ্গল সাফ করা, সিসিটিভি লাগানো, পথবাতি লাগানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।

স্থানীয়রা অবশ্য দাবি করেছেন, রবিবার রাত ৯টার পর নিউটাউন গার্লস স্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় লাগোয়া এলাকায় দুজনকে দেখেছেন। তাদের নাকি মুখে মুখোশ পরা ছিল। তাই চেনা যায়নি।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে সোমবার মিছিল করে সিডিপিও'র কাছে চার দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হল। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সংগঠনের ডাকা সেই মিছিলে এদিন শতাধিক কর্মী-সহায়িকা পা মেলান।

এবিষয়ে সংগঠনের তরফে ঝুম্পা চৌধুরী বলেন, 'অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কোড বাতিল করা সহ বেতন বৃদ্ধি করার দাবি জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের গ্র্যাচুইটি দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।' অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের তৃতীয় শ্রেণির ও সহায়িকাদের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতেই এই ডেপুটেশন বলে জানিয়েছেন তিনি।

এভাবেই প্রাণ হাতে নিয়েই যাতায়াত করেন বাসিন্দারা।

রেললাইনে ঝুঁকির যাতায়াত

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : ফুটব্রিজ তৈরি হলেও রেললাইনের ওপর দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত কমছে না কালজানি রেলসেতুতে। বিভিন্ন সময়ে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়ার ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যুর পর কালজানি রেলসেতুতে ফুটব্রিজের দাবি জোরালো হয়। কোচবিহারের খোল্টা চেকপোস্ট, মরিচবাড়ি সহ আলিপুরদুয়ার দ্বীপচর এলাকার বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখেই ফুটব্রিজ তৈরি হয়েছে। তবে এখন সেখানে ফুটব্রিজ তৈরি হলেও স্থানীয়দের একাংশ ঝুঁকিপূর্ণভাবে রেললাইন অতিক্রম করেন বলে অভিযোগ।

ফুটব্রিজটি তৈরি হলেও এখনও উদ্বোধন হয়নি বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অনুপকুমার সিং বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য ফুটব্রিজ তৈরি হয়েছে। তাঁদের ব্যবহার করার জন্য অবগত করা হবে।'

ফুটব্রিজে গিয়ে দেখা গেল, কয়েকজন ফুটব্রিজ ব্যবহার করলেও স্থানীয়দের বড় একটি অংশ রেললাইন দিয়ে যাতায়াত করছেন। কেন রেললাইন দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত? প্রশ্ন করতেই স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ফুটব্রিজ সংকীর্ণ থাকায় মাত্র একজন চলাচল করতে পারে। সেতুর একপাশ থেকে ১ জন যাওয়া শুরু করলে অপর পাশের যাত্রীদের প্রতীক্ষা করতে হয়। পাশাপাশি কারও সঙ্গে সাইকেল থাকলে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায় বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ফুটব্রিজটি কালজানি সেতুর একদিকে তৈরি হয়েছে। ফলে খোল্টা ও মরিচবাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধা হয়। কিন্তু দ্বীপচর এলাকার বাসিন্দাদের রেললাইন দিয়ে পারাপার করা ছাড়া উপায় থাকে না বলে ওই এলাকার বাসিন্দাদের দাবি। অপরদিকে রেললাইন দিয়ে পাশাপাশি ২ জন যাতায়াত করতে পারেন। ফলে সেতুর ২ পাশ থেকে ২ জন যাতায়াত শুরু করলেও সমস্যা হয় না। বাসিন্দাদের ট্রেন চলাচল করার সময় নির্দিষ্ট করে জানা থাকলেই হল। তাই ফুটব্রিজের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত করতেই আগ্রহী স্থানীয়রা।

রাজেশ দাস নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'সাইকেল নিয়ে ফুটব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করার সময় উলটো পাশ থেকে কেউ এলে সমস্যা তৈরি হয়। ট্রেনের সময় জেনেই রেললাইন দিয়ে যাতায়াত করেন স্থানীয়রা।' অফিস টাইমে রেলসেতু ও ফুটব্রিজে যাতায়াত বেশি দেখা যায় বলেও জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, রনি বর্মন ও শুভদীপ বর্মন নামে ২ তরুণ, ২ স্কুল পড়ুয়া মানিক দাস, দেবজিৎ দাসের বাড়ি কোচবিহারের খোল্টা এলাকায়। ফলে তাদের ফুটব্রিজ ব্যবহার করতে দেখা গেল। ফুটব্রিজ তৈরি হওয়াতে বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন কাজকর্মে তাদের সুবিধা হয় বলে জানিয়েছে তারা।

বাঁধের রাস্তায় বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : খুব বেশিদিন আগেকার কথা নয়। ২০২২ সালের ৮ জুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছিল সেচ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে নির্মিত বাঁধের ওপর রাস্তার। প্রায় ৩,৩৯০ মিটার দীর্ঘ বিটুমিনাসের সেই রাস্তা নিয়েই এখন বিস্তর অভিযোগ শহরবাসীর।

কালজানি সেতু থেকে ঘাগরা সংলগ্ন ডিমা সেতুকে যুক্ত করেছে বাঁধের ওপর তৈরি করা এই রাস্তাটি। ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হয়েছিল শহরবাসীর। কিন্তু উদ্বোধনের বছর তিনেকের মধ্যেই এখন শহরবাসী বলছেন, রাস্তার দু'পাশে ঝোপজঙ্গলের জন্য দৃশ্যমানতা কমেছে। যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। এতেই রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। প্রতিদিন অনেকে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন। শহরের মূল রাস্তায় নিত্যদিনের যানজট থেকে রেহাই পেতেও অনেকের পছন্দ এই রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে রেলিং রয়েছে। সেই রেলিং বরাবর ঝোপঝাড় গজিয়ে ওঠার ফলে চলাচলের ক্ষেত্রে অনেকটাই অসুবিধা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। বড় গাড়ি তো বটেই, সবথেকে বেশি সমস্যা হচ্ছে বাইক, স্কুটি, টোটো, অটো চালকদের। এমনই এক বাইকচালক অঙ্কিত দেবনাথ বললেন, 'অন্যান্য রাস্তায় ভিড় থাকায় সচরাচর যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই রাস্তাই ব্যবহার করি। কিন্তু যেভাবে ঝোপঝাড় হয়েছে, তাতে বাঁক নেওয়ার সময় ভয় হচ্ছে, পাছে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে না যায়।' আগাছার সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন শহরের আরেক বাসিন্দা উত্তম গুহ। বললেন, 'আগাছাগুলো অনেকদিন ধরে সাফ করা হয় না। ফলে উলটোদিক থেকে গাড়ি এলে অনেক সময়ই দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকছে।'

মূলত এই রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণ করে সেচ দপ্তরই। কাজেই তাদের কাজের গতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। অনেকে বলছেন, এই রাস্তায় আলো থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। রাত হলে রাস্তার ধারে একাধিক জায়গায় নেশার আসর বসে। রাস্তার কিছু কিছু জায়গায় গর্তও রয়েছে। তাতে বাইক বা স্কুটির চাকা অসাবধানতাবশত পড়লে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। উদ্বোধন হওয়ার সময় লাগানো ফলকটিও একপাশে পড়ে রয়েছে। কখনও আবার রাস্তার ওপরই বালি-পাথরের মতো নির্মাণসামগ্রী রাখা থাকছে। তাতেও সমস্যা বাড়ছে। একে তো সেজন্য রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তার ওপর আবার অনেক সময়ই বালিতে চাকা পিছলে যাচ্ছে। বলছেন বাইক ও স্কুটার চালকরা। সব মিলিয়ে রাতে চলাচল করতে গেলেই সমস্যা হচ্ছে। বলছেন শহরের বাসিন্দারা।

এবিষয়ে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের জিজ্ঞেস করা হলে তাঁদের আশ্বাস, আগাছা সাফ করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করার চেষ্টা চলছে। এছাড়া রাস্তায় যেসব গর্ত তৈরি হয়েছে, সেগুলোও মেরামত করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সেই আধিকারিকরা।

ঝোপঝাড়ে ভরেছে বাঁধের রাস্তা। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সমস্যা কোথায়

- রাস্তার পাশে ঝোপঝাড় গজিয়ে ওঠায় বাঁক নিতে সমস্যা
- কোথাও কোথাও গর্ত তৈরি হয়েছে
- রাস্তার ওপর নির্মাণসামগ্রী পড়ে থাকছে
- পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার পাশেই বসছে নেশার আসর

পাথর গড়িয়ে পড়ে বন্ধ সিকিমের লাইফলাইন। ওপারে আটকে যাত্রীরা। ছবি : সূত্রধর

ধসে বন্ধ এনএইচ ১০

গাড়িতে আছড়ে পড়ল বোল্ডার, অল্পের জন্য রক্ষা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : ফের ধস কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন একটি যাত্রীবাহী গাড়ির চালক সহ অন্যরা। বড় বোল্ডার গাড়িটির উপর আছড়ে পড়ে। এতে দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়ির সামনের অংশ। ধসের জেরে ওই রুটে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে পুলিশ তিনটি আর্থমুভার এনে বিশাল আকারের পাথরগুলি সরানোর ব্যবস্থা করে। দুপুর নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। রাস্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) জানিয়েছে, এখনও ওই অংশে পাথর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য সোমবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত সড়কে সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

পাথরের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত সেই গাড়ি।

বর্ষায় কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর সড়কে মাঝেমধ্যে ধস নামছে। বিশেষ করে মামখোলা, লিকুভির, ১০ মাইল, লোহাপুলের মতো এলাকায় প্রায়ই ধস নামে। আর এর জেরে বিঘ্ন ঘটে যান চলাচলে। সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ সেবক এবং কালিঝোরার মাঝে ভাসোয়া এলাকায় আচমকা পাহাড় থেকে বড় বড় বোল্ডার রাস্তায় পড়তে শুরু করে। সেই সময় সড়কে প্রচুর গাড়ি ছিল। কালিম্পংয়ের দিক থেকে শিলিগুড়িগামী যাত্রীবাহী একটি ছোট গাড়ির বনেটের উপর আছড়ে পড়ে বড় বোল্ডার। গাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। একটি পাথর আবার স্টিয়ারিংয়ে এসে লাগে। তবে গাড়ির কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। চালক সহ সমস্ত যাত্রী নিরাপদে বেরিয়ে আসেন।

পরে সেবক ফাঁড়ির বড়বাবু তপন দাসের নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আর্থমুভারের বন্দোবস্ত করেন। তিনটি আর্থমুভার দিয়ে বোল্ডার সরিয়ে দুপুর ১২টা নাগাদ যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। তবে, এই জায়গায় এখনও পাথর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য এনএইচআইডিসিএল ২৪ ঘণ্টার জন্য এই পথে যান চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে। দার্জিলিং পুলিশের এক কর্তার আশঙ্কা, যেভাবে পাহাড় ভাঙছে, বড় বোল্ডার পড়ছে, তাতে যে কোনও সময় বড় বিপদ হতে পারে। অন্যদিকে, এদিনই দার্জিলিং থেকে তিস্তাবাজারগামী পেশক রোডে একটি ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গড়িয়ে পড়ে। তবে কিছুটা নীচে একটি গাছে আটকে যায় সেটি। হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

কমছে কর্মী, বাড়ছে অভাব, কঠিন লড়াই

ইতিহাস হারাচ্ছে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ

রাহুল মজুমদার

তিনধারিয়া, ৭ জুলাই : ধীরে ধীরে যেন ফিকে হচ্ছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের একমাত্র ওয়ার্কশপের ইতিহাস। এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের উচ্চতম ওয়ার্কশপও বটে। ক্রমশই কমছে কর্মীসংখ্যা, বাড়ছে যন্ত্রাংশের অভাব। ফলে নানান সমস্যায় জর্জরিত ওয়ার্কশপটি। এরই মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে হেরিটেজ ইঞ্জিন ও কামরার মেরামতির কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ আমলে তৈরি তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বা ডিএইচআর নামের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ঐতিহ্য। কিন্তু তার তিনধারিয়া ওয়ার্কশপটির কৌলিন্য ধরে রাখার লড়াইয়ে এখন মাত্র ৭২ জন কর্মী। ছাঁচে ফেলে টয়ট্রেনের যন্ত্রাংশ তৈরির কাজ বন্ধ হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু কীভাবে ছাঁচে ফেলে কাজ হত, কী কী যন্ত্রাংশ তৈরি হত, সেই ঐতিহ্য তুলে ধরতে ওয়ার্কশপের ভেতরেই পৃথক একটি ডিসপ্লে সেন্টার ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ওই ডিসপ্লে সেন্টারও তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু কয়েকটি ছাঁচে তৈরি যন্ত্রাংশ একটি আলমারিতে রাখা। বাকি যে সমস্ত মডেল ছিল, সেগুলি সব এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। যদিও এসবের মাঝে আশার আলো বলতে, কাজের সুবিধার জন্য ওভারহেড ক্রেন আসছে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে। ইঞ্জিন ডিসমেন্টাল (সমস্ত যন্ত্র খুলে ফেলা) করার সময় বড় বড় যন্ত্রাংশ, এদিক-ওদিক করার জন্য এই ক্রেন ব্যবহার করা হবে। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'নতুন ডিজেল ইঞ্জিন এসেছে। ইঞ্জিনটির সমস্তরকম পরীক্ষা হবে তিনধারিয়া রেল ওয়ার্কশপে। এছাড়াও ওয়ার্কশপে আরও কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আসতে চলেছে।'

১৯৪২ এবং '৪৩ সালে পাহাড়ের শ্রমিক আন্দোলনকে রুপালি পর্দার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে চিত্র পরিচালক তপন সিংহ ১৯৭০ সালে তৈরি করেছিলেন 'সাগিনা মাহাতো'।

চলছে ইঞ্জিন মেরামতি। তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে। সোমবার।

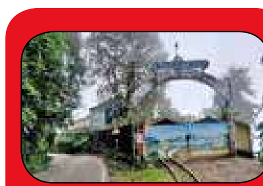

ডিএইচআরের তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের ইতিহাস মলিন হচ্ছে সময়ের সঙ্গে

ছাঁচে ফেলে কীভাবে যন্ত্রাংশ তৈরি হত, প্রামাণ্য হারিয়েছে ডিসপ্লে সেন্টার উধাওয়ে

কৌলিন্য ধরে রাখার লড়াই ৭২ জন কর্মীর কাঁধে, নেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ

আশার আলো, ইঞ্জিন ডিসমেন্টাল করার জন্য মিলবে ওভারহেড ক্রেন

দিলীপকুমার এবং অভিনেত্রী সায়রা বানু অভিনীত এই সিনেমা বক্স অফিসে হইচই ফেলে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্যও মনোনীত হয়েছিল ছবিটি। এই ছবির শুটিং হয়েছিল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তিনধারিয়া ওয়ার্কশপেই। ওই সময় ওয়ার্কশপটিতেই তৈরি হত টয়ট্রেনের যন্ত্রাংশ। ৩৫০-এরও বেশি কর্মী নিয়ে সেইসময় কাজ হত ওয়ার্কশপে। মাঝে একবার ওয়ার্কশপের একটা অংশ পুরোপুরি ধসে যায়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় রেলের। ধসের পর ওয়ার্কশপের পরিধি কমে আসে। কমেছে কর্মীর সংখ্যাও। চোখের আড়াল হচ্ছে ঐতিহ্যের স্মারক।

এই মুহূর্তে তিনধারিয়া রেল ওয়ার্কশপে তিনটি স্টিম লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের মেরামত চলছে। ইঞ্জিন নম্বর ৮০১, ৮০২ এবং ৮০৬-এর মেরামতির কাজ চলছে। প্রথমে ৮০১ এবং ৮০৬-এর কাজ হচ্ছে। তাই দুটি ইঞ্জিনকে পুরোপুরি ডিসমেন্টাল করে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ইঞ্জিনগুলির বার্নারের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। শতাব্দীপ্রাচীন ইঞ্জিন হওয়ায় একাধিক যন্ত্রাংশের অবস্থাও ভালো নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে বার্নারের বদল হচ্ছে না। মেরামত করে ওই বার্নারই লাগানো হবে। বছর সাতেক আগে দুটি ইঞ্জিনের বার্নারের বদল করা হয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকে আর কোনও ইঞ্জিনের বার্নার পরিবর্তন হয়নি। ওয়ার্কশপ থেকে চাহিদার তালিকা ওপরমহলে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাই আপাতত অন্যান্য ছোটখাটো যন্ত্রাংশ বদলেই ওই ইঞ্জিনগুলি চালানো হবে বলে ওয়ার্কশপ সূত্রে খবর। কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

প্রয়াত বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ

বহরমপুর, ৭ জুলাই : বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা আরএসপির বর্ষীয়ান নেতা প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। সোমবার শ্বাসকষ্টজনিত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

বাম আমলের প্রভাবশালী এই আরএসপি নেতার কাছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়কেও পরাজিত হতে হয়েছিল। প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৯৪, ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে লোকসভা নির্বাচনে জিতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি আরএসপির সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৬ সালে। কান্দি রাজ কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করে পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ পাশ করেন তিনি। কলেজে পড়াকালীন আরএসপির ছাত্র সংগঠন পিএসইউ'র সঙ্গে যুক্ত হন। শিক্ষক আন্দোলনের পাশাপাশি এলাকায় আরএসপির সংগঠক হিসেবেও কাজ করেছেন। ১৯৭৯ সালে গ্রাম ছেড়ে বহরমপুর শহরে চলে আসেন এবং খাগড়া গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনস্টিটিউশনে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাশ করে অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অধীনে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৯৩ সালে বহরমপুরের তৎকালীন সাংসদ ননী ভট্টাচার্য প্রয়াত হওয়ার পরের বছর লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর আসন থেকে নির্বাচিত হন। যদিও ১৯৯৯ সালে কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরীর কাছে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। প্রয়াত এই প্রাক্তন সাংসদের কন্যা সুদক্ষিণা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাবা দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন।'

গুলিতে মৃত্যু জওয়ানের

কুমারগ্রাম, ৭ জুলাই : জম্মুতে কর্মরত এক বিএসএফ জওয়ানের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম মৃদুল দাস (২৬)। বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের পুখুরিগ্রামে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। কীভাবে গুলি লাগল এনিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

মৃত জওয়ানের নিকটাত্মীয় এবং পাড়াপড়শিদের কথায়, সোমবার সন্ধ্যা রাতেও মোবাইল ফোনে মা নির্মলা দাসের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। তার পর গভীর রাতে এমন কী ঘটনা ঘটল যে গুলিবিদ্ধ মৃদুলকে হাসপাতালে নিতে হল?

এনিয়ে মৃদুলের সহকর্মীদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে দু'রকম কথা শুনেছেন মৃতের বাড়ির লোকজন। কেউ কেউ বলছেন, দুর্ঘটনাক্রমে নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে ছোড়া গুলিতে মৃদুলের মৃত্যু হয়েছে। আবার কয়েকজন বলছেন, জম্মুর সাম্বা জেলার রামগড় এলাকার মাল্লু চকে কর্তব্যরত অবস্থায় শত্রুপক্ষের ছোড়া গুলিতে শহিদ গিয়েছেন মৃদুল।

নাবালিকার অর্ধনগ্ন দেহ

কুমারগঞ্জ, ৭ জুলাই : কুমারগঞ্জে মাঠের মাঝখানে একটি পুকুর থেকে এক নাবালিকার পচাগলা অর্ধনগ্ন দেহ সোমবার উদ্ধার হয়। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ১১ বছরের ওই নাবালিকা শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিল। সেদিন স্কুলে যাওয়ার পর থেকেই তার কোনও খোঁজ মিলছিল না। শনিবার কুমারগঞ্জ থানায় মিসিং ডায়েরি দায়ের হয়। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে এদিন মাঠের মাঝখানে থাকা একটি নির্জন পুকুর থেকে তার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মেয়েটির বাবা বলেন, 'আমার মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। যে বা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আমি তার বা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নারী সুরক্ষার বিষয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে সাংসদ সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, 'গ্রাম হোক বা শহর—তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের জঙ্গল রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে মহিলাদের জন্য আতঙ্কের বধ্যভূমি।'

খামার বিদ্যালয়

সোনাপুর, ৭ জুলাই : যন্ত্র দিয়ে কৃষকদের ধান চাষের প্রশিক্ষণ দিতে সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাঁচকোলগুড়িতে জেলা কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে চালু হল খামার বিদ্যালয়। এদিন ওই এলাকায় কৃষকদের ধান চাষের বীজতলা কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা শেখানো হয়। এছাড়াও কীভাবে বিভিন্ন যন্ত্র দিয়েও ধান চাষ করা যায়, সেটাও শেখানো হয়। কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, খামার বিদ্যালয় বিভিন্ন এলাকায় করা হয় কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে। চারদিন এই শিবির চলবে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা রজত চট্টোপাধ্যায়, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা অজিত রায়।

জন্মজয়ন্তী

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৭ জুলাই : সোমবার হ্যামিল্টনগঞ্জের ফরওয়ার্ডনগরে অবস্থিত পুণ্যজ্যোতি বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধ ধর্মগুরু পুণ্যজ্যোতি মহাথের ও বৌদ্ধ বিহার পরিচালন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও বৌদ্ধ ধর্মগুরু ডাঃ অরুণজ্যোতি মহাথের যথাক্রমে ৮০তম ও ৫০তম জন্মজয়ন্তী পালিত হল সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ বিহারে। এই উপলক্ষ্যে সেখানে ভগবান বুদ্ধের বিশেষ পুজো ও তাঁর অহিংসার বাণী প্রচার করা হয়। এছাড়াও প্রায় ৫০০ ভক্তকে খাওয়ানো হয় ও ৫০ জন দুঃস্থ বাসিন্দার মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু সংঘরাজ রতনজ্যোতি মহাস্থবীর, আনন্দ মহাথের, ফরা বুদ্ধশ্রী, সাঙ্গে লোডো প্রমুখ। এছাড়াও কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা তাঁদের আশীর্বাদ নিতে সেখানে এসেছিলেন।

হুমকি অধ্যাপকের

প্রথম পাতার পর

সেই অধ্যাপকের টিউশন ফি সিমেস্টার প্রতি ৬০০০ টাকা। ওই ছাত্রী ইতিমধ্যেই ওই অধ্যাপককে ২০০০ টাকা দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন। কিন্তু অভিযোগ তোলায় তাঁকে টিউশনের গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ছাত্রীর।

সিমেস্টার নির্ভর পঠনপাঠনে ইন্টারনালের নম্বর গুরুত্বপূর্ণ। কোনও সিমেস্টারে পূর্ণমানের ১৫ নম্বর, কোনও সিমেস্টারে ২০ নম্বর করে বরাদ্দ থাকে ইন্টারনালে। তাই এক্ষেত্রে নম্বর কম বা বেশি পাওয়ার ওপর পরীক্ষার সার্বিক ফল অনেকটাই নির্ভর করে।

এদিন ওই ছাত্রী লিখিত অভিযোগ জানানোর পর আরও অনেকে মুখ খুলেছেন। কলেজের ষষ্ঠ সিমেস্টারের এক ছাত্রীও অভিযোগ করেছেন, ওই অধ্যাপক তাঁর কাছে টিউশন না পড়লে ইন্টারনাল পরীক্ষায় মার্কস কম দেন। তৃতীয় সিমেস্টারের এক ছাত্রী বলেন, 'ওই অধ্যাপক আমাদের প্রতিনিয়ত ভয় দেখান আর হুমকি দেন।'

তবে, এদিন একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা পড়লেও পড়ুয়ারা বলছেন, আরও অনেক অধ্যাপকই একই দোষে দুষ্ট। সেই কলেজের একাধিক অধ্যাপক তাঁদের কাছে টিউশন না পড়লে ইন্টারনাল নম্বর কমিয়ে দেওয়ার ভয় দেখান। আর যাঁরা এসব করেন, তাঁরা কলেজে ঠিকঠাক ক্লাস নেন না বলেও অভিযোগ।

এবিষয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কুমারগ্রাম ব্লকের সভাপতি বিকি দাস বলেন, 'ওই অধ্যাপক যে ধরনের কাজ করেছেন তা একদমই সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কলেজের অধ্যক্ষের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি। প্রয়োজনে আমরা উচ্চশিক্ষা দপ্তরে ও জেলা শাসকের কাছেও অভিযোগ জানাব।'

বিপাকে ব্যবসায়ীরা

প্রথম পাতার পর

সমস্যা নিয়ে ব্যবসায়ী সমিতি দফায় দফায় বৈঠকে বসেছে। দুশ্চিন্তায় ভুগছেন গালামালের দোকানদার অতুল দাস, স্টেশনারি ও গালামালের ব্যবসায়ী বিমল দত্ত, গ্যারাজ মালিক সুজিত বিশ্বাসের মতো শয়ে-শয়ে ব্যবসায়ী।

সেলস ট্যাক্স ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মনোজিৎ দত্ত বলেন, '২-৩ দিন আগে আচমকা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে দোকান সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ পেয়ে আমরা রীতিমতো অবাক হয়ে যাই। যে সময় দেওয়া হয়েছে সেটাও খুবই কম। মাত্র ১৫ দিন। তারমধ্যে বর্ষাকাল চলছে। এই অল্প সময়ে ২ শতাধিক দোকান সরিয়ে নেওয়া কার্যত অসম্ভব। তাই আলোচনার জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আলিপুরদুয়ার অফিসে গিয়ে আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছি। জাতীয় সড়কের ধারে ব্যবসা করে সংসার চালানো ছাড়া আমাদের আর বিকল্প উপার্জনের উপায় নেই সেটাও জানিয়েছি।'

তবে মনোজিৎও মানছেন, যদি সড়ক কর্তৃপক্ষ চাপ দেয়, তবে তাঁদের কিছু করণীয় নেই। তিনি বলেন, 'জাতীয় সড়কের এই নির্দিষ্ট অংশে অবৈধ পার্কিং, যানজট, পথ দুর্ঘটনার মতো সমস্যা এড়াতেই ব্যবসায়ীদের দোকান সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আমরা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অধিগ্রহণ করা জায়গায় দোকান করে জীবনজীবিকা চালাচ্ছি। কর্তৃপক্ষ চাইলে সরে যেতে হবেই। তাই সময় চেয়েছি।'

ছাত্রীকে হেনস্তা, ধৃত

শীতলকুচি, ৭ জুলাই : স্কুল চলাকালীন ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল হতেই গ্রেপ্তার করা হল অভিযুক্ত পড়ুয়াকে। শুধু তাই নয়, স্কুল পরিচালন কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসে ওই ছাত্রকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের ডাকঘরা হাইস্কুলের এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগে কেন ওই সিদ্ধান্ত নিল না? আগেই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ ও সাসপেন্ড করলে এই বিতর্কের সৃষ্টি হত না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

গত বুধবার পড়ুয়াদের মধ্যে ঝামেলা হয়। বৃহস্পতিবার দুই পড়ুয়ার অভিভাবকদের স্কুলে ডেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ঘটনার মীমাংসা করেন প্রধান শিক্ষক। সেদিনের মতো ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যায়। কিন্তু শনিবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল হতে থাকে। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এই ঘটনাকে নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে শিক্ষা মহলে। ওই হেনস্তার ছবি ভাইরাল হওয়ার পরেই সোমবার সকালে নাবালিকার পরিবার শীতলকুচি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এর পরেই পুলিশ ওই ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ছাত্র গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে বিকেলে তড়িঘড়ি স্কুল পরিচালন কমিটির বৈঠক ডাকেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তারপরেই তাকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের সিসি ক্যামেরা সারাই করা হয় এদিন।

সাসপেন্ড

- ছাত্র গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে বিকেলে তড়িঘড়ি স্কুল পরিচালন কমিটির বৈঠক ডাকেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক
- অভিযুক্ত ছাত্রকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ
- এর আগে স্কুলে ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল হয়
- বর্তমানে ওই ছাত্রীটি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে

ছাত্রীটির বাবা বলেন, 'অভিযুক্ত পড়ুয়া আমার মেয়েকে বুধবার স্কুল চলাকালীন সময়ে ক্লাসের ভিতরে গালিগালাজ করতে থাকে, হাত ধরে টানাটানির পাশাপাশি শারীরিক হেনস্তা করে। এমনকি মারধরও করে। ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে আছাড় মারে। প্রাণে মারারও হুমকি দেয়। বর্তমানে ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।'

এদিন প্রধান শিক্ষক প্রণয়কুমার বর্মন বলেন, 'এদিন অভিযুক্ত ছাত্রের পরিবারকে ডাকা হলে তাঁরা বিদ্যালয়ে আসেননি। ছাত্রীর পরিবার থানায় গিয়েছে। অভিযুক্ত পড়ুয়াকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

এক অভিভাবকের কথায়, 'এরকম ছাত্রকে রাখলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে অভিভাবকদের।' শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'ছাত্রীর পরিবার অভিযোগ জানানোর পরেই অভিযুক্তকে মাথাভাঙ্গা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কোচবিহার জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পাঠানো হয়েছে।'

সুরিপাড়ায়

প্রথম পাতার পর

হইচই পড়ে যায়। কেউ কেউ প্রাণভয়ে লুকোনোর চেষ্টাও করেন। বিয়েবাড়িতে এলাকার লোকজন তো ছিলেনই। তাঁরাই প্রথমে হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করেন। সমানে বাজি, পটকা ফাটানো হয়। হাতিকে সার্চলাইট দেখানো হয়। বনকর্মীরাও এলাকায় আসেন। তারপর সবার চেষ্টায় হাতিকে জঙ্গলে ঢোকানো সম্ভব হয়।

এই বিয়ের পুরোহিত ছিলেন কানাঘাই এলাকার যাদব চক্রবর্তী। তিনিও আতঙ্কিত। পুরোহিতের কথায়, 'তখন কড়ি খেলা চলছিল। তার মধ্যে হাতি চলে আসে। বেশ কিছুক্ষণ বিয়ের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হয়।' বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর বাইক নিয়ে বাড়িতে ফিরতেও ভয় পাচ্ছিলেন পুরোহিত। তখন বিয়েবাড়ির লোকজনই যাদবকে অনেকটা পথ এগিয়ে দেন।

সোনাপুর থেকে বিয়েবাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল সুমিত কার্জি। তাঁর কথায়, 'আর একটু হলেই তো হাতি প্যান্ডেলের ভেতরে ঢুকে পড়ত। এই দৃশ্য দেখে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ি।' আমন্ত্রিত ছিলেন পাশের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মনও। তাঁর কথায়, 'বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলাম। তবে আমি আগেই চলে আসি। পরে শুনি ওখানে নাকি হাতি এসেছিল। ভাগ্যিস আগে চলে এসেছিলাম।'

সংশোধনী

সোমবার 'ইংল্যান্ডে সোনা জয় সৌরভের' শীর্ষক প্রতিবেদনে আলোচিত পুলিশ অ্যান্ড ফায়ার গেমস ইংল্যান্ডে নয়, আমেরিকার বার্মিংহামে আয়োজিত হয়েছে পড়তে হবে।

'দাগি' রক্ষার

প্রথম পাতার পর

এতেও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'এঁরাই আবার শিক্ষক হিসেবে ১০ শতাংশ নম্বরের সুবিধা পাবেন?' কল্যাণ পালটা যুক্তি দেন, 'একই কাজে দুটি সাজা হয় না। চাকরি বাতিল হবে, আবার পরীক্ষাতেও বসতে পারবেন না- এটা হয় না। সুবিধা কি শুধু মামলাকারীদের জন্য হবে?' বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য কিন্তু স্পষ্ট করে জানান, যাঁরা প্রতারণা করে চাকরি পেয়েছেন তাঁরা বাদ যাবেন।

চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধি চিন্ময় মণ্ডলের অভিযোগ, 'প্ল্যান করে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসানোর চক্রান্ত ছিল।' তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার অবশ্য বলেন, 'রাজ্য সরকার কখনও আদালতের বিরুদ্ধে যায়নি, যাবেও না।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'রাজ্য সরকার শুধু চাকরিহারাদের সঙ্গে ছলনা করছে না, বরং যাঁরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কথায়, 'চাকরি চোরেরা দুর্নীতিগ্রস্তদের পেছনের পথ থেকে ঢোকানোর জন্য এই পদক্ষেপ করেছে।'

সওয়ালের শুরুতে সোমবার বিচারপতি ২০১৬ সালের রুল মেনে পরীক্ষার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে কি না দেখতে চান। মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, সুপ্রিম কোর্ট নিয়োগের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। রাজ্যের আবেদনের ভিত্তি অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের শূন্যপদের সঙ্গে অতিরিক্ত শূন্যপদ যোগ করতে বলেছে। বিকাশের ভাষায়, 'এতে দুর্নীতির আরেকটি দরজা খুলে গিয়েছে। কারণ, নতুনরাও আবেদন করতে পারবেন।'

যদিও বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'শীর্ষ আদালতের রায়ে জলের মতো স্পষ্ট যে, দুর্নীতি থাকায় সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে। দুই ধরনের চাকরি ছিল। যোগ্য, অযোগ্য নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। তবে আদালত অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে না। শূন্যপদ বাড়াতে এসএসসির ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ নিয়েও প্রশ্ন নেই। তবে চিহ্নিত অযোগ্যরা সুযোগ পাবেন না।'

বিচারপতি জানতে চান, ৩০ মে এসএসসির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হলে সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমায় হস্তক্ষেপ করা হয়ে যেতে পারে কি? আইনজীবীর উত্তর, না তা হবে না। আদালত যোগ্যদের ও বিশেষভাবে সক্ষমদের বয়সজনিত ছাড়ের কথা বলেছে।

বঙ্গ বিজেপি বাঙালি হবে

প্রথম পাতার পর

উদ্দেশ্য, তৃণমূল বিরোধী ভোট এক জায়গায় করা।

মানতেই হবে যে, একটি বিষয়ে বিজেপি অন্য দলকে বলে বলে দশ গোল দেবে। তা হল, ভোট। এই দল সারা বছর ধরে ভোট করে। গোটা বছর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' পদ্ধতিতে নানারকম লাইন মাথা খাটিয়ে বের করে। নাগপুরের গবেষণাগারে নতুন নতুন চোখধাঁধানো কৌশল তৈরি হয়। সংঘের ইভেন্ট ম্যানেজাররা বাজারের হাওয়া মেপে নানারকম স্লোগান বানায়। যেখানে যেমন। যখন যেটা পাবলিক খায়। সেই 'অচ্ছে দিন' থেকে 'দেশ কা চৌকিদার', কিংবা 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' বা 'অবকি বার চারশো পার', 'ঘর মে ঘুসকে মারেঙ্গে' ইত্যাদি যেটা যেমন কাজে লাগে।

কোনও খামতি নেই। না উদ্যমে না ট্যাঁকের জোরে। অষ্টপ্রহর কাজ করে চলেছে আইটি সেল। তার জন্য লোক আছে, কখনো-কখনো নগদ গুনে প্রফেশনাল ভাড়া করে। অন্যদল যখন কার সঙ্গে জোট বাধবে, তা নিয়ে কাজিয়ায় ব্যস্ত, ততক্ষণে ভোটের ফল জুতসই না হলে কোন দল থেকে কত ভাঙানো যাবে- সেই হিসেব সারা হয়ে যায় বিজেপির। ভোটের প্রচারও একেবারে মাপসই, মোদি-শা কোথায় ক'টা সভা করবেন, তা বহু আগে থেকেই ছক কষে ময়দানে নামে দলটি।

হাতের কাছে বিহারের ভোট। তাই পহলগামে হামলার পর বিদেশ সফর কাটছাঁট করে মোদি ফিরে এলেও সর্বদলীয় বৈঠকে না গিয়ে সোজা চলে গেলেন বিহারের নির্বাচনি সভায়। কে কী বলল, তাতে তিলমাত্র আমল না দিয়ে। পরপর বিহারে গিয়ে কোটি কোটি টাকার ঘোষণা শুরু হয়ে গিয়েছে এখন থেকে। পাশাপাশি চিরাগ পাসোয়ানকে দিয়ে নীতীশ কুমারকে প্যাঁচে ফেলার তোড়জোড় চলছে। এর উপর রয়েছে নির্বাচন কমিশনের হরেক ফরমান দিয়ে বিরোধীদের ব্যতিব্যস্ত রাখা।

পহলগামের পর হাতেগরম দেশপ্রেম তো রয়েছেই। তাবৎ বিরোধীরা যখন বিদেশে ঘুরে ঘুরে দেশের কথা বলেছে, তখন দেশের মধ্যে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে গলা ফাটিয়ে যাচ্ছেন একা মোদিজি। বলছেন, বিরোধীরা দেশ কা দুশমন, পাকিস্তানের দোস্ত। বুঝুন কাণ্ড! বিহারের ভোট এখনও মাস কয়েক দূরে। তাই জাতগণনা হবে বলে বিজেপি আগাম ঘোষণা করে দিয়েছে ইস্যু হবে ধরে নিয়ে। তা হবে জনগণনার সঙ্গে আগামী বছরে। ফলে সাপ মরলেও লাঠি ভাঙার ঝুঁকি কম।

এ রাজ্যে ভোট কমবেশি বছরখানেক পরে। সময় নষ্ট না করে বাধ্য ছাত্রের মতো পড়তে বসে গিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। দিল্লি থেকে দেওয়া নতুন নতুন হোম টাস্ক করতে গলদঘর্ম এখানকার নেতারা। এখন থেকে যে মোদি আর শা নিয়ম করে প্রতি মাসে আসবেন, জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাও।

শুভেন্দু জানাচ্ছেন, আর চার-পাঁচ পার্সেন্ট হিন্দু ভোট এলেই ছাব্বিশে নবান্ন দখল গ্যারান্টি। ওই চার-পাঁচ পার্সেন্টের জন্য তারা কত বড় হিন্দু, প্রমাণ করতে আসরে নেমে পড়েছে টিম শুভেন্দু। মমতার জগন্নাথ মন্দিরের পালটা খুঁজতে দিঘার প্রসাদ ভেজাল বলে সাংবাদিকদের ডেকে বোঝাতে হয়েছে। সন্দেশখালি, মুর্শিদাবাদের ইস্যু সেভাবে ভোটে কাজে লাগেনি। আরও নিত্যনতুন গরম ইস্যু খুঁজে বের করতে কালঘাম ছুটছে তাদের।

তবে শমীকের আমলে বিজেপি আমূল বদলে যাওয়ার ঝুঁকি বোধহয় নেবে না। হিন্দু ভোট ধরে রাখতে গরম না হোক, নরম হিন্দুত্বের লাইন ছাড়তে পারবে কি তাঁরা? আসলে যেটুকু হবে, তা নেহাতই কৌশলমাত্র। বলতে পারেন, আরও একটা এক্সপেরিমেন্ট। তবে দলে যে আরএসএসের কবজা আরও শক্ত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্য দল থেকে আসা দলত্যাগীদের পাত্তাও কমবে ক্রমশ। গোষ্ঠী বিন্যাস কীভাবে বদলাবে, তা এখনই বলা মুশকিল। একলা দিলীপ ঘোষই বা কতদিন ডুগডুগি বাজিয়ে যাবেন কে জানে!

ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে সাফল্য উৎসর্গ আকাশের

লন্ডন, ৭ জুলাই : প্রথম ইনিংসে চার উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ছয়। সবমিলিয়ে ম্যাচে মোট দশ উইকেট। সঙ্গে চেতন শর্মাকে টপকে যাওয়া।

এজবাস্টন টেস্টে অভিশাপ কাটিয়ে টিম ইন্ডিয়া সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে। ম্যাচের সেরা হয়েছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। দশ উইকেট নিয়ে আকাশও ম্যাচের সেরা হতে পারতেন। কিন্তু ম্যাচ সেরা না হওয়ার কোনও আক্ষেপ নেই বাংলার আকাশের। বদলে রয়েছে আগামীর সাফল্যের স্বপ্ন। সঙ্গে পরিবারের প্রতি দায়িত্বও। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই ক্যানসার আক্রান্ত দিদির প্রতি রয়েছে সমবেদনা। এজবাস্টন টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের পর মাঠে চেতেশ্বর পূজারাকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন আকাশ। সেখানেই তাঁর দশ উইকেট নেওয়া ও টিম ইন্ডিয়ার এজবাস্টন জয়ের সাফল্য ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে উৎসর্গ করার কথা ঘোষণা করেছেন আকাশ। বলেছেন, ‘একটা কথা আমি আগে কখনও কাউকে বলিনি। আজ বলছি। এজবাস্টন টেস্টের এই সাফল্য আমার ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে উৎসর্গ করতে চাই। শেষ দুই মাস ধরে দিদি ক্যানসার আক্রান্ত। এখন অবশ্য অনেকটা ভালো আছে ও। আমি দিদিকেই এই সাফল্য উৎসর্গ করতে চাই।’

বছর কয়েক আগে প্রথমে বাবা ও পরে দাদাকে ছয় মাসের ব্যবধানে হারিয়েছিলেন আকাশ। এমন ঘটনার পর তিনি মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু ক্রিকেটার হয়ে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন ছাড়েননি। এজবাস্টনের আকাশ প্রমাণ করেছেন, নিষ্ঠা, ইচ্ছা থাকলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। এহেন আকাশের মুখে তাঁর কথা শুনে আবেগে ভেসে গিয়েছেন দিদি অখণ্ড জ্যোতি সিংও। ভাইয়ের পারফরমেন্সে তিনি গর্বিত। আর সেই গর্বের রেশ আজ ধরা পড়েছে সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। যেখানে আকাশের দিদি বলেছেন, ‘ভাইকে নিয়ে আমি গর্বিত। দেশকে ও ম্যাচ জিতিয়েছে। আমি চাই আমাদের দেশের জন্য এমন সাফল্য ও আরও নিয়ে আসুক।’ ইংল্যান্ডে থাকা ভাইয়ের জন্য আবেগঘন বার্তাও দিয়েছেন ক্যানসার আক্রান্ত দিদি। বলেছেন, ‘আমি এখন ঠিক চ্যানেলে আকাশ যে আমার কথা তুলে ধরবে, ভাবতে পারিনি। ও আমায় ও আমাদের পরিবারকে কতটা ভালোবাসে, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। দিদি হিসেবে আমি চাই, আকাশ আরও সফল হোক।’ শেষ আইপিএলে আকাশ যখন লখনউ সুপার জায়েন্টসের হয়ে খেলছিলেন, সেই সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দিদি জ্যোতি। ভর্তি হতে হয়েছিল হাসপাতালে। খবর পাওয়ার পরই দ্রুত সেখানে হাজির হয়েছিলেন আকাশ। চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। সেকথা শুনিয়ে তাঁর দিদি বলেছেন, ‘আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে বরাবরই সম্পর্কটা দারুণ। আকাশ বিহারের বাড়িতে এলে আমার হাতের রান্না ছাড়া খায় না। ইংল্যান্ড থেকে ও ফেরার পর আকাশের পছন্দের যাবতীয় পদ রান্না করে দেব আমি।’ আছি। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না ওকে। আকাশ শুধু মাঠে নিজের সেরাটা দিয়ে যাক। আমার ও আমাদের পরিবারের সমর্থন সবসময় ওর সঙ্গে থাকবে।’

এজবাস্টন টেস্ট জয়ের পর ভাইয়ের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা হয়েছে দিদির। কিন্তু তিনি ভাবতে পারেননি দুনিয়ার দরবারে ভাই আকাশ তাঁর কথা তুলে ধরবেন। সেই আবেগে ভেসে আকাশের দিদি আজ বলেছেন, ‘এজবাস্টন টেস্টের প্রতিটা মুহূর্ত দারুণ উপভোগ করেছি। বাড়ির সবাই একসঙ্গে সারাদিন ধরে খেলা দেখেছি। পরের ম্যাচগুলোও দেখব। আর চাইব আকাশের সাফল্য। ম্যাচ জয়ের পর সম্প্রচারকারী

লন্ডনে টিম ইন্ডিয়া, লর্ডসে আজ অনুশীলন

এদিকে, গতকাল এজবাস্টন টেস্ট জয়ের মাধ্যমে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আজই লন্ডন পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার থেকে ‘দ্য হোম অফ’ ক্রিকেটে শুরু সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। মঙ্গলবার থেকে লর্ডসে অনুশীলন রয়েছে ভারতীয় দলের। সাময়িক বিশ্রামের পর্ব মিটিয়ে লর্ডস টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ফিরতে চলেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। বড় অঘটন না হলে বুমরাহর সঙ্গে সম্ভবত নতুন বলটা ভাগ করে নেবেন আকাশই। বিলেতের আকাশে ভারতীয় ক্রিকেটের সূর্যোদয় যে ঘটে গিয়েছে।

দিদি অখণ্ড জ্যোতি সিংয়ের সঙ্গে আকাশ দীপ। -ফাইল চিত্র

নেতা শুভমানের প্রশংসায় লক্ষ্মণ

সুইংয়ে মজে শচীন

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : অবশেষে পতন বার্মিংহাম দুর্গের। মিশন ইংল্যান্ডে অতীতে বারবার ভারতের জয়রথ থমকে গিয়েছে বার্মিংহামে। ইতিহাসের সেই চাকা উলটো দিকে ঘুরিয়ে বাজিমাত শুভমান গিলের তরুণ ব্রিগেডের। খুশির মাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়ে ৩৩৬ রানের বিশাল জয়। ইংল্যান্ড-বধে সিরিজ ১-১ করে নেওয়া। খুশির যে ঢেউ ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। প্রাক্তনদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভাসছেন আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজ, শুভমান গিলরা।

শচীন তেন্ডুলকার শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে মহম্মদ সিরাজকে ‘জন্টি রোডস’ বলে অভিহিত করেছেন। মজেছেন আকাশের সুইংয়ে। মাস্টার ব্লাস্টারের দাবি, দ্বিতীয় ইনিংসে জো রুটের উইকেট ছিটকে দেওয়া আকাশের বলটা এখনও পর্যন্ত সিরিজের সেরা। সমাজমাধ্যমে শচীন লিখেছেন, ‘আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে বোলারদের লেংথ। আকাশ অসাধারণ বলার প্রয়োজন নেই। আমার মতে রুটের বলটা সিরিজের সেরা। উপভোগ করেছি মহম্মদ ‘জন্টি’ সিরাজের ক্যাচও।’

মাস্টার ব্লাস্টারের মতে, শুভমানদের স্বপ্নের ব্যাটিং কার্যত ইংল্যান্ডের সামনে জয়ের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। শুভমানের সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুলও খুব ব্যাটিং করেছে দ্বিতীয় ইনিংসে। চতুর্থ দিনের শেষে ম্যাচের সমীকরণ দাঁড়ায়, জিতলে ভারতই জিতবে। ফলে ব্যাটিং ভাবনা বদলাতে হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত চাপটা সামলাতে পারেনি ইংল্যান্ড।

উজ্জ্বল কেরিয়ারে বার্মিংহাম ‘ক্ষতচিহ্ন’ ছিল ভিভিএস লক্ষ্মণের কাছেও। উত্তরসূরিদের হাত ধরে সেই ক্ষতে প্রলেপ। খুশিটা নিয়ে লক্ষ্মণ বলেছেন, ‘সাবাস। দুর্দান্ত জয়। দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যাঘাত করেছে, তা অবিশ্বাস্য। ব্যাটিংয়ের সঙ্গে নেতৃত্ব, অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য অভিনন্দন শুভমানকে। অধিনায়কত্বের শুরুটা দারুণভাবে করলে। সিরাজ, আকাশ দীপের কথাও বলব। আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল।’

মদন লালের মুখেও শুভমানের কথা। ১৯৮৩-র বিশ্বজয়ী দলের সদস্য মুগ্ধ, যেভাবে শুভমান সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। বলেছেন, ‘দুই টেস্টেই ভারত দাপট দেখিয়েছে। খারাপ ফিল্ডিংয়ের জন্য প্রথম ম্যাচে হারতে হয়েছিল। বোলিং বিভাগ প্রশংসনীয় পারফরমেন্স করেছে। ইংল্যান্ডের বোলিংকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে সিরাজরা। প্রথম টেস্টে বেশি শর্ট বল করেছিলাম আমরা। ভুল শুধরে নিয়ে সাফল্য। শুভমান একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিল। জীবন মাত্রই চাপ থাকবে। কিন্তু ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের ভার সম্পূর্ণ আলাদা। দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছে। ঋষভ পন্থ, যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজাও দারুণ সংগত করল।’

ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক মদন লালের বিশ্বাস, শুভমানের দল সিরিজ জিতেই ফিরবে। দল যেরকম খেলছে। ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে সিরিজে প্রত্যাবর্তন করেছে। হোম অ্যাডভান্টেজ থাকলেও ইংল্যান্ডের পক্ষে এই ভারতীয় দলকে সামলানো সহজ হবে না। দাপট জারি রেখে প্রথম শচীন-অ্যান্ডারসন ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরবে শুভমানের ভারত।

> আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে বোলারদের লেংথ। আকাশ অসাধারণ বলার প্রয়োজন নেই। আমার মতে রুটের বলটা সিরিজের সেরা। উপভোগ করেছি মহম্মদ ‘জন্টি’ সিরাজের ক্যাচও।
>
> **শচীন তেন্ডুলকার**

জোশ টাঙ্গের ক্যাচ তালুবন্দি করতে মিড উইকেটে ঝাঁপ মহম্মদ সিরাজের।

আকাশ-গিলে মুগ্ধ সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : লন্ডন থেকে কলকাতায় ফেরার পথে বিপত্তি। বিমান বিভ্রাটের কবলে পড়ে আপাতত তিনি দুবাইয়ে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় পৌঁছানোর কথা তাঁর।

কলকাতায় পা রাখার আগেই অবশ্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসবেন। কারণ, রাত পোহালেই মহারাজের জন্মদিন। ৫২ পার করে ৫৩ বছরে পা দিচ্ছেন কাল। ইতিমধ্যেই বাংলা ক্রিকেট সংস্থার পাশাপাশি মহারাজের বিভিন্ন ফ্যান ক্লাবের তরফে আগামীকাল তাঁর জন্মদিন পালনের নানা পরিকল্পনা করে ফেলা হয়েছে।

জন্মদিন পালনের আগে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মজে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার এজবাস্টন জয়ের সাফল্যে। অধিনায়ক শুভমান গিল ও আকাশ দীপের পারফরমেন্স তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এতটাই যে, মহারাজের মনে হচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেটে শেষ ৩০-৩৫ বছরে শুভমানের মতো ব্যাটিং কেউ করেননি। মহারাজের কথায়, ‘শুভমান স্বপ্নের ব্যাটিং করে চলেছে। ওর জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আমার মনে হয় না শুভমানের মতো ব্যাটিং বিলেতের মাটিতে শেষ ৩০-৩৫ বছরে কোনও ভারতীয় ব্যাটার করেছেন বলে। আমি ওর স্কিলে মুগ্ধ। আশা করব, শুভমান বাকি সিরিজেও ওর এই স্বপ্নের ফর্মের ধারা বজায় রাখবে।’

আজ ৫৩ বছরে পা মহারাজের

এজবাস্টন টেস্টের সময় সেখানেই ছিলেন সৌরভ। খুব কাছ থেকে দেখেছেন ভারতীয় দলের সমতা ফেরানোর টেস্ট ম্যাচ। একদিকে অধিনায়ক শুভমানের ব্যাটিং স্কিল যেমন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তেমনই বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার আকাশের ছন্দও চমকে দিয়েছে সৌরভকে। তাঁর মনে হয়েছে, জসপ্রীত বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের আদর্শ নেতা হতে পারেন আকাশ। সৌরভের কথায়, ‘এজবাস্টনে অসাধারণ বোলিং করেছে আকাশ। যেভাবে নিজের শক্তি, স্কিল কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলল, এককথায় অসাধারণ। আকাশের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি বুঝতেই দেয়নি ও।’ বৃহস্পতিবার থেকে লর্ডসে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। আসন্ন সেই টেস্টেও বুমরাহর সঙ্গে নতুন বল হাতে আকাশকেও দেখতে চান তিনি। ৫৩ বছরে পা দেওয়ার আগে সৌরভ বলেছেন, ‘বুমরাহর না থাকা নিয়ে এজবাস্টন টেস্টের আগে অনেক কথা হয়েছিল। কিন্তু আকাশ বুঝতেই দেয়নি বুমরাহর অনুপস্থিতি। উইকেটের কোণ ব্যবহার করার পাশে পেস ও সুইংয়ের যে স্কিল আকাশ দেখিয়েছে, তার প্রভাব বাকি সিরিজে থাকবেই।’

তৃতীয় টেস্টের দলে যোগ করা হল অ্যাটকিনসনকে

বুমরাহকে নিয়ে প্রশ্নে ক্ষুব্ধ স্টোকস

বার্মিংহাম, ৭ জুলাই : দ্বিতীয় টেস্টে খেলেননি।

বিশ্রাম নিয়ে লর্ডস টেস্টের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখছেন। যদিও না থেকেও ভীষণভাবে আছেন জসপ্রীত বুমরাহ। বিশেষত ইংল্যান্ড শিবিরে। বার্মিংহামে টেস্ট হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনেও বুমরাহ-বাউন্সার! প্রশ্নের মুখে রীতিমতো মেজাজ হারাতে দেখা গেল বেন স্টোকসকে। একরাশ বিরক্তি নিয়ে প্রতিক্রিয়া, ‘আশা করেছিলাম বুমরাহকে নিয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলনে কোনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না।’

বুমরাহহীন বোলিংকে সামনে পেয়েও ৩৩৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হার। লর্ডসে তরতাজা বুমরাহ ফিরলে কী হবে? খোঁচাটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। জবাবে স্টোকস বলেছেন, ‘ভেবেছিলাম, এই সাংবাদিক সম্মেলনে অন্তত ওকে নিয়ে কোনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না। আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়মিত খেলে থাকি। কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়, সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। প্র্যাকটিসে সেই বিষয়গুলির ওপর জোর দিতে হয়। লর্ডসের আগে সেভাবে প্রস্তুতি, পরিকল্পনা তৈরি হবে।’

বুমরাহকে নিয়ে তৈরি থাকার সুর হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের গলাতেও। বলেছেন, ‘পরের ম্যাচে সম্ভবত ফিরবে বুমরাহ। ওর জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকবে। লর্ডসের পরিস্থিতি আলাদা হবে। আশা করি, আমাদের জন্য যা ঠিকঠাক হবে।’ লর্ডসের তুলনামূলক পেস সহায়ক পরিস্থিতিতে পেস শক্তি বাড়িয়ে নিল ইংল্যান্ড।

জোফ্রা আর্চার আগেই ছিল। এবার ফিরছেন পেস অলরাউন্ডার গাস অ্যাটকিনসন। বৃহস্পতিবার শুরু লর্ডস টেস্টের দলে ডাক অ্যাটকিনসনের। তবে সবার চোখ আর্চারের দিকে। স্টোকস তাসটা অবশ্য এখনই খেলতে নারাজ। জানান, আর্চারের ফিটনেস, ওয়ার্কলোডের ওপরও নজর থাকবে। সবকিছু খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত।

বার্মিংহাম ভুলে আপাতত থ্রি লায়ন্সের টার্গেট লর্ডস। যদিও ধাক্কা ঝেড়ে ফেলা সহজ নয়। ভাবাচ্ছে তিনদিনের ব্যবধানে ফের খেলতে নামার চ্যালেঞ্জ। স্টোকস মানছেন, হেডিংলে জয়ে পাওয়া ছন্দটা ধরে রাখতে না পারায় তিনি হতাশ। তবে ব্যর্থতা নিয়ে মাথা খারাপ করতে নারাজ। মনে করিয়ে দেন সাম্প্রতিককালে দুরন্ত সব জয়ের কথা। মাঝেমধ্যে কিছু ম্যাচ খারাপ কাটলেও সামগ্রিকভাবে ছবিটা আশাপ্রদ।

ম্যাচ হেরে পিচকেও কাঠগড়ায় তুললেন। স্টোকসের দাবি, ‘সত্যি কথা বলতে বার্মিংহামের উইকেট অনেক বেশি উপমহাদেশের মতো ছিল। ভারতীয় বোলাররা এই পিচে অনেক বেশি অভ্যস্ত এবং আমাদের থেকে বেশি ফায়দাও তুলেছে। তবে অজুহাত দিতে চাই না। মানছি, পিচ, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারিনি। টসে জেতার সুযোগ হাতছাড়া করেছি বললেও হয়তো ভুল হবে না। মানছি উইকেট বুঝতে কিছুটা ভুল হয়েছে। তবে ওদের ২০০/৫ করে দেওয়ার পরও প্রথম ইনিংসে তা কাজে লাগাতে পারিনি।’

বার্মিংহামের পিচ বিতর্কে কিছুটা অনাগত অতিথির মতো ঢুকে পড়েছেন প্যাট কামিন্সও। শুভমান গিলদের রান-উৎসবের দিকে আঙুল তুলে অজি অধিনায়কের প্রতিক্রিয়া, এরপর কে বোলার হতে চাইবে? ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ব্যস্ততার মাঝেই কামিন্স বলেছেন, ‘ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের দিকে চোখ রাখছি আমরা। এরপর কে বোলার হতে চাইবে? পুরোদস্তুর পাটা উইকেট।’

বাস্তব হল, পাটা উইকেটেই কামাল আকাশ দীপ-মহম্মদ সিরাজের। যা দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেয়। ম্যাককুলামও ভারতকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। অকপট স্বীকারোক্তি, শুভমান অসাধারণ। আকাশ দীপ এই পিচে দুর্দান্ত বল করেছে। ভারতেও এই ধরনের পিচ হয়। সেখানেই খেলে অবশ্য, যার পুরোদস্তুর সুযোগ নিয়েছে। যার পাশে তাঁর দল প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেনি। যোগ্য হিসেবেই জয়ী ভারত।

বার্মিংহাম টেস্ট হেরে বিধ্বস্ত ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস।

মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলবেন পৃথ্বী

মুম্বই, ৭ জুলাই : সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল আগেই। আজ শুধু সরকারি ঘোষণা হল।

জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষপর্যন্ত মুম্বই ছেড়ে মহারাষ্ট্রের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন পৃথ্বী শ। আগামী মরশুমের ঘরোয়া ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পৃথ্বী বলেছেন, ‘ক্রিকেট কেরিয়ারের এমন একটা জায়গায় রয়েছি, যেখানে আমার মনে হয় মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে আমার কেরিয়ার গতি পাবে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য।’ পৃথ্বীকে স্বাগত জানিয়েছেন মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি রোহিত পাওয়ারও। তাঁর মনে হচ্ছে, পৃথ্বী মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও সফল হবে তাঁর দল। পৃথ্বীকে মহারাষ্ট্রে সম্ভবত রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে খেলতে হবে। উল্লেখ্য, ৫৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৪৫৫৬ রান রয়েছে পৃথ্বীর। তাঁর প্রতিভা নিয়ে কারও কোনও সংশয় না থাকলেও পৃথ্বীর শৃঙ্খলা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

> ক্রিকেট কেরিয়ারের এমন একটা জায়গায় রয়েছি, যেখানে আমার মনে হয় মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে আমার কেরিয়ার গতি পাবে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য।
>
> **পৃথ্বী শ**

ত্রিশতরানের পর দক্ষিণ আফ্রিকার স্টপগ্যাপ অধিনায়ক উইয়ান মুল্ডার।

৩৬৭ রানের ইনিংসে বিশ্বরেকর্ড মুল্ডারের

হারারে, ৭ জুলাই : অধিনায়ক হিসাবে অভিষেকেই ত্রিশতরান। বিশ্বরেকর্ড গড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইয়ান মুল্ডার। ভাঙতে পারতেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার নজিরও। তবে ব্যক্তিগত রেকর্ডের চেয়ে দলের স্বার্থকেই এগিয়ে রাখেন মুল্ডার। টেম্বা বাভুমা নেই। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক কেশব মহারাজও চোটের কবলে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েই যেন জ্বলে উঠলেন মুল্ডার। টস জিতে শুরুতে প্রোটিয়াদের ব্যাট করতে পাঠায় জিম্বাবোয়ে। মাত্র ২৪ রানের মধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে খানিক চাপে পড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ডেভিড বেডিংহামকে সঙ্গী করে দলকে বড় রানের পথে এগিয়ে দেন মুল্ডারই। পরে জুটি গড়েন লুহান-দ্রে প্রিটোরিয়াসের সঙ্গে।

অক্ষত লারার নজির

দ্বিতীয়দিনে ২৯৭ বলে ৩০০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করেন মুল্ডার। যা লাল বলের আন্তর্জাতিকে দ্বিতীয় দ্রুততম ত্রিশতরান। পাশাপাশি হাসিম আমলার পর দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে ত্রিশতরান করলেন তিনি।

এই ইনিংসের সুবাদে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক ম্যাচে ত্রিশতরানের বিরল নজিরও গড়েছেন মুল্ডার। ম্যাচটা যেদিকে এগোচ্ছিল তাতে হয়তো অনায়াসেই টেস্টে ব্রায়ান লারার ৪০০ রানের রেকর্ডও ভাঙতে পারতেন তিনি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর যখন ৫ উইকেটে ৬২৬, তখন ব্যক্তিগত ৩৬৭ রানে দাঁড়িয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার দেন স্বয়ং প্রোটিয়া অধিনায়ক।

জবাবে জিম্বাবোয়ে প্রথম ইনিংসে ১৭০ রানে অল আউট হয়ে যায়। প্রেনেলান সুব্রায়েন নিয়েছেন ৪ উইকেট। ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে তারা দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫১/১ স্কোরে দাঁড়িয়ে।

পাটা পিচেও ড্রয়ের ক্ষমতা নেই, তোপ প্রাক্তনদের

বার্মিংহাম, ৭ জুলাই : যে কোনও টার্গেট তাড়া করতে প্রস্তুত।

প্রথম টেস্টে ভারতের ৩৭১-এর চ্যালেঞ্জে উতরে গিয়ে যার প্রমাণও রেখেছিলেন বেন স্টোকসের দল। বার্মিংহাম টেস্টে তৃতীয় দিনের শেষে সহ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের হুংকার ছিল, ভারত যে টার্গেটই দিক না কেন, তাঁরা প্রস্তুত। যদিও রান তাড়া করা তো দূর, ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি। ৬০৮-এর লক্ষ্যে ২৭১ রানেই শেষ বাজবলের জারিজুরি।

জসপ্রীত বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে যে দশায় সমালোচনার ঝড়। মাইকেল আথারটন, নাসের হুসেনের মতে, ম্যাচ জেতা যেখানে কার্যত অসম্ভব, সেখানে পাটা পিচে ড্র করা উচিত ছিল। স্টুয়ার্ট ব্রড আবার লর্ডসের তৃতীয় টেস্টেও বার্মিংহামের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা দেখছেন।

প্রাক্তন অধিনায়ক আথারটনের কথায়, বর্তমান ইংল্যান্ড টিম সবসময় জয়ের জন্য ঝাঁপায়। ড্রয়ের জন্য খেলে না। তবে একই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠা উচিত, এই ইংল্যান্ড দল কি আদৌ পাটা পিচে ম্যাচ ড্র করার মতো ক্ষমতা রাখে? আরও বলেছেন, ‘সাম্প্রতিকালে ইংল্যান্ডে পাটা উইকেট দেখা যাচ্ছে। সেই পিচে দুই ইনিংসে মাত্র ১৫৭ ওভার টিকল ইংল্যান্ড। সাত-সাতটি শূন্য রানের স্কোর। চারটিই টপ সিক্স ব্যাটারদের! এরকম পাটা পিচে এরকম ব্যাটিং, ম্যাচ বাঁচাতে না পারা চিন্তার জায়গা।’

নাসের আবার বোলিং কম্বিনেশনে ভুল দেখছেন। লিখেছেন, ‘পঞ্চম দিনের পিচ থেকেও ভারতীয় পেসাররা সুইং আদায় করে নিয়েছে। প্রথম থেকেই শুকনো পিচ। খেলা যত গড়িয়েছে আরও শুকিয়েছে। কিন্তু দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছে ওরা। আমার ধারণা, এরকম পিচ ইংল্যান্ড দল পছন্দ করে না। আমাদের চেয়ে বার্মিংহামের পিচ অনেক বেশি ভারতীয় দলের জন্য মানানসই ছিল। ইংল্যান্ড বোলিংয়ে সেই বৈচিত্র্য দেখা যায়নি। আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজরা সেখানে সুইংয়ের পাশাপাশি দক্ষতার সঙ্গে বল স্কিড করাল।’

ভারতের হাতে ‘বার্মিংহাম’ দুর্গের পতনের পর ব্রড চিন্তায় ক্রিকেট মক্কা লর্ডস নিয়ে। পাঁচ শতাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক ব্রড বলেছেন, ‘ভারতীয় বোলিং ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের এই ব্যাটিং চিন্তায় রাখছে। আকাশ দীপ সারাক্ষণ উইকেট লক্ষ্য করে বল করল, সুইং করাল। এর সঙ্গে বুমরাহ যুক্ত হলে আশঙ্কার কারণ থাকছে ইংল্যান্ডের জন্য।’

লর্ডস-দ্বৈরথ নিয়েও আশঙ্কা ব্রডের

কুমার সাঙ্গাকারার কথায়, বার্মিংহামে মূলত সিরাজ-আকাশেই বাজিমাত ভারতের। তবে লর্ডসে প্রসিধ কৃষ্ণার জায়গায় বুমরাহর প্রত্যাবর্তনটুকু ছাড়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। নিঃসন্দেহে বোলিং ব্রিগেড ফের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের। মাইকেল ভন যদিও ব্রড-সাঙ্গাদের সঙ্গে সহমত নন। বার্মিংহামে দল মুখ থুবড়ে পড়লেও বাজবলে আস্থা রাখছেন।

ভনের ফের দাবি, ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে ইংল্যান্ডই। ভারত চলতি সপ্তাহে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে। কিন্তু তারপরও ইংল্যান্ডের হয়ে বাজি ধরে ভন বলেছেন, ‘ভারত দারুণ খেলেছে। তারপরও মনে করি ইংল্যান্ড ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে। সিরিজ নিয়ে আগের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে সরছি না। গত তিন বছরে এই ইংল্যান্ড দল বারবার গর্বিত করেছে। উপভোগ্য ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। হেডিংলেতে বলেছিলাম, বাজবলে এবার মস্তিষ্কের ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বাস, বাকি সিরিজে তার প্রতিফলন ঘটবে।’

আউট হওয়ার পর জেমি স্মিথ।

অব্যবস্থার কলকাতা লিগ

ছাতা দিয়ে হল ব্যান্ডেজ বাঁধা

যন্ত্রণায় কাতর তারক হেমব্রমের বাঁ পায়ে দুইটি ছাতার সাহায্যে বাঁধা হল ব্যান্ডেজ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম রেলওয়ে এফসি ম্যাচে গুরুতর চোট পেয়েছেন তারক হেমব্রম। ৩৫ মিনিটে বাগান ডিফেন্ডার মার্শাল কিসকুর সঙ্গে সংঘর্ষে বাঁ পায়ে চোট পান তারক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়। সাইডলাইনে প্রবল যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন এই মিডিও। সেইসময় রেল দলের ডাগআউটে কোনও ডাক্তার ছিলেন না। তবে রেলের ফিজিও চেষ্টা করেছিলেন।

ম্যাচের বিরতিতে তারককে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন মোহনবাগানের টিম ডাক্তার কিংশুক ভুঁইয়া। তারপর তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে আয়োজকদের অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও পরে অন্য একটি অ্যাম্বুল্যান্সে তারককে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারকের সঙ্গে যান ইউনাইটেড স্পোর্টস কর্তা তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য।

তবে মাঠে তারকের চিকিৎসা নিয়ে বিতর্ক দেখা গিয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্সে তোলার সময় তারকের বাঁ পায়ে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য দুইটি ছাতা বাঁধা হয়। যেখানে এখনকার দিনে যে কোনও ম্যাচে চোট পাওয়া খেলোয়াড়কে সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। এদিন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ছিল না বলেই দাবি করেছে রেল। তাই দুটো ছাতার সাহায্যে ব্যান্ডেজ বেঁধেই কাজ চালাতে হয়। রেল দলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রেল দলের সঙ্গে এদিন কোনও ডাক্তার ছিল না।

অবশ্য এই নিয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'আমাদের মেডিকেল কমিটি যে সমস্ত জিনিস মাঠে রাখার সুপারিশ করেছিল, সেই সমস্ত কিছুই রাখা ছিল। এর বাইরে আর কী কী দরকার, তারজন্য সবার কাছেই আমরা পরামর্শ চাইছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'চিকিৎসার জন্য আইএফএ তারকের পাশে থেকে সাহায্য করবে।' পরে তিনি তারককে দেখতে হাসপাতালে যান।

> আমাদের মেডিকেল কমিটি যে সমস্ত জিনিস মাঠে রাখার সুপারিশ করেছিল, সেই সমস্ত কিছুই রাখা ছিল। এর বাইরে আর কী কী দরকার, তারজন্য সবার কাছেই আমরা পরামর্শ চাইছি।
>
> **অনির্বাণ দত্ত,** আইএফএ সচিব

- সাইডলাইনে প্রবল যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন তারক হেমব্রম।
- সেইসময় রেল দলের ডাগআউটে কোনও ডাক্তার ছিলেন না।
- অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় তারকের বাঁ পায়ে সাপোর্ট দিতে দুইটি ছাতা বাঁধা হয়।

মঙ্গলবার চাকরির জন্য তারকের মেডিকেল পরীক্ষা ছিল। বর্তমানে রেলের এই মিডিও চোট পাওয়ায়, চাকরির প্রক্রিয়ায় বেশ বিলম্ব ঘটবে। জানা গিয়েছে, তারকের পা ভাঙেনি। পেশিতে চোট লেগেছে। চোট কতটা গুরুতর সেটা মেডিকেল পরীক্ষার পর জানা যাবে।

মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়ে সন্দীপ মালিক। সোমবার।

রেলকে হারাল মোহনবাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(সন্দীপ, শিবম)
রেলওয়ে এফসি-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : প্রচণ্ড উত্তেজক একটা ম্যাচ। দুইটি গোল। পাঁচটা লাল কার্ড। তারক হেমব্রমের চোট। সব মিলিয়ে সোমবার ঘটনাবহুল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম রেলওয়ে এফসি ম্যাচ।

শুরুতে বোঝা যায়নি ম্যাচটা উত্তেজক হতে চলেছে। বৃষ্টিভেজা দিনে ম্যাচের বেশিরভাগ প্রাধান্য ছিল মোহনবাগানের। এমনকি তারা প্রথম গোলটাও করে ফেলে ছয় মিনিটে। সালাউদ্দিন আদনানের সেন্টার থেকে গোল করে যান বাগান অধিনায়ক সন্দীপ মালিক। ৩৫ মিনিটে বাগান ডিফেন্ডার মার্শাল কিসকুর সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান রেলের মিডফিল্ডার তারক। তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দ্বিতীয়ার্ধ উত্তাল হয়ে ওঠে দুই দলের হাতাহাতিতে। ঘটনার সূত্রপাত ৫৯ মিনিটে। মোহনবাগান মিডফিল্ডার মিগমা শেপরাকে ফাইল করেন রেলের ডিফেন্ডার সৌমিক কোলে। সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগানের সালাউদ্দিন গিয়ে সৌমিককে ধাক্কা মারেন। পালটা রেলের গোলরক্ষক তথা অধিনায়ক সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এসে সালাহউদ্দিনকে মারেন। এরপর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মাঠ থেকে ডাগআউটে। দুই দলের বচসায় ম্যাচ বন্ধ থাকে দশ মিনিট।

রেফারি দুই দলের পাঁচজনকে লাল কার্ড দেখান। মোহনবাগানের সালাউদ্দিন ও টিম ম্যানেজার রাহুল দত্তকে লাল কার্ড দেখানো হয়। রেলওয়ের সুদীপ্ত, সৌমিক এবং অভিষেক আইচকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। এরমধ্যে অভিষেককে আগেই পরিবর্তন করেছিল রেল।

দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি, লাল কার্ড পাঁচজনকে

ফলে ম্যাচের বাকি সময় রেল ৯ জন ও মোহনবাগান দশজনে খেলে।

সংযোজিত সময়ে সাহিল ইনামদারের পাস থেকে মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলটি করেন পরিবর্ত খেলোয়াড় শিবম মুন্ডা। যদিও রেলের দাবি, গোলটি অফসাইড ছিল। ম্যাচের পর মোহনবাগানের সহকারী কোচ বিশ্বজিৎ ঘোষাল বলেছেন, 'সালাউদ্দিনের ওইভাবে মাথা গরম করাটা উচিত হয়নি। তবে ও নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে।' এদিন ডাগআউটে ছিলেন না বাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো।

এপ্রিলেই কোচের পদ থেকে ইস্তফা

মার্কা-তে বললেন মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : এদেশের সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে পারবেন না, এমন শর্তই তাঁর কাছে রেখেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

কিন্তু স্বদেশের এক নম্বর সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলে বহু অজানা তথ্যই দিয়ে ফেললেন জাতীয় দলের সদ্য সরে যাওয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। তিনি যে এপ্রিলেই পদত্যাগ করেন, প্রথম এই কথাও প্রকাশ্যে এল। স্পেনের সংবাদপত্র মার্কাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মানোলো বলেছেন, 'আমি গত এপ্রিলেরই ভারতের জাতীয় দলের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিই। কিন্তু এআইএফএফ কর্তারা আমাকে জুন ট্রান্সফার উইন্ডো পর্যন্ত চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। শেষপর্যন্ত কোচ হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ওদের কথা আমি মেনে নিই।' এরপর তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'আমি শুধুমাত্র খারাপ ফলের জন্য সরে দাঁড়াতে চাইনি। ঘটনা হল, ওরাই আমাকে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিল বলেই এতদিন ছিলাম। আমার প্রাথমিক সিদ্ধান্তই এখন ওরা মেনে নিল বলে মনে হচ্ছে।' তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে ফেডারেশন সম্পর্কে কোনওরকম বিরূপ মন্তব্য করতে পারবেন না বলে শর্ত রাখা হয় মানোলোর সামনে। তিনি সম্ভবত সেসব মেনে নিয়েছেন শেষপর্যন্ত।

মানোলো তাঁর স্বদেশের সংবাদপত্রকে কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ভারতের জাতীয় দলকে কোচিং করানো আমার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু যখন তুমি দেখবে, কোনও দলই তোমার নিয়ম মেনে দলকে খেলাচ্ছে না, তখন মনে হবে যে এটা তোমার জায়গা নয়।' অর্থাৎ ভারতের ক্লাব দলগুলির খেলার ধরনের দিকে নির্দেশ করেছেন তিনি। মানোলো আরও বলেছেন, 'আমি বুঝেছি যে কিছু ভুল আমার হয়েছে।'

সোমবার ছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির ৪৪তম জন্মদিন। এদিন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রাঁচিতে ধোনি ঘরোয়া পোশাকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কেক কাটছেন। কেকে ছুরি চালানোর আগে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি কি কেকটা কাটব?'

উইম্বলডনের কোয়ার্টারে জকোভিচ

লন্ডন, ৭ জুলাই : গত বছর উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেও কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার কাছে হারতে হয়েছিল নোভাক জকোভিচকে। এবার কি হবে? উত্তর সময়ের গর্ভে। তবে ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের লক্ষ্যে উইম্বলডনে ১৬ নম্বর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে পড়লেন জকোভিচ। সোমবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম সেট খুইয়েও অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি মিনাউরকে ১-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন সার্বিয়ান তারকা। শেষ আটে জকোর প্রতিপক্ষ ইতালির ফ্লাভিও কোবোল্লি। তিনি প্রি-কোয়ার্টারে মারিন চিলিচের বিরুদ্ধে জয় পান।

পুরুষদের ডাবলসে বিদায় নিলেন ভারতের ইউকি ভামব্রি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট গ্যালোওয়ে। তাঁরা ৬-৪, ৩-৬, ৭-৬ (১০/৪) গেমে মার্সেল গ্রানোলারস-হোরাসিও জেবালোসের কাছে হেরে যান।

প্রতিযোগিতার পঞ্চম বাছাই জুলিয়ান ক্যাস-লয়েড গ্লাসপুল শেষ ষোলোর ম্যাচে গুইডো আন্দ্রেওজ্জি-মার্সেলো ডেমোলিনারকে ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন।

স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে নোভাক জকোভিচের খেলা দেখছেন বিরাট কোহলি।

অন্যদিকে, উইম্বলডনে পুরুষদের সিঙ্গলসে উত্তেজক লড়াইয়ে আন্দ্রেই রুবলেভকে হারিয়েছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ম্যাচের পর অবশ্য প্রতিপক্ষকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। আলকারাজ বলেছেন, 'রুবলেভ অত্যন্ত কঠিন প্রতিপক্ষ। ওর ফোরহ্যান্ড শট সামলানো অত্যন্ত কঠিন। প্রতি মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে কোর্টের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দৌড় করায়।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ওর বিরুদ্ধে যে পারফরমেন্স করেছি, তাতে আমি খুশি। খুব বুদ্ধি প্রয়োগ করে ম্যাচ জিতেছিল।'

ধাক্কা সামলে ছন্দ খুঁজছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : সমস্যা কোথায়? আর সমাধান কী? এই দুই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ব্যস্ত বিনো জর্জ।

মঙ্গলবার কলকাতা ফুটবল লিগে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ বেহালা এসএস স্পোর্টিং ক্লাব। খাতায়-কলমে এগিয়ে লাল-হলুদই। তবে লিগের প্রথম ম্যাচে ৭ গোলে জয়ের পর সুরুচি সংঘের ম্যাচে পয়েন্ট নষ্টের ধাক্কাটা বোধহয় এখনও সামলে উঠতে পারেনি মশাল ব্রিগেড। লাল-হলুদ শিবিরের পরিবেশই সেকথা বলে দিচ্ছে। বিএসএসের বিরুদ্ধে নামার আগে কোচ বিনোর মুখেও ঘুরে-ফিরে গত ম্যাচের কথা। সোমবার অনুশীলন শুরুর আগে তিনি বলছিলেন, 'সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে এগিয়ে যাওয়ার পরও গোল হজম করতে হয়। যেটা কখনোই ইতিবাচক দিক নয়। গত ম্যাচের ভুলভ্রান্তিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। দ্রুত সেগুলো শুধরে নিতে হবে।'

> **আজ কলকাতা লিগে**
>
> ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম বেহালা এসএস
>
> **সময় :** দুপুর ৩টা, **স্থান :** ব্যারাকপুর
> **সম্প্রচার :** এসএসইএন অ্যাপ

ফিরতে পারেন জেসিন

শুধু মুখেই বললেন না, বিএসএস ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় ভুলগুলো ফুটবলারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বিনো। বিএসএস ম্যাচের আগে সেই দুশ্চিন্তা একটু হলেও কমেছে। জেসিন টিকে ফিরছেন। এদিন তাঁকে পুরোদমে অনুশীলন করতে দেখা গেল। সোমবারের অনুশীলনে যা ইঙ্গিত মিলল তাতে, লাল-হলুদের প্রথম একাদশে বড়সড়ো পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। শুরু থেকে ৭ ভূমিপুত্র খেলানোর পরিকল্পনা থেকে সরছে না ইস্টবেঙ্গল। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমন সিকেকে সামনে রেখেই বিএসএস বধের ছক কষছেন বিনো। এদিকে পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল। আরও দুই বছর লাল-হলুদেই থাকছেন তিনি।

ডুরান্ডের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

সবুজ-মেরুনকে রেখে সূচি, লাল-হলুদকে দিয়ে শুরু টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে রেখেই সূচি প্রকাশ করল ডুরান্ড কমিটি।

শুরুতে না খেলার কথা জানালেও পরে শর্তসাপেক্ষে খেলতে রাজি হয় মোহনবাগান। একাধিক দাবির পাশাপাশি তারা যে লাল-হলুদের সঙ্গে এক গ্রুপে না রাখাকেই বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে একথা আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল। এছাড়াও অনুশীলনের মাঠ, দাবি মতো টিকিট বণ্টন সহ একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়। এদিন জামশেদপুরে ট্রফি ট্যুরের পাশাপাশি সরকারিভাবে টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশের পর দেখা যায়, সবুজ-মেরুন শিবিরের প্রথম শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এবার আলাদা গ্রুপে থাকছে। তবে মোহনবাগানের গ্রুপে রাখা হয়েছে কলকাতার আর এক প্রধান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। এছাড়াও থাকছে ডায়মন্ড হারবার এফসি ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। গ্রুপ 'এ'-র দুই দল ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেড এফসি উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। এই গ্রুপের বাকি দুই দল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও নামধারী এফসি। গ্রুপ 'সি'-র খেলাগুলি হবে জামশেদপুরে। এই গ্রুপে জামশেদপুর এফসি ছাড়া থাকছে ত্রিভুবন আর্মি, ইন্ডিয়ান আর্মি ও ওয়ান লাদাখ। কোকরাঝারে গ্রুপ 'ডি'-র মূল আকর্ষণ পাঞ্জাব এফসি। এই গ্রুপের বাকি দলগুলি হল বোড়োল্যান্ড এফসি, মর্নিং স্টার ও ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ। নিজেদের মাঠেই খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। শিলংয়ে আইএসএলের এই দল ছাড়াও আছে শিলং লাজং এফসি, মালয়েশিয়ার একটি আর্মি দল ও রাংদাজিয়েদ ইউনাইটেড এফসি। গ্রুপ 'এফ'-এর খেলা মণিপুরে। ট্রাউ এফসি, নেরোকা এফসি, ইন্ডিয়ান নেভি ও রিয়াল কাশ্মীর এফসি-এই চার দল খেলবে ইম্ফলে।

মজার কথা হল, টুর্নামেন্ট শুরু এবং সূচির কথা জানানো হলেও এদিন পর্যন্ত বিদেশমন্ত্রক থেকে নেপাল ও মালয়েশিয়ার দুই দলের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র হাতে পায়নি ডুরান্ড কমিটি। ফলে সূচিতে তাদের নাম জানানো যায়নি। তেমনি এদিন সূচি প্রকাশ অনুষ্ঠানে হঠাৎই ঝাড়খণ্ড সরকারের তরফ থেকে ওখানকার গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলি বিনা টিকিটে দেখতে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। অথচ বাকি রাজ্যের দর্শকদের দেখতে হবে টিকিট কেটে। মোহনবাগানও সরকারিভাবে এখনও নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেনি। সবমিলিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর দিন পনেরো আগেও অব্যবস্থা ও অগোছালোভাব টুর্নামেন্ট ঘিরে। একমাত্র ২৩ জুলাই যুবভারতীতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে উদ্বোধন করা নিশ্চিত বলে সূত্রের খবর।

> DURAND CUP SINCE 1888
>
> **তিন প্রধানের সূচি**
>
> **ইস্টবেঙ্গল এফসি-র ম্যাচ**
> সাউথ ইউনাইটেড এফসি (২৩ জুলাই, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন), নামধারী এফসি (৬ অগাস্ট, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স (১০ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন)
>
> **মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ম্যাচ**
> মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব (৩১ জুলাই, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), বিএসএফ (৪ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন) ডায়মন্ড হারবার এফসি (৯ অগাস্ট, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন)
>
> **মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ম্যাচ**
> ডায়মন্ড হারবার (২৮ জুলাই, কিশোর ভারতী), মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট (৩১ জুলাই, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), বিএসএফ (৭ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন)।

E-TENDER NOTICE
E-NIT No.
WB/APD/KMG/VB-IIGP/ET/ 03/2025-26 (2ND CALL), DATED : 19/06/2025
Bid closing date : 14/07/2025 at 12.00 Hrs for more information available at www.wbtenders.gov.in and GP Office, Volka, Purba Salbari, Alipurduar
Sd/-
Pradhan
Volka Barobisha No.II G.P.

Tender Notice
Tenderers are invited by undersigned for eNIT No- 06/15th FC(Tied)/MGP/2025-26, 07/15th FC(Tied)MGP/2025-26, 09/15th FC(Tied)/MGP/2025-26, Dated : 07-07-2025. Last date of Dropping- 15-07-2025, 15:00 hr. The details may be downloaded from the website i.e- www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Majherdabri Gram Panchayat

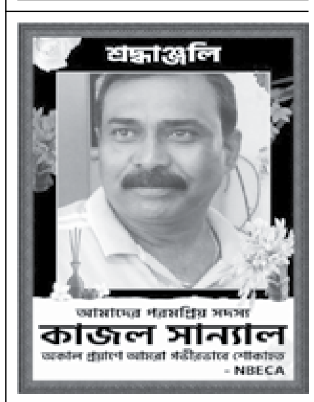

এশিয়ান শুটিংয়ে ভারতের মুখ মনু

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : আসন্ন এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মুখ মনু ভাকের।

অগাস্টের ১৬ তারিখ থেকে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসবে কাজাখস্তানে। চলবে ওই মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত। সোমবার তার দল ঘোষণা করল 'ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'। ঘোষিত ৩৫ সদস্যের মধ্যে মনুই একমাত্র নাম, যিনি প্রতিযোগিতায় দুইটি ব্যক্তিগত বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ও ২৫ মিটার পিস্তলের বিভাগে লড়তে দেখা যাবে তাঁকে। এছাড়াও এয়ার রাইফেল ও এয়ার পিস্তলের বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম বাংলার মেহুলি ঘোষ, এষা সিং, কিরণ অঙ্কুশ যাদব, সৌরভ চৌধুরী, অঞ্জুম মৌদগিল, ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমর।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে শাহজাহান হোসেন। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

বড় জয় শিকারপুর অগ্রদূতের

জামালদহ, ৭ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ফুটবল ট্রফি ফুটবলে সোমবার শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব ৬-১ গোলে লাল স্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। শিকারপুরের শাহজাহান হোসেন ও রাসেল রহমান জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোল তনয় সূত্রধর ও সাহিল হোসেনের। লাল স্কুলের একমাত্র গোলস্কোরার সুজিত বর্মন। ম্যাচের সেরা শাহজাহান। বুধবার খেলবে শিকারপুর অগ্রদূত ও রানিরহাট প্লেয়ার্স ইউনিট।

সাজিদের হ্যাটট্রিক

তুফানগঞ্জ, ৭ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে সোমবার চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ৬-২ গোলে বলরামপুর একাদশকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন চিলাখানার সাজিদ ইসলাম। জোড়া গোল করেন তুষার দাস। অন্য গোলটি অজিত খারিয়ার। বলরামপুরের গোলস্কোরার হিতুন নারায়ণ। আত্মঘাতী গোল করেন চিলাখানার মাসিয়া এক্কা। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে যুবশ্রী সংঘ রসিকবিল ও বাঁশরাজা জুনিয়ার একাদশ।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন জুবিলি ক্লাব

বীরপাড়া, ৭ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে 'বি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হল বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাব। সোমবার তারা ১-০ গোলে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। দলসিংপাড়া মাঠে গোল করেন রোহিত লোহার। ১৩ জুলাই আলিপুরদুয়ারে জুবিলি 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে খেলবে।

ওয়াক ওভার পেল যুব

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার আলিপুরদুয়ার শহরের সূর্যনগর মাঠে খেলা ছিল যুব সংঘ ও টাউন ক্লাবের। টাউন ক্লাব না আসায় ওয়াক ওভার পেয়েছে যুব সংঘ।

জয়ী চিলা রায়

কোচবিহার, ৭ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার চিলা রায় স্পোর্টস ফাউন্ডেশন ৩-১ গোলে বলরামপুর মাতৃমন্দির জয়ন্তী ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে চিলা রায়ের দেবাঙ্কুর বর্মন জোড়া গোল করেন। তাঁদের অন্য গোলটি সাহিন আলমের। বলরামপুরের স্কোরার রাহান সরকার। ম্যাচের সেরা চিলা রায়ের দেবাঙ্কুর। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরা দেবাঙ্কুর বর্মন।
ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা রিপণ দাস - কে 29.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57B 72551 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আজ আমি এখানে কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয় এবং চিরতরে বদলে যাওয়া জীবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার বিশাল সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারির কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।